শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত।

শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীমৎ মহিমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, "সুশীলা প্রেস" হইতে

শ্রীশশিভূষণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

মাঘ, ১৩৩৪ সাল।
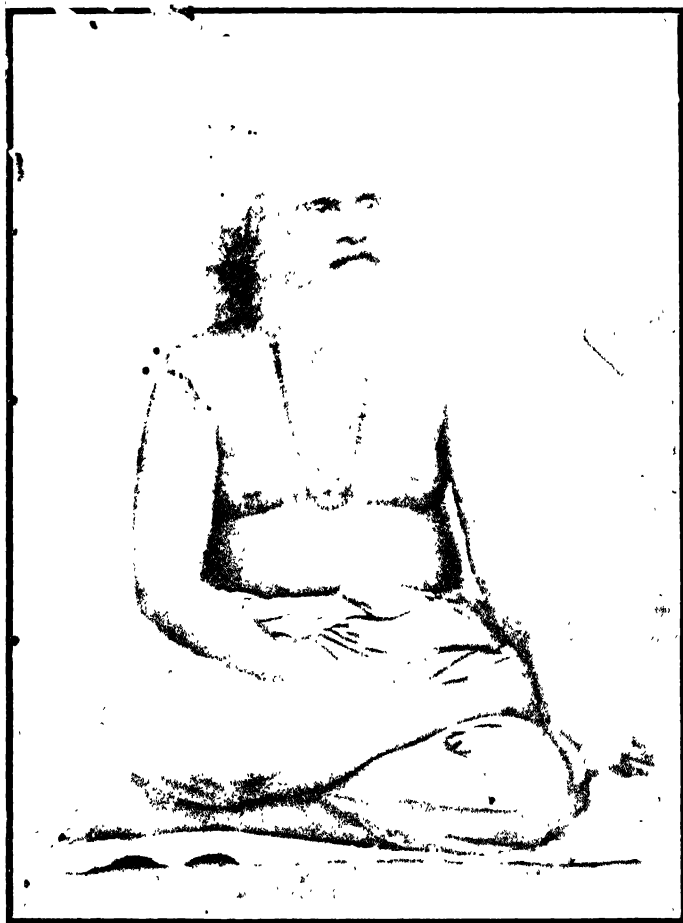
[মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দ দেবের সর্ব্ব-প্রধান শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ গিরি দাদা মহাশয়, যাঁহাকে আমরা সকলেই গুরুতুল্য জ্ঞান করি ও যাঁহার নিকট হইতে বহু উপদেশ লাভকরতঃ যাঁহার চরণে আমরা চিরঋণী, তিনি ছয় সাত বৎসর হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে শ্রীশ্রীগীতার ব্যাখ্যা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেব তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই।

গত বৎসর আমরা অনেকগুলি গুরুভ্রাতা মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকটে সকাতরে প্রার্থনা করাতে, অবশেষে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, গীতার সুধাময় উপদেশের যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম, যাহা আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং যাহাকে যথার্থ বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস আছে, তাহা তোমাদিগের জন্য প্রকাশ করিতে পারি। তবে বাবা, এক কথা বলিয়া রাখি, ইহাতে শাস্ত্রপাণ্ডিত্য কিছুই পাইবে না।

"প্রধানতঃ সংসারী সাধকের জন্যই শ্রীভগবান্ গীতারূপ মহা উপদেশ-বাণী প্রচার করিয়াছেন। ঐ উপদেশানুসারে আপনাকে গঠিত করিতে হইবে। বৈরাগ্যমূলা অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অধ্যাত্মজ্ঞান, ভগবদ্ধ্যান ও অনাসক্ত হৃদয়ে মাত্র কর্ত্তব্যপালনরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান এই তিনের যোগরক্ষাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ঐ কর্ম্মযোগকে অবলম্বন করিয়াই এই সংসাররূপ পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে এবং আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, এই সংসারচক্র হইতে আপনাকে উদ্ধারকরতঃ ভাগবতী শান্তিলাভ করিতে হইলে এই জ্ঞানকর্ম্মযোগই একমাত্র অবলম্বনীয় সুগম পন্থা। জ্ঞান বল, ধ্যান বল, ভক্তি বল, আর বৈরাগ্যই বল, কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া উত্তীর্ণ না হইলে, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানাদি বলিতে পারা যায় না এবং তাহাতে পূর্ণত্বও আইসে না। ক্ষমা, তোষ,

সারল্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভক্তি ও ধ্যানের একত্র সমাবেশস্থ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করা যে কতই কঠিন ব্যাপার ও ইহাতে হৃদয়ের কতই বলের প্রয়োজন, তাহা যিনি এই শুভ চেষ্টা করিতেছেন তিনিই জানেন। ভগবানের কৃপালাভব্যতীত এই পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি উপস্থিত হয় না এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে, আপনাকে সে কৃপালাভের পাত্ররূপে গঠিত করিতে পারিলে, সে কৃপালাভে বঞ্চিত হইতেও হয় না। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরা যেন সে কৃপালাভে সক্ষম হইয়া, এই মহা পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে উত্তীর্ণ হও। তোমাদের অনুরোধে, আমি এই গীতার্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি তাহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করিব। আমি মূর্খ এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশের শক্তি আমার কিছুমাত্র নাই বটে, কিন্তু যাহা আমি বুঝিয়াছি, তাহা সরলভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে, এবং আমি করিবও তাই। ইহাতে কেহ ভাল বলেন, উত্তম; মন্দ বলেন, আরও উত্তম।"

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সাধারণে প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা এই গীতার্থ প্রকাশ করিতেছি।

কিমধিকমিতি। সন ১৩২২ সাল।

বিনীত প্রকাশকদ্বয়—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও

শ্রীঅঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়-সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত তত্ত্বোপদেশ গীতামৃতের ব্যাখ্যা, যাহা আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণার দানরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং যাহা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি দাদা মহাশয়ের ও আমাদের কতিপয় গুরুভ্রাতার আগ্রহাতিশয্যে, সাধারণের নিকট মুদ্রিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম, সেই ভগবদ্ভক্তের প্রাণসম উপাদেয় "শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দ ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল ও প্রয়োজনীয় অন্বয়সহ স্বরূপ তাৎপর্য্যাত্মক বঙ্গানুবাদ গীতাগ্রন্থ খানির" প্রথম সংস্করণ ভক্তগণের অনুগ্রহে নিঃশেষিত হইয়াছে। অথচ উপাদেয় বোধে অনেকেই গ্রহণ করিতে আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই বাধ্য হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রণ কার্য্যে প্রস্তুত হইতে হইল। নিবেদনমিতি। ১৩২৭ সাল।

নিবেদক—

শ্রীমৎ মহিমানন্দ ব্রহ্মচারী,
শ্রীমৎ কমলানন্দ ব্রহ্মচারী ও
শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ
উত্তমাশ্রমের শিষ্যগণ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ত্রুটিবশতঃ গীতা মুদ্রণে যাহা কিছু ভুল লক্ষিত হইবে, পাঠক পাঠিকাগণ কৃপা করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন। নিবেদনমিতি।

উত্তমাশ্রম, ডুমুরদহ।
১৩ই মাঘ, সন ১৩৩৪ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীমৎ মহিমানন্দ ব্রহ্মচারী।

ওঁ জয়তি শ্রীহরিঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব দ্বারা ব্যাখ্যাত এই গীতার পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা ৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যাটি দুই তিন বার দেখিয়া লইয়া পরে গীতা পাঠ আরম্ভ করিলে এই ব্যাখ্যার মর্ম্মাবগতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

নিবেদন মিতি।

নিবেদক

ধ্রুবানন্দ গিরি,—উত্তমাশ্রম

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্।

নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৫ই শ্রাবণ ১৩২৩।

সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজন প্রিয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,—

আপনাদের প্রদত্ত শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ব্যাখ্যার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি। তাহা অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। গীতাপাঠক মাত্রেই ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়।

বিনীত—

(স্বাক্ষর) শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহরি।

বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্,এ, বি,এল্, বেদান্তরত্ন মহাশয় এই গীতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

স্বামী উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা আমি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। স্বামীজি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি সাধনশীল তত্ত্বদর্শী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যা পড়িলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সহজ সরল ভাষায় সংক্ষেপে তিনি গীতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। গীতাপাঠকের পক্ষে তাঁহার ব্যাখ্যা পরম উপকারী। তাঁহার ব্যাখ্যাপুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি ১৫ই ফাল্গুন ১৩২৩।

(স্বাক্ষর) শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী প্রণীত ও অনুবাদিত কয়েকখানি গ্রন্থ।

১। দেবমতি।

ইহা একখানি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। সম্পূর্ণ. নূতন ধরণে ও সদসৎ চরিত্র অবলম্বনে এই-উপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। পাগল গুরুর পাগল চেলা।

গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরছলে, ব্রহ্ম, মায়া ও অপরাপ্রকৃতি এবং পরাপ্রকৃতি, পরমাত্মা ও ব্রহ্মযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গ্রন্থে সুন্দর যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা সরলভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

৩। অষ্টাবক্রসংহিতা।

(মহর্ষি অষ্টাবক্রবিরচিত অষ্টাবক্রসংহিতার সান্বয় বঙ্গানুবাদ ও পদ্যানুবাদ।)

এই সংহিতায় বেদান্তের তাবৎ তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহা বেদান্তের সারভূত গ্রন্থ, সাধকের হৃদয়। সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকৃত শান্তিলাভে ইচ্ছুক ও জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ আনন্দ পাইবেন। মূল্য ৷৷০ বার আনা।

৪। স্তবমালা।

এই গ্রন্থে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি স্তোত্র অন্বয়মুখী বঙ্গানুবাদসহ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস, মহাযোগী শুকদেব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রণীত গ্রন্থ হইতে উক্ত স্তোত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। স্বামীজি কর্ত্তৃক বিরচিত কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতও পরিশিষ্টে সংযোগ করা হইয়াছে।

গ্রন্থ কয়েকখানি প্রাপ্তির ঠিকানা—

মিত্র ব্রাদার্স, ষ্টেশনার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স, ২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেন, রায় এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র, ১৭ নং ঘোষ লেন, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকানেও পাওয়া যায়।

উত্তমাশ্রম, গ্রাম ডুমুরদহ, নয়াসরাই পোঃ, (হুগলী)।
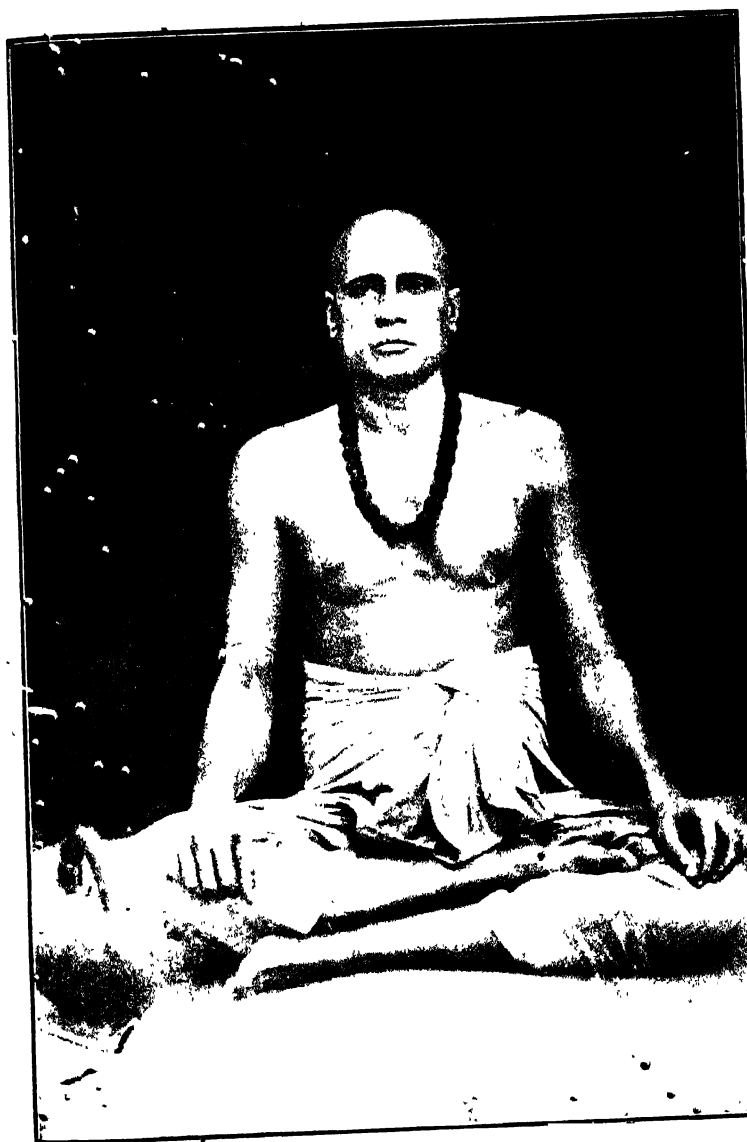
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ

প্রারম্ভঃ

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১ ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ` ॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষং।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্‌ ॥ ৩ ॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ ॥ ৪ ॥
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্‌ বাদরায়ণিঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীগীতা—করাঙ্গন্যাসঃ। অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। অশোচ্যানন্ব-

শোচস্থং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজম্। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি কীলকম্। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং হুং। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুং। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি নেত্রত্রায় বৌষট্। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্ ।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র ।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ ॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপানয়ে
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥

বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনং ।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।

অশ্বত্থামাবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬ ॥
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথা সম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমল-প্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ॥
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো ।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ।
ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ॥
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণত পাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার বিন্দম্ ॥ ১০ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদগাদরণ্যং ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার বিন্দম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ
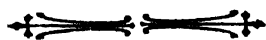
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়। ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

[১ অন্বয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব সমবেতাঃ কিম্ অকুর্ব্বত।]

[২ অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ, পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ।]

১। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প আমার ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন।

কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, এইস্থানেই ধর্ম্মা-ধর্ম্মের পরীক্ষা হইবে, এবং ধর্ম্মপক্ষই নিশ্চয় জয় লাভ করিবে; কারণ "যতো কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

২। সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩॥
অত্র শূরা মহেম্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

[৩ অন্বয়ঃ। হে আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেন ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য।]

[৪—৬ অন্বয়ঃ। অত্র মহেম্বাসাঃ শূরাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহারথঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ, দ্রুপদঃ চ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশিরাজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, শৈব্যঃ চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ।]

৩। হে আচার্য্য! দেখুন আপনার শিষ্য দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহিত হইয়া, পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য কিরূপ সজ্জিত হইয়াছে।

৪—৬। পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধারী বহুবীর উপস্থিত। ঐ দেখুন, সাত্যকি বিরাটরাজা, দ্রুপদরাজা, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ উপস্থিত। ইঁহারা সকলেই মহাবিক্রমশালী শ্রেষ্ঠ মহারথী।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ। তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি।]

[৮ অন্বয়ঃ। ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চঃ, সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তনন্দন) জয়দ্রথঃ।]

[৯ অন্বয়ঃ। মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ অন্যে চ বহবঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ শূরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।]

[১০ অন্বয়ঃ। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎবলং অপর্য্যাপ্তম্। এতেষাং তু ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্।]

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের সৈন্যমধ্যেও যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকেও অবগত হউন। আমার সেনানায়কগণের নাম নিবেদন করিতেছি।

৮। আপনি স্বয়ং, পিতামহ ভীষ্মদেব, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, সমরবিজয়ী অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ।

৯। আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আরও বহুসংখ্যক বীরগণ উপস্থিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বঃ এব হি ॥ ১১ ॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্তঃ স শব্দস্তুমুলোভবৎ ॥ ১৩ ॥

[১১ অন্বয়ঃ। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ ভবন্তঃ সর্ব্বে এব ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু।]

[১২ অন্বয়ঃ। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ।]

[১৩ অন্বয়ঃ। ততঃ শঙ্খাঃ চ, ভের্য্যঃ চ, পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ।]

১০। ভীষ্মরক্ষিত থাকিয়াও আমাদের সৈন্যগণকে যেন হীনবল, আর ভীমরক্ষিত হইয়াও পাণ্ডব সৈন্যগণকে অধিকতর বলসম্পন্ন জ্ঞান হইতেছে।

১১। এক্ষণে আপনারা সকলে বিভাগমত নিজ নিজ ব্যূহদ্বারে স্থিত হইয়া, সেনাপতি ভীষ্মদেবকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হউন।

১২। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য, মহাপ্রতাপশালী, কুরুকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, পিতামহ ভীষ্মদেব উচ্চ সিংহনাদ করতঃ নিজ শঙ্খধ্বনিত করিলেন।

১৩। সেনাপতি ভীষ্মদেবের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুরুসৈন্য মধ্যে

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

[১৪ অন্বয়ঃ। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।]

[১৫ অন্বয়ঃ। হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ।]

[১৬ অন্বয়ঃ। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সুঘোষং, সহদেবঃ মণিপুষ্পকম্।]

মহোৎসাহে শঙ্খ, ভেরী, রণশৃঙ্গ ও ঢক্কাদি রণবাদ্য সকল এমন বেগে বাজিয়া উঠিল যে, সেই মিলিত শব্দ অতি ভীষণ হইল।

১৪। প্রতিপক্ষের রণবাদ্য ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করতঃ শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় শ্রীভগবান ও অর্জ্জুন নিজ নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৫। শ্রীভগবান্ পাঞ্চজন্যনামক, ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক ও ভীষণকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৬। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক, নকুল সুঘোষ নামক ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদিত করিলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

[১৭।১৮ অন্বয়ঃ। পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ। হে পৃথিবীপতে! দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ, পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বশঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

[১৯ অন্বয়ঃ। সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ পৃথিবীং চ এব অপি অনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ]।

[২০।২১ অন্বয়ঃ। হে মহীপতে! অথ কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে, ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ—হে অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়।]

১৭।১৮। মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ অপরাজেয় সাত্যকি দ্রুপদরাজ ও তাঁহার পুত্রগণ, মহাবীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ইত্যাদি মহারথগণ সকলেই নিজ নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

১৯। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের শঙ্খধ্বনির মহাশব্দ পৃথিবীমণ্ডল ও

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে র্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

[২২ অন্বয়ঃ। যাবৎ অহম্ এতান্ যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ।]

[২৩ অন্বয়ঃ। অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে সমাগতাঃ যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে।]

নভোমণ্ডলকে ঘোররবে প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের ও তাহাদের পক্ষীয় বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

২০।২১। হে মহারাজ! কপিধ্বজারূঢ় মহাবীর অর্জ্জুন, আপনার পুত্রগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান্‌কে কহিলেন; হে অচ্যুত! উভয় সৈন্যের ঠিক মধ্যস্থলে রথ-স্থাপন করুন।

২২। আমি একবার দেখিয়া লইব; যুদ্ধের জন্য কোন্ কোন্ বীর উপস্থিত এবং আমাকেই বা কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

২৩। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন্ কোন্ বীরপুরুষ উপস্থিত, তাহাও দেখিতে হইবে

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

[২৪।২৫ অন্বয়:। সঞ্জয় উবাচ, হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্ উক্ত: হৃষীকেশ: উভয়ো: সেনয়ো: মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখত: সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ (সমক্ষে) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা উবাচ, হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য।]

[২৬ অন্বয়:। পার্থ: উভয়ো: সেনয়ো: অপি স্থিতান্ পিতৄন্ অথ পিতামহান্ আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা, সখীন্, শ্বশুরান্, সুহৃদ: চ অপশ্যৎ।]

[২৭ অন্বয়:। স কৌন্তেয়: তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্ট: বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।]

২৪।২৫। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! কুঞ্চিতকেশ অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে এবং ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ রাজাগণের সম্মুখে রথশ্রেষ্ঠ কপিধ্বজকে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই সমগ্র কুরুসৈন্য দর্শন কর।

২৬। অর্জ্জুন দেখিলেন, উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে, পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র এবং হিতাকাঙ্ক্ষী এই সকল আত্মীয়বর্গ উপস্থিত রহিয়াছেন।

২৭। অর্জ্জুন সাক্ষাতে এই সকল আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে বিলাপ করতঃ কহিলেন।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে। ২৯ ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

[২৮।২৯ অন্বয়ঃ। হে কৃষ্ণ! ইমান্ যুযুৎসূন্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা, মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি। মে শরীরে বেপথুঃ চ, রোমহর্ষঃ চ জায়তে; হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে; ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে।]

[৩০ অন্বয়ঃ। হে কেশব! মে মনঃ ভ্রমতি; অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি; বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।]

[৩১ অন্বয়ঃ। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি; ন বিজয়ং ন রাজ্যং ন চ সুখানি কাঙ্ক্ষে।]

২৮।২৯। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধের জন্য উপস্থিত এই সকল আত্মীয়গণকে দেখিয়া, আমার শরীর কম্পিত, মুখ শুষ্ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল ও লোমাঞ্চিত। হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং গাত্রচর্ম্ম যেন জ্বলিয়া যাইতেছে।

৩০। হে কেশব! আমার মন অস্থির হইয়াছে, আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। আবার নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

[৩২—৩৪ অন্বয়ঃ। হে গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিং; ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং; যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং, ভোগাঃ, সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা এব পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালা তথা সম্বন্ধিনঃ, প্রাণান্ ধনানি চ, ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। হে মধুসূদন! ঘ্নতোঽপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি।]

৩১। হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া কি মঙ্গললাভ হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ রাজ্যসুখ ভোগ করিতে চাহি না।

৩২—৩৪। হে মধুসূদন! যাহাদের জন্যই রাজ্য, ভোগ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা, সেই আচার্য্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ, সম্বন্ধিগণ, জীবনাশা ও ধনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থিত। এই সকল আত্মীয়বর্গকে হত্যা করিয়া রাজ্য লইয়াই কি হইবে; ভোগ লইয়াই বা কি হইবে এবং জীবন ধারণেই বা কি ফল? অতএব ইহারা আমাকে বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে চাহি না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তারাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ॥
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

[৩৫ অন্বয়ঃ। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি মহীকৃতে কিং নু? হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ।]

[৩৬ অন্বয়ঃ। আততায়িনঃ এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ। হে মাধব! স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম।]

[৩৭ অন্বয়ঃ। যদ্যপি এতে লোভোপহতচেতসঃ কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি।]

৩৫। হে জনার্দ্দন! ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও যাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না; এই সামান্য পৃথিবীর রাজ্যের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব? ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করিয়া কি সুখলাভ করিব?

৩৬। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যদিও আততায়ী (অর্থাৎ উহারাই অন্যায় করিয়া আমাদের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে; আবার আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত) তথাপি সবান্ধবে উহাদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপস্পর্শ করিবে; অতএব উহাদিগকে হত্যা করিতে চাহি না। আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব?

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রীয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

[৩৮ অন্বয়ঃ। হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্।]

[৩৯ অন্বয়ঃ। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; উত ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলম্ অভিভবতি।

[৪০ অন্বয়ঃ। অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রীয়ঃ প্রদুষ্যন্তি। হে বার্ষ্ণেয় স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।

৩৭। যদিও দুর্য্যোধনাদি বীরগণ লোভে অন্ধ হইয়া এই যুদ্ধের কুলক্ষয়রূপ ভীষণ পরিণামকে এবং আত্মীয় হত্যারূপ পাতককে দেখিতে পাইতেছে না।

৩৮। কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা ঐ কুলক্ষয়রূপ মহাদোষকে ও জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপকে দেখিতে পাইয়াও কেন ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না?

৩৯। কুলক্ষয় হইলে প্রাচীন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে, বহুবিধ পাপাচরণ সমস্ত কুলকে গ্রাস করে।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

[৪১ অন্বয়ঃ। সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব। এষাং হি পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পতন্তি।]

[৪২ অন্বয়ঃ। কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে।]

[৪৩ অন্বয়ঃ। হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম।]

৪০। হে কৃষ্ণ! কুলে পাপাচার প্রবেশ করিলেই কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হন, এবং কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলেই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

৪১। বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি কুলনাশীগণের ও কুলের, নরক লাভের কারণ৭ কুলনাশকারীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পিণ্ডতর্পণাদি প্রাপ্ত না হইয়া অধঃপতিত হন।

৪২। বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণ স্বরূপ এই সকল দোষে কুলনাশকগণের জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে।

৪৩। হে জনার্দ্দন। এইরূপ শুনিয়াছি—কুলধর্ম্মভ্রষ্ট অধর্ম্মাচারীগণকে নরকে বাস করিতে হয়।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[৪৪ অন্বয়ঃ । অহোবত । বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ যৎরাজ্য-সুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ ।]

[৪৫ অন্বয়ঃ । যদি অপ্রতিকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ।]

[৪৬ অন্বয়ঃ । অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ রথোপস্থে উপাবিশৎ ।]

---

৪৪ । অহো, কি দুঃখের বিষয় ! আমরা কি মহাপাপ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি । ছার রাজ্যসুখলাভের জন্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ।

৪৫ । আমি অস্ত্রত্যাগ করত প্রতীকারে বিরত থাকিলে এই অস্ত্রধারী বিপক্ষগণ যদি আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে কি মঙ্গলের বিষয়ই হয় ।

৪৬ । সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! শোকবিমূঢ়চিত্ত মহাবীর, অর্জ্জুন এই সকল বাক্য বলিয়া, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

[১ অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ; মধুসূদনঃ তথা কৃপয়াবিষ্টং অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ।]

[২ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন। ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরং কশ্মলম্ বিষমে ত্বাং সমুপস্থিতং কুতঃ?]

[৩ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ক্লৈব্যং মাস্মাগমঃ; ত্বয়ি এতৎ ন উপপদ্যতে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।]

১। সঞ্জয় কহিলেন, তখন গলদশ্রুলোচন, করুণরসার্দ্রচিত্ত, বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান কহিলেন।

২। ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই মহাসঙ্কটকালে আর্য্যগণের অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক, অযশস্কর বুদ্ধিবিপর্য্যয়, কোথা হইতে তোমাতে উপস্থিত হইল?

৩। ভীরুজনোচিত অবসন্নভাবের অধীন হইও না, ইহা তোমার মত বীরপুরুষের একান্ত অযোগ্য। হে পার্থ! এই হীন হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ; হে মধুসূদন! হে অরিসূদন! সংখ্যে অহং পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি কথং ইষুভিঃ যোৎস্যামি।]

[৫ অন্বয়ঃ। হি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা, ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। তু গুরূন্ হত্বা ইহ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়।]

৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুহন্তা মধুসূদন! যে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ সর্ব্বদা আমাদের পূজা পাইবার যোগ্য তাঁহাদিগের শরীরে কি প্রকারে অস্ত্রাঘাত করিব?

৫। যাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া স্থির বিশ্বাস রহিয়াছে, সেই গুরুজন-দিগকে বধ করা অপেক্ষা, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহও শ্রেষ্ঠ। গুরুজনহত্যাদ্বারা, শোণিতলিপ্ত কামার্থভোগ কি ঘৃণিত ব্যাপার!

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

[৬ অন্বয়ঃ। নঃ কতরৎ গরীয়ঃ ন চ এতৎ বিদ্মঃ, যদ্বা জয়েম, যদি বা নঃ জয়েযুঃ। যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।]

[৭ অন্বয়ঃ। অহং কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ত্বাং পৃচ্ছামি ; মে যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি। অহং তে শিষ্য—ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।]

[৮ অন্বয়ঃ। ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং, সুরাণাম্ অপি আধিপত্যং

৬। এই যুদ্ধে, আমরাই জয়লাভ করি বা উঁহারাই করুক ইহাতে গৌরবের বিষয় যে কি, তাহা তো আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে হনন করিলে আপনাদিগকেও হত বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণই সম্মুখে উপস্থিত।

৭। হে কৃষ্ণ! আত্মীয়গণের নিধনরূপ করুণচিন্তায় আমার নিজ কঠোর বীরভাব কোমল হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞানও আমার কিছুমাত্র নাই। আমি অদ্য হইতে আপনার শিষ্য হইলাম ; আমাকে শ্রেয়োজনক উপদেশ দান করুন।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

চ অবাপ্য, যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ ন হি প্রপশ্যামি।]

[৯ অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ, পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দং এবং উক্ত্বা, ন যোৎস্যে ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব।]

[১০ অন্বয়ঃ। হে ভারত! হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তং, প্রহসন্ ইব, ইদং বচঃ উবাচ।]

[১১ অন্বয়ঃ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে। পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি।]

৮। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকেই যাহাতে বিকল করিয়াছে, আমার এই মনোবিকারের প্রতিকারোপায় আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। নিষ্কণ্টক পৃথিবী কিম্বা স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার এই সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইবে না।

৯। সঞ্জয় কহিলেন—শত্রুদমন বীর ধনঞ্জয়, শ্রীভগবানকে যুদ্ধ করিব না এই নিবেদন জানাইয়া, নীরবে উপবিষ্ট থাকিলেন।

১০। তখন শ্রীভগবান উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

[১২ অন্বয়ঃ। অহং জাতু ন আসং, ত্বং ন আসীঃ ইমে জনাধিপাঃ ন আসন্ এব তু ন। সর্ব্বে বয়ম্ অতঃপরং ন ভবিষ্যামঃ এব চ ন।]

১১। যে সকল বিষয়ের জন্য শোক হইতেই পারে না, তুমি সেই সকলের জন্য শোক করিতেছ, আর যেন কত জ্ঞানগর্ভ কথাই বলিতেছ—কিন্তু যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত, কাহারই জন্য শোক করেন না। (অর্থাৎ নিশ্চয় জানিও তুমি যে সমস্ত বাক্য বলিলে, তাহা জ্ঞানীজনসম্মত বাক্য নহে এই সকল বাক্য সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত হইয়াছে।) যথার্থ তত্ত্বদর্শী, অধ্যাত্ম-জ্ঞানীগণের হৃদয়ে, এই সকল অজ্ঞানজনিত শোকহর্ষাদি প্রবেশ করিতেই পারে না। সাধারণ অজ্ঞান লোকেরই হৃদয়ে "আমার পুত্র মরিল, কন্যা পীড়িতা, পত্নী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শ্বশুর দারিদ্র্যপীড়িত, ইত্যাকার, মায়াময় কারণপরম্পরা উত্থিত হইয়া হৃদয়কে বিচলিত করে; কিন্তু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিতগণের হৃদয়ে অজ্ঞানজনিত এই সকল কারণের প্রবেশলাভই নাই। এই সকল বাক্য, তোমার মত, পণ্ডিতাভিমানী মূর্খগণেরই উপযুক্ত। সেই মূর্খ পণ্ডিতগণের বাক্য শুনিয়া তোমার হৃদয়ে যে ধারণা জন্মিয়া আছে, তদনুসারে তুমি বাক্য বলিয়াছ, এবং মনে করিতেছ "আমি জ্ঞানীজনসম্মত বাক্যসকলই প্রয়োগ করিতেছি।" কিন্তু জানিয়া রাখ এই সকল বাক্য জ্ঞানীজনসম্মত নহে। তুমি শোকের যে সকল কারণ দর্শাইলে, তাহা এই জ্ঞানদৃষ্টিতে অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিমাত্র—এবং "আমি মারিব, অমুক মরিবে" এ সকল বাক্য প্রলাপবৎ। যদি বল কেন এ কথা বলিতেছ ? আমি কি মরিব না ? উহারা কি মরিবে না" ? তাহার উত্তরে বলি, মৃত্যু যে কি তাহাই তুমি বুঝিতে পার নাই। মৃত্যুটা কিছুই নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

[১৩ অন্বয়ঃ। দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা যথা, দেহান্তর প্রাপ্তিঃ তথা। ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি।]

১২। আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না তাহা নহে; তুমি যে ছিলে না তাহাও নহে, এবং এই রাজাগণ যে ছিলেন না, এমনও নহে। আবার আমরা সকলেই পরেও যে থাকিব না তাহাও নহে (আমরা সকলেই পূর্ব্বেও ছিলাম, এখন আছি, এবং পরেও থাকিব। ইহা হইতেই বুঝিয়া লও যে মৃত্যুটা কিছুই নহে। যদি মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকিব, তাহা হইলে এ মৃত্যুটা রঙ্গালয়ের পটপরিবর্ত্তন মাত্র। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে 'এ মৃত্যু দ্বারা তাহা হইলে কি হয়?' তাহার উত্তরে শুন)।

১৩। দেহাভিমানীর অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহংরূপী জীবভাবের (৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিশদভাবে এই জীব ও আত্মভাবকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে) এই শরীরেই যেমন বাল্য, যৌবন ও জরারূপ অবস্থান্তর হয়; অন্য শরীর গ্রহণও তেমনি আর একটী অবস্থান্তর মাত্র। জ্ঞানীব্যক্তি এই কারণে অধ্যাত্মদৃষ্টিচ্যুত হন না। (তাহা হইলে দেখ মৃত্যুদ্বারা নূতন কলেবর লাভ মাত্র, ক্ষতি কিছুই হয় না। 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত জীবভাব, 'এই শরীরের কার্শ্যজন্য আপনাকে কৃশ, স্থূলত্ব-জন্য আপনাকে স্থূল, ব্যাধিজন্য আপনাকে রুগ্ন, স্বাস্থ্যজন্য আপনাকে সুস্থ ইত্যাদি নানাপ্রকারে আপনাকে কল্পিত করিয়া, তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন নির্ম্মল অধ্যাত্মতত্ত্ব, সদ্‌গুরুর উপদেশদ্বারা হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং সাধনদ্বারা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ে বসিয়া যায়; তখন আপনার শরীরমুক্ত বিমল আত্মস্বরূপ স্মৃতিমধ্যে

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

[১৪ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ; তে আগমাপায়িনঃ অতএব অনিত্যাঃ। হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব।]

সতত বেদোপাসনে থাকিয়া, সুখ দুঃখাদির দ্বন্দ্বে হৃদয়কে বিচলিত হইতে দেয় না কিন্তু যাহাদের এ জ্ঞান নাই, অর্থাৎ শরীরের পরিণামানুসারে আপনারও পরিণাম যাহাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা, সেই দেহাভিমানী অজ্ঞানি ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, বাল্যযৌবনরূপ পরিণামলাভের জন্য যখন শোক উপস্থিত হয় না, তখন নূতন শরীরগ্রহণের জন্যই বা শোক উপস্থিত হয় কেন? উহাও একটী অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ব্যতীত কিছুই নহে। ইহার নিমিত্ত শোক উপস্থিত হয় কেন? সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব যে কেন উপস্থিত হয় তাহার কারণ বলিতেছি।

১৪। পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি পঞ্চবিষয়ের সহিত, কর্ণ ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ তোমাতে কর্ণদ্বারা শ্রবণ, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা দর্শন, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন, ও নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণরূপ বিষয়স্পর্শই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বোৎপত্তির কারণ। এই দ্বন্দ্বী ভাবগুলির যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি নাশও আছে, অতএব ইহারা অনিত্য। ইহাদিগকে সহ্য করিতে অর্থাৎ সুখ উপস্থিত হইলে মোহিত হইয়া কিম্বা দুঃখ উপস্থিত হইলে বিষাদগ্রস্থ হইয়া আত্মপথ হইতে বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে অভ্যাস কর।

কর্ণত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভূত হয়। এই শব্দস্পর্শাদি এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত কিছুই নহে। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই বিষয়পঞ্চের অন্তর্গত;

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। হে পুরুষর্ষভ। এতে যং সমদুঃখসুখং ধীরং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সঃ পুরুষঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।]

এই পঞ্চ ব্যতীত, জগতে ভোগ্য আর কিছুই নাই। যে ভোগই কল্পনা কর না—এই পঞ্চের অন্তর্ভুক্ত বটেই। জগতের সুখ বা দুঃখের ভোগ এই বিষয় পঞ্চকে লইয়াই হয়। শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি ব্যতীত, সুখ বা দুঃখ কি প্রকারে তোমাতে উপস্থিত হইবে? সুষুপ্তিকালে নিদ্রাবৃত্তি যখন তোমার সহিত ঐ বিষয়পঞ্চের সম্বন্ধ কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন তোমাতে সুখ বা দুঃখ থাকে কি? জাগ্রত ও স্বপ্নকালে উহাদের অস্তিত্ব তোমাদের নিকটে থাকে বটে কিন্তু সুষুপ্তিকালে থাকে না। ইহাদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, সুখ বা দুঃখভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ নহে। যদি ঐ সম্বন্ধ নিত্য হইত তাহা হইলে সুষুপ্তিকালেও আমাতে উহারা থাকিত; কিন্তু তাহাতো থাকে না। সুখদুঃখের সহিত আমার সম্বন্ধ নিত্য নহে; অনিত্য সম্বন্ধ। আজ যাহাতে সুখ কাল তাহাতেই দুঃখ; আবার আজ যাহাতে দুঃখ, কাল তাহাতেই সুখ আসিতে পারে। এই অনিত্য দুঃখ সুখের জন্য বিচলিত হইও না। তুমি উহাদের অতীত নিত্যপদার্থ এবং আপনার তত্ত্ব না জানা হেতুই, আপনাকে শরীর বিশ্বাসে, উহাদিগের আক্রমণে বিচলিত হইয়া পড় কিন্তু যাঁহার নিজ স্বরূপজ্ঞান স্থির আছে, তিনি উহাদের সহিত সম্বন্ধকে অবিদ্যাজনিত *মিথ্যা জানিয়া চঞ্চল হন্ না।

* অবিদ্যা কি? জীব-হৃদয়স্থিতা মায়া এই মায়ার দুইটি গুণ—আবরণ ও বিক্ষেপ। যদ্দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে তাহাই আবরণ ও যদ্দ্বারা বস্তুর সেই স্বরূপ অন্য আকারে প্রতীয়মাণ হয় তাহাই বিক্ষেপ।

যেমন—অন্ধকারে দড়িতে সর্প ভ্রম উপস্থিত হয়। সে ভ্রম একটি

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

[১৬ অন্বয়ঃ। অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে ; সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে ; তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।]

১৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে, যে জ্ঞানী পুরুষকে বিচলিত করিতে না পারে, সুখদুঃখে হৃদয়ের সাম্যরক্ষণক্ষম সেই পুরুষই পরমত্ব লাভকরতঃ জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। (তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, এ দ্বন্দ্বীভাব মিথ্যা)।

১৬। তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যাঁহারা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে বেদান্ত নির্দ্দিষ্ট অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচারদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন দ্বারা সেই জ্ঞানকে সংশয়রহিত করিয়াছেন, সেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ পণ্ডিতগণ, এই তত্ত্বমীমাংসা স্থির করিয়াছেন যে অসতের (পরিণামী-পদার্থ সমূহের) কোন ভাবই নাই ; এবং সতের (অপরিণামী আত্মা বা ব্রহ্মের) কখনও অভাব নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সতের কখনও অভাব নাই ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু অসতের ভাব নাই, এ কথার তাৎপর্য্য কি? জাগতিক সমস্ত পদার্থই তো অসৎ অর্থাৎ পরিণামী ; কিন্তু ইহাদের কোন ভাবই নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে জাগতিক সকল পদার্থই পরিণামী,

---

অন্ধকারের আবরণে দড়িকে দড়ি বলিয়া চিনিতে না পারাই আবরণ জনিত প্রথম ভ্রম আর দড়িকে সর্প বলিয়া মনে করাই বিক্ষেপ জনিত দ্বিতীয় ভ্রম। ভ্রম বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয় না, বস্তুর স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। তেমনি আমি ব্রহ্মচৈতন্যরূপী আত্মা কিন্তু অবিদ্যার আবরণগুণে আমার স্বরূপকে চিনিতে পারিতেছি না, ঢাকিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ আমাকে চিনিতে দিতেছে না যে আমি কি। আবার বিক্ষেপ গুণে আমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে যে আমি এই শরীর ও এই সমস্তই আমার ইত্যাদি।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। যেন ইদং সর্ব্বং ততং তৎ তু এব অবিনাশি বিদ্ধি। অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং কশ্চিৎ ন অর্হতি।]

[১৮ অন্বয়ঃ। অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য নিত্যস্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ, তস্মাৎ হে ভারত! যুধ্যস্ব।]

অর্থাৎ প্রতি পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে হয় হ্রাসের দিকে নতুবা বৃদ্ধির দিকে ধাবমান হইতেছে নিশ্চয়। সে পরিবর্ত্তনসাধনী গতির স্রোতঃ নিমেষের জন্যও রুদ্ধ নহে। যখন প্রত্যেক পদার্থই, এইরূপ পরিণামী তখন জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার কোন্ অবস্থাকে ধরিয়া বলিতে পারা যায় যে ইহার এইভাব? কারণ বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই, তাহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে নিশ্চয়। তাহা হইলেই দেখ, চাক্ষুষদৃষ্টিতে যাহাকে ভাববিশিষ্ট দেখিতেছি, জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার ভাব নাই। পরিণামমুক্ত কোন পদার্থই জগতে নাই— এক আত্মা বা ব্রহ্মই পরিণামমুক্ত।

১৭। যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিনাশমুক্তরূপে জান। কাহারও সাধ্য নাই যে, এই অব্যয় পদার্থের বিনাশ সাধন করিতে পারে।

উক্ত অব্যয় পদার্থই আত্মারূপে আমাতে তোমাতে এবং সকলেতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। আত্মাই সকলের সত্যসত্ত্বা। এ জীবাভিমান, অর্থাৎ আমি এই শরীর ইত্যাকার জ্ঞান অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিমাত্র। সেইজন্যই ভগবান জীব ও আত্মার অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া এই শ্লোক বলিতেছেন। যিনি পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা ভগবান তিনিই আত্মারূপে

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

[১৯ অন্বয়ঃ । যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ এব ন বিজানীতঃ, অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে ।]

[২০ অন্বয়ঃ । অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে ন বা ম্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ অভবিতা ইতি ন ; অয়ম্ আত্মা অজঃ, নিত্য শাশ্বতঃ পুরাণঃ ; শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে।]

তোমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে বিনাশ করে এমন সাধ্য কার? এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে, 'তাহা হইলে নাশ হয় কাহার' তাহার উত্তরে শুন।—

১৮। সেই অপরিণামী, অবিনশ্বর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাতীত আত্মা এই যে মিথ্যা শরীরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই শরীররূপ ঘটাকাশেরই নাশ হয়। অতএব তুমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ কর।

ঘটের বাহিরে ও অন্তরে সমভাবে বিদ্যমান আকাশের, যেমন ঘটের নাশে কোন পরিণাম অর্থাৎ ভাবান্তরই হয় না, তেমনি এই শরীরের অন্তরে ও বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান আত্মারও এই শরীরের নাশে, কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না।

১৯। এই আত্মাকে যিনি হত ও যিনি হন্তা মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই এই আত্মার বিষয় কিছুই বুঝেন না। ইনি মরেনও না, মারেনও না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং সঃ পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

[২১ অন্বয়ঃ । যঃ এনম্ অজম্ অব্যয়ং নিত্যম্ অবিনাশিনং বেদ, হে পার্থ ! সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি কং বা হন্তি ।]

[২২ অন্বয়ঃ । নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি ।]

২০। এই আত্মা, জন্মেনও না, মরেনও না, (যেমন জড়পদার্থ) কিম্বা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীনও নহেন (জীববৎ)। ইনি জন্মরহিত অবিকারী, সততই সমভাবী এবং অনাদি। শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না।

২১। যিনি এই আত্মার অজ, অব্যয় নিত্য ও অবিনাশী স্বরূপ পরিজ্ঞাত, তিনি কি প্রকারে কাহাকে হত করিবেন বা করাইবেন? অর্থাৎ তাঁহাতে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন শরীরাভিমান না থাকা হেতু, তিনি সকলকেই শরীরাতীত আত্মারূপে দেখিতেছেন ; সুতরাং শরীরের নাশে আত্মার নাশ, এই অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তি, তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। (শরীর, বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বা পীড়ায় জীর্ণ হইয়া থাকে।)

২২। লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহী (আমি এই শরীর ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অহং জ্ঞানিরূপী জীব, দ্ব, অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ) তদ্রূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

[২৩ অন্বয়ঃ । শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি ; আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি ; মারুতঃ চ ন শোষয়তি ।]

[২৪ অন্বয়ঃ । অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ চ অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ ।]

[২৫ অন্বয়ঃ । অয়ম্ অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা, অনুশোচিতুং ন অর্হসি]

[২৬ অন্বয়ঃ । অথ চ এনং নিত্যজাতং বা নিত্যং মৃতং মন্যসে, হে মহাবাহো ! ত্বং তথাপি এনং শোচিতুং ন অর্হসি ।]

শরীরাভিমানী অহং জ্ঞান, আপনি যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তাহা ভুলিয়া, আপনাকে শরীররূপে গ্রহণকরতঃ শরীরের নাশেই আপনার নাশ কল্পনা করে।

২৩। আত্মা অস্ত্রে ছিন্ন হন্ না, অগ্নিতে দগ্ধ হন্ না ; জলে ক্লিন্ন হন্ না, কিম্বা বায়ুতে শুষ্ক হন্ না।

২৪। সদৈকরূপ, অপরিণামী, সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সাক্ষীস্বরূপ সনাতন আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

[২৭ অন্বয়ঃ। হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং. তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি।]

[২৮ অন্বয়ঃ। হে ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি এব ; তত্র কা পরিদেবনা ?] .

২৫। যথার্থ জ্ঞানী পণ্ডিতগণ আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনের অতীত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব তুমিও আত্মাকে এইরূপ জানিয়া আর শোকাচ্ছন্ন থাকিও না।

২৬। আর যদি তুমি আত্মার এই পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পার, সাধারণ অজ্ঞান লোকের মত তোমার এইরূপই ধারণা হয় যে, আত্মা কেবলই মরিতেছেন ও জন্মিতেছেন, তাহা হইলেই বা তোমার শোকের কারণ কি ?

২৭। যখন জন্মাইলে মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃত্যুর পরে জন্ম নিশ্চিত ; তখন এইরূপ অনিবার্য্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য।

২৮। হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, নিধনেও অব্যক্ত মধ্যে কিছু সময় ব্যক্ত মাত্র। তাহা হইলে তাহাদের সেই অবশ্যম্ভাবী অব্যক্ত পরিণামের জন্য শোকই বা কেন ?

ভীষ্ম দ্রোণাদির যে শরীর দর্শন করতঃ তোমার ভ্রম হইতেছে যে, ঐ সকল শরীরকে অস্ত্রাঘাত দ্বারা কি প্রকারে নষ্ট করিব ; তাহা তো পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না নিশ্চয় ; মধ্যে কয় দিনের জন্য দেখা যাইতেছে মাত্র। তবে সে জন্য আবার শোক কি ? ঐ সকল শরীর তো নিশ্চয়ই পুনরায় অদৃষ্ট হইবে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

[২৯ অন্বয়ঃ। কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ শ্রুত্বাপি চ এনং নৈব বেদ।]

[৩০ অন্বয়ঃ। হে ভারত! অয়ং দেহী সর্ব্বস্য দেহে নিত্যম্ অবধ্যঃ; তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি।]

[৩১ অন্বয়ঃ। স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি; হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।]

২৯। এই আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যের সহিত দেখেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করেন; কেহ বা আশ্চর্য্যের সহিত আত্মার বিষয়ে বলেন, অর্থাৎ সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন; কেহ বা সবিস্ময়ে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, আবার কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মার তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না।

৩০। হে অর্জ্জুন! এই সার তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, সকল শরীরেই এক আত্মা নিত্য ও অবধ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, অতএব কাহারও জন্য শোক করা অকর্ত্তব্য।

৩১। তোমার নিজধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিলেও হৃদয়কে অবিচলিত

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

[৩২ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে।]

[৩৩ অন্বয়ঃ। অথ চেৎ ত্বম্ ইমম্ ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি।]

[৩৪ অন্বয়ঃ। অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি। সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ চ অতিরিচ্যতে।]

রাখাই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি ক্ষত্রিয়বীর, এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর জগতে আর অন্য কিছুই নাই। যদি ইহা তোমার অধর্ম্মযুদ্ধ হইত, অর্থাৎ অন্যায় করিয়া তুমি অন্যের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইতে তাহা হইলে তোমার কম্পিত হইবার কথা বটে। কিন্তু এ যুদ্ধ যখন তাহা নহে, অর্থাৎ ন্যায়তঃ তুমি নিজ পৈতৃক সত্ব উদ্ধারার্থ যুদ্ধ করিতেছ তখন ইহা তোমার ধর্ম্মযুদ্ধ, সুতরাং কম্পিত হইবার কারণ নাই।

৩২। হে অর্জ্জুন! আপনা হইতেই আগত অর্থাৎ যে যুদ্ধের কারণ তুমি স্বয়ং নহ, বাধাশূন্য স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, ঈদৃশ ন্যায়যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন।

৩৩। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে; তোমার যশোহানি ঘটিবে, এবং কর্ত্তব্যপালন না করা জন্য তোমাতে পাপস্পর্শ করিবে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

[৩৫ অন্বয়ঃ। মহারথাঃ চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে; ত্বং যেষাং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং-যাস্যসি।]

[৩৬ অন্বয়ঃ। তব অহিতাঃ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ চ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরং কিং নু।]

[৩৭ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি; জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে; তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ।]

৩৪। সকলেই তোমার নিন্দা করিবে, এবং সে নিন্দা বহুদিন পর্যন্ত থাকিবে। লোকসমাজে যাহার আসন বহু উচ্চে, এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত লোকের অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

৩৫। তুমি যে সকল মহারথীর নিকটে মহামান্য আছ, তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধে বিরত হইতেছ, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে তুমি লঘুবীর্য্য প্রতীত হইবে।

৩৬। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া তোমার প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিবে। দেখ, বীরপুরুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

৩৭। এই যুদ্ধে ক্ষতিকর কিছুই নাই, কারণ যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গভোগলাভ, আর জয়ী হইলে রাজ্যলাভ ইহাই নিশ্চিত জান। অতএব দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ কর।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

[৩৮ অন্বয়ঃ। সুখদুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমে কৃত্বাঃ ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব; এবং পাপং ন অবাপ্স্যসি।]

[৩৯ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা; যোগে তু ইমাং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।]

[৪০ অন্বয়ঃ। ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতো ভয়াৎ ত্রায়তে।]

৩৮। সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়পরাজয়াদি দ্বন্দ্বী ভাবগুলিতে যদি হৃদয়ের সাম্যরক্ষা করিতে পার অর্থাৎ উভয় প্রকারেই আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত না হও তাহা হইলে এই যুদ্ধের হত্যাদিজনিত কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

৩৯। নির্ম্মল জ্ঞানসম্বন্ধে তোমাকে এই উপদেশ দিলাম। এক্ষণে যোগের অর্থাৎ এই জ্ঞানকে কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া কি প্রকারে সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছি। যে জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হইতে হইবে না তাহা মনোযোগসহ গ্রহণ কর।

৪০। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সংযোগে, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মকেই জ্ঞানময় করিতে পারিলে অন্যান্য সকাম কর্ম্মের ন্যায় আরম্ভের নাশ,

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

[৪১ অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা। অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ।]

কিম্বা অঙ্গহানি জন্য কোন প্রত্যবায়ই উপস্থিত হইতে পারে না। এই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মরূপ যে পরমধর্ম্ম, তাহার অল্পমাত্রও আচরিত হইলে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্যমাত্রেরই আপনাকে অধিকতর উন্নত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনাকে যেরূপভাবে গঠিত করিব, আমি তদ্রূপই হইব। আমার জ্ঞান ও কর্ম্মই আমাকে নিশ্চয় গঠিত করিবে। আমি চেষ্টা করিলে আপনাকে পশু করিতে পারি, অসুর করিতে পারি, দেবতা করিতে পারি, দেবর্ষি করিতে পারি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতিলাভকরতঃ আপনাকে এই প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত করিতেও পারি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। হৃদয়ে ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, সত্য ও ন্যায়ের যত প্রতিষ্ঠা হইবে, মনুষ্য ততই দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির প্রভাব যত বৃদ্ধি পাইবে, মনুষ্য ততই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। ক্ষমার্জ্জবাদি বৃত্তিগণের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিকেই দৈবীগতি, আর কাম ক্রোধাদির প্রভাববৃদ্ধিকেই আসুরী গতি বলা যায়। ঐ দৈবী প্রতিষ্ঠার সহিত যদি ভগবদ্ভক্তি, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেই মনুষ্য আপনাকে দেবর্ষিরূপে গঠিত করে। আপনাকে দেবর্ষিরূপে গঠিতকরতঃ নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনকেই ভগবান্ জ্ঞানকর্ম্মযোগ বলিতেছেন। এই যোগের অল্পমাত্রও মহাভয় অর্থাৎ আপনার অধঃপতন হইতে রক্ষা করে। ক্ষমার্জ্জবাদি দেববৃত্তিগণের

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

[৪২—৪৪ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ অন্যৎ ন অস্তি ইতিবাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

প্রতিষ্ঠার হ্রাস ও কামক্রোধাদি আসুর বৃত্তিগণের প্রভাববৃদ্ধিই মনুষ্যের অধঃপতন, এবং ঐ অধঃপতনই মানবজীবনে মহাভয়স্বরূপ।

৪১। নিষ্কাম জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্ব্বদাই একমুখী, আর জ্ঞানহীন সকাম কর্ম্মিগণের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সর্ব্বদাই বহুমুখী ও বহুমূর্ত্তিবিশিষ্টা। জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক যে কর্ম্ম করুন না, তাঁহাদের জ্ঞান কখনই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তাঁহারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানে নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্মই যথাবিধি সম্পন্ন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নির্ম্মলা ব্রাহ্মীপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্বীয় পার্থক্য, সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এবং আপনার সঙ্গরহিতা পরমা স্থিতি, কোন ইন্দ্রিয়কার্য্যের দ্বারা বিচলিত হয় না। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি সততই একমুখী থাকে। আর যে সকল মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান লোক, বৈষয়িক অনিত্য সুখের

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

[৪৫ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্যোগক্ষেমঃ, আত্মবান্ ভব।]

কামনায় নানাপ্রকার বারব্রতাদি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের বুদ্ধি কখনই স্থির নহে। কোনও কার্য্যের ফলেই নির্ভর করিয়া তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না; নিয়তই নানাপ্রকার সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

৪২—৪৪। বহুপ্রকার ফলপ্রদ কর্ম্মের ব্যবস্থাপূর্ণ শ্রুতিবাক্যই যাঁহাদিগের অবলম্বন, মাত্র সকাম কার্য্যের ব্যবস্থা প্রদানকরতঃ যাঁহারা বলেন যে ইহাপেক্ষা শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই, সেই অধ্যাত্ম-জ্ঞানহীন, কামনাকুলিতচিত্ত কুপণ্ডিতগণ স্বর্গভোগ ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ অর্থাৎ এই ব্রত করিলে রাজা বা রাণী হইবে, এই ব্রত করিলে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে, এই ব্রতের দ্বারা মনোমত পতি বা পত্নীলাভ হইবে ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকর বহুপ্রকার ক্রিয়াপূর্ণ যে সকল শ্রবণরমণীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন, সেই সকল আপাতমনোহর বাক্যের দ্বারা বিপথগামী হইয়াছে যাহাদের বুদ্ধি, এরূপ কামনাকুলিতচিত্ত মূঢ়গণের হৃদয়ে জীব ও আত্মার ঐক্যরূপ যোগ বা নির্ম্মলা প্রজ্ঞা কখনই উদ্ভাসিত হইতে পারে না।

৪৫। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যসকল ত্রিগুণবিষয়া, অর্থাৎ সাংসারিক ভোগসুখের হ্রাস, বৃদ্ধি ও স্থিতি লইয়াই তাহাদের সর্ব্বস্ব এবং গুণাতীত আত্মবিজ্ঞানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। তুমি যদি সংসারকারাগার হইতে পরিত্রাণ চাও, তাহা হইলে তোমাকে ত্রিগুণবিষয়িণী সকামবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া, সুখ

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

[৪৬ অন্বয়ঃ। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্।]

[৪৭ অন্বয়ঃ। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, ফলেষু কদাচন মা। কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ; অকর্ম্মণি তু তে সঙ্গঃ মা অস্তু।]

দুঃখের দ্বন্দ্বে অচঞ্চল হইতে হইবে, এবং আপনার নির্ম্মল সত্ত্বাতে (সাধনগম্য অবস্থাবিশেষ) আপনার স্থিতি রক্ষাকরতঃ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকামনা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণেচ্ছাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে, তবে তুমি আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মস্থিত হইবে।

৪৬। চতুর্দ্দিক জলমগ্ন হইয়া গেলে সামান্য জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্রের ততটুকু প্রয়োজন।

যেমন চারিদিক জলমগ্ন হইয়া গেলে সামান্য জলাশয়ের অস্তিত্বই থাকে না, সকল জলই একাকার ধারণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্রই একং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের সত্ত্বাকে বিদ্যমান দেখিতেছেন, তাঁহার আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রাদি দর্শন শ্রবণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি স্বগতাদি সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য হইয়া সতত ব্রহ্মময় রহিয়াছে। শাস্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশরূপে বর্ণিত আছে, সেই ব্রহ্মই যখন সতত তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত তখন শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাঁহার আর

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

[৪৮ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! সঙ্গং ত্যক্ত্বা, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা, যোগস্থঃ কর্ম্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।

কি ফললাভ হইবে? ব্রহ্মোপদেশক বা কর্ম্মকাণ্ডীয় যাবতীয় শ্রুতিবাক্য সকলই তাঁহার সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অসীম সাগরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

৪৭। কর্ম্মেই মাত্র তোমার অধিকার থাকুক, ফল পর্য্যন্ত যেন না যায়। তোমার কর্ম্মের কারণ যেন ফল না হয়। আবার "কর্ম্ম করিব না" এরূপ সঙ্কল্পও যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়।

ফললাভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবে না, কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইবে। আবার "কর্ম্ম করিব না" এরূপ সঙ্কল্প যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়, কারণ এরূপ সঙ্কল্প, মূর্খ ত্যাগাভিমানিগণই করিয়া থাকে। বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও চিত্তমনের দ্বারাই কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয় এবং মন উভয়েরই কর্ম্ম রুদ্ধ করিতে না পারিলে আর কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। কিন্তু কাহার সাধ্য যে সতত বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ উভয়েরই কার্য্যকে রুদ্ধ করিয়া রাখে? বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখিবার ভাণ করিলেও অন্তঃকরণের কর্ম্ম হইবেই নিশ্চয়। তাহা হইলে সে কর্ম্মরোধের ফল কি? সেই জন্যই বলিতেছেন কর্ম্মত্যাগের মিথ্যা অভিনয় না দেখাইয়া, কর্ম্মের ফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগকরতঃ বিবেকসম্মত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে।

৪৮। হে অর্জ্জুন! যোগস্থ থাকিয়া কর্ম্মব্যাপার নির্ব্বাহ কর। অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করা, এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহাই আসুক তাহাতে হৃদয়ের সাম্যরক্ষার নামই যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ।

সংসারে যে কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সাধ্যানুসারে তাহা

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

[৪৯ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ হি অবরম্; বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ; ফলহেতবঃ কৃপণাঃ।]

[৫০ অন্বয়ঃ। বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি; তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব; কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ।]

সম্পন্ন করিয়া ফেল। তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে করিয়া ফেল। তাহার পর যদি তাহা অসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যে জন্য করা হইল, সে ফলপ্রাপ্তি না ঘটিল, তাহা হইলে "হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া শোকে, কিম্বা যদি সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যে প্রয়োজনে করা হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তি ঘটিল, তাহা হইলে আনন্দে অধীর হইয়া আত্মস্থিতি হইতে ভ্রষ্ট না হওয়াই জ্ঞানিগণের কর্ম্মযোগ।

৪৯। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানযোগ অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম বহুগুণে নিকৃষ্ট; তুমি জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাদের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র।

৫০। জ্ঞানকর্ম্মযোগী ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতিক্রম করেন অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তুমি সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের মিশ্রণরক্ষাই কর্ম্মযোগের কৌশল।

আসক্তিশূন্য হইয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মসম্পাদন, এবং সেই কর্ম্মের সহিত, অন্তর্ম্মুখী আত্মভাব রক্ষাই জ্ঞানযোগিগণের কর্ম্ম করিবার

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

[৫১ অন্বয়ঃ। বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ হি কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি]

[৫২ অন্বয়ঃ। যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি।]

কৌশল। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য হইতে আপনার ভগবন্ময়ী স্বাতন্ত্র্যরক্ষাই আত্মভাবরক্ষা।

৫১। উক্তপ্রকার অন্তর্ম্মুখী জ্ঞানকর্ম্ম-যোগিগণ, যে কর্ম্মফলাসক্তি পুনর্জ্জন্মরূপ বন্ধনের কারণ, সেই ফলাসক্তি পরিত্যাগকরতঃ মঙ্গলময় পদ প্রাপ্ত হন।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনবনকে অতিক্রম করিবে, সে সময়ে তোমার শুনিবার যোগ্যও কিছু থাকিবে না এবং যাহা শুনিয়াছ তাহার স্মৃতিরক্ষারও প্রয়োজন থাকিবে না। তখন শ্রুত বা শ্রোতব্য উভয় বিষয়েই তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে।

সংসারক্ষেত্রে 'আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিই বন্ধনের কারণ। এই ভ্রম ছুটিয়া গেলেই বন্ধনের কারণও দূর হয়। আমরা যে সকল বস্তুকে 'আমার' জ্ঞান করি, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে তাহার কোনটিই 'আমার' নয়। যাহা আমার নহে, তাহাতে 'আমার' এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দেওয়াই অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যার সেই মহাদুর্গ, অর্থাৎ এই মোহরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন কিছু শুনিবারই বা কি প্রয়োজন, এবং যাহা শুনিয়াছি তাহার স্মৃতিরক্ষাই বা কি জন্য?

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

[৫৩ অন্বয়ঃ। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ যদা নিশ্চলা, সমাধৌ [চ] অচলা স্থাস্যতি, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি।]

[৫৪ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞস্য, সমাধিস্থস্য কা ভাষা স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিং আসীত কিং [বা] ব্রজেত ?]

৫৩। তোমার বুদ্ধি পাপ ও পুণ্যফলপ্রকাশক কর্ম্মকাণ্ডীয় নানা-প্রকার শাস্ত্রবাক্য সকল নিয়ত শ্রবণ করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্তা হইয়াছে। ঐ বুদ্ধি যখন নির্ম্মল অধ্যাত্ম-জ্ঞানোপদেশের দ্বারা সংশয়রহিতা ও একলক্ষ্যবিশিষ্টারূপে ভগবন্মুখী হইবে এবং পরে অপরোক্ষ অধ্যাত্মসাধনদ্বারা যে মুহূর্ত্তে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চল হইয়া স্থিরা প্রজ্ঞায় পরিণত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি যোগ অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিবে।

৫৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যে নির্ম্মলা প্রজ্ঞাতে স্থিতিরূপ পরম-জ্ঞানযোগের উপদেশ আপনি দান করিলেন, যিনি তাহা বুঝিয়াছেন, এবং সাধনদ্বারা সেই অচঞ্চলা প্রজ্ঞাকে হৃদয়স্থ করিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাস্থিত সাধকের স্থিতি, গতি ও বাক্য কিরূপ ?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

[৫৫ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ! যদা আত্মনা আত্মনি এব তুষ্টঃ সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।]

[৫৬ অন্বয়ঃ। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে।]

[৫৭ অন্বয়ঃ। যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।]

৫৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! আপনি আপনাতে স্থিত হইয়া, অর্থাৎ আপনার বহির্ম্মুখী স্থিতিকে অন্তর্ম্মুখীকরতঃ সাধক যখন এমন তৃপ্তিলাভ করেন যে, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগবাসনাই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সকলই অতি হেয়রূপে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে স্থিত বলা যায়।

৫৬। দুঃখসমাগম বা সুখস্পৃহা যাঁহার নির্ম্মলা আত্মস্থিতিকে বিচলিত করিতে না পারে, সেই আসক্তি, ক্রোধ ও ভয়বর্জ্জিত, স্থিরাত্মলক্ষ্য সাধক প্রজ্ঞাস্থিত।

৫৭। যিনি সর্ব্বত্রই মমতাভিমানবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

[৫৮ অন্বয়ঃ। অয়ং চ যদা কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।]

[৫৯ অন্বয়ঃ। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে ; অস্য রসঃ অপি পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ।]

বস্তকেই যিনি আমার জ্ঞান করেন না এবং সাংসারিক কোন প্রকার শুভ উপস্থিত হইলে তাহাতে 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করেন না, কিম্বা কোন অশুভ উপস্থিত হইলে দ্বেষবশতঃ তুমি কতক্ষণে দূরীভূত হইবে, এই বাসনায় ব্যাকুলান্তকরণ হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্য অবিচলিত।

৫৮। কূর্ম্ম যেমন আপনার মস্তক ও হস্তপদাদি আপনার মধ্যেই প্রবিষ্ট করাইয়া লয়, সেইরূপ যে সাধক ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখী ভাবকে অন্তর্মুখী করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞাস্থিতি (অন্তর্লক্ষ্য) অবিচলিত।

৫৯। কোন দেহাভিমানী, অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিও, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্যকে অবরুদ্ধ করিতে পারে ; কিন্তু তাহাদের ভোগানুবৃত্তির হ্রাস আদৌ ঘটে না, যেমন ছিল তেমনিই থাকে। কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধকের ভোগবাসনা, সেই পরম পুরুষকে দর্শনজনিত পরমা তৃপ্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞান হঠযোগের সহিত জ্ঞান-যোগের পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। একজন অজ্ঞান ব্যক্তিও প্রাণায়াম আয়ত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে, অর্থাৎ কর্ণের শ্রবণ বা চক্ষুর দর্শনাদি ব্যাপারকে অবরুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা কি ফললাভ হইবে? সর্প ও ভেকগণ তাহাদের প্রকৃতিদত্ত স্বভাবগুণে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাণায়ামক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যকে নিরুদ্ধ রাখিতে পারে। আমাদের দেশের "ভানুমতীর বাজি' অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহাতে একটা নষ্টচরিত্রা ও জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক এমনই সুন্দর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছে যে, একখানি তলোয়ারের মূলদেশ বা মুষ্টি-স্থান মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তলোয়ারটীকে ঊর্দ্ধাগ্রকরতঃ তাহার সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের উপরে, মাত্র হস্তে একটি যষ্টির আশ্রয় লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে; তখন তাহার সংজ্ঞা আদৌ থাকে না আমি স্বচক্ষে একটি ডাকাইতকে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল মৃত্তিকার গর্ভে প্রোথিত থাকিয়া পরে অনায়াসে উঠিয়া লাঠি ও তলোয়ারের ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মরোধ করিতে পারিলেই যদি পরমাগতি লাভ করিতে পারা যায় তাহা হইলে, ভেক, সর্প, ভানুমতী ও সেই ডাকাইতেরও তাহা লাভ হইবে নিশ্চয়। কিন্তু ইহা অলৌকিক; তাহা কখনই হইতে পারে না। বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধন ব্যতীত পরিত্রাণলাভের উপায়ান্তর নাই। তাহা হইলে কেবলমাত্র আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা কি ফললাভ হইবে? ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মরোধদ্বারা আপনাতে একটা অজ্ঞান অবস্থা আনয়ন করিলে কি ভোগাসক্তি হ্রাস পাইবে? কখনই না; সে আসক্তিরস সমভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। সেই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত দেহাভিমানী, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া কি করিবে? তাহার আসক্তিনিগ্রহ কি প্রকারে ঘটিবে? অজ্ঞানপুষ্টা

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

[৬০ অন্বয়ঃ । হে কৌন্তেয়! প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ প্রসভং হরন্তি ।]

ভোগাশক্তি যে প্রবলবেগে প্রবাহিত থাকিল। সেই আসক্তি হইতেই যে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। ঐ আসক্তিই তাহাকে পুনর্জ্জন্মগ্রহণে বাধ্য করিবে, এবং পুনর্জ্জন্ম ঘটিলেই আবার সেই শুভাশুভ কর্ম্মফল ও ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। অতএব হে শিষ্য! তুমি জ্ঞান-যোগের আশ্রয় ছাড়িয়া যেন ঐ সকল অজ্ঞানোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। উহাদ্বারা তোমার পরিত্রাণলাভের বিন্দুমাত্র উপকারলাভ ঘটিবে না। তুমি বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে অবিচলিতা-ভক্তিসহ জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর; নতুবা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। দেহাভিমানমুক্ত জ্ঞানযোগী সাধকগণ ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মনিরোধে যত্নবান্ হন না, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্মুখিত্বসাধনেও তৎপর হন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে ভগবদুন্মুখীকরতঃ ইন্দ্রিয়গণকেও অন্তর্মুখী করেন ও নির্ম্মল, প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দের অমৃতধারা পানকরতঃ পরিতৃপ্ত হইয়া বিষয়ভোগের মালিন্যপূর্ণ রসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহারা বৃথা ইন্দ্রিয়নিরোধে যত্নবান্ না হইয়া ভোগাসক্তিকে নিগৃহীত করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও তাহাই কর।

৬০। এই শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গণ অতি প্রবল। ইহারা, যে সকল জাগ্রত-বিবেকী পুরুষ মনকে অন্তর্মুখী রাখিবার জন্য সতত যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের মনকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণদ্বারা বহির্মুখী করিয়া ফেলে।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

৬১ অন্বয়ঃ।[যুক্তঃ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ আসীত। হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।]

[৬২।৬৩ অন্বয়ঃ। বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে; সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে; কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে; ক্রোধাৎ সংমোহঃ ভবতি; সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।]

অধিপতি মনকে ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্মুখী হইতে হয় বটে, কিন্তু উহারা সততই বহির্মুখী হইয়া স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সামান্য শৈথিল্য পাইলেই, অধিপতি মনকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলে।

৬১। মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখীকরতঃ 'আমার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে যুক্তভাবাপন্ন যোগী, উদাসীনভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন, সেই জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকের ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে অর্থাৎ সামান্য কারণেই বহির্মুখ হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আপনার ভগবন্ময়ী প্রজ্ঞাকে স্থির রাখিতে সক্ষম।

৬২।৬৩। বিষয়চিন্তা অধিক মাত্রায় করিলেই তাহাতে আসক্তি উপস্থিত

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

[৬৪ অন্বয়ঃ। বিধেয়াত্মা রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।]

হয়। আসক্তি আসিলেই তাহা হইতে "আরও হউক" "আরও হউক ইত্যাকার কামনা উপস্থিত হয়। কামনা হইতেই অর্থাৎ কামনা পূর্ণ হইবার পক্ষে প্রতিকূলতা ঘটিলেই ক্রোধের সমাগম হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলেই তাহা হইতে মোহের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ ক্রোধরূপ অগ্নিনিঃসৃত ধূমে, হৃদয়মন্দিরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং বিবেকশক্তি তমোমুখী হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না, মুগ্ধ হইয়া পড়ে ; এই মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম অর্থাৎ সাধকের ভাগবতী স্মৃতি চঞ্চল হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হয় ; ভাগবতী স্মৃতির অভাবহেতু বুদ্ধিশক্তি তামসীগতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে সাধকের সর্ব্বনাশ হয় (সাধক অধঃপতন প্রাপ্ত হন)।

৬৪। অধ্যাত্মজ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুই থাকে না ; কর্ত্তব্য যাহা উপস্থিত হয় অবিচলিতচিত্তে অর্থাৎ ক্ষুধায় ভোজন বা মলমূত্রপরিত্যাগবৎ তাহা সম্পন্ন করেন। আসক্তি বা বিরক্তি এই উভয় হইতে পৃথক থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও তাঁহারা আত্মপ্রসন্নতা লাভ করেন।

বিষয়চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে নিশ্চয়ই আসক্তি উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কার কথা ভগবান্ ৬২ শ্লোকে বলিয়াছেন। তাহা হইলে এক জন সংসার-যোগী কি প্রকারে সংসারের কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিতে

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

[৬৫ অন্বয়ঃ। প্রসাদে অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে। হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে।]

[৬৬ অন্বয়ঃ। অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি ; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন। অভাবয়তঃ শান্তিঃ ন ; অশান্তস্য সুখং কুতঃ ? ।]

[৬৭ অন্বয়ঃ। হি চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে, তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি।]

পারেন ? তাঁহাকে ভাগবতী স্মৃতিরক্ষাসহ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইলেই বিষয়চিন্তা অনিবার্য্য, তাহা হইলে তাঁহাকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই উক্ত শ্লোকে ভগবান্ উপদেশ করিলেন।

৬৫। আত্মপ্রসন্নতা (ব্রহ্মানন্দলাভজন্য আত্মতৃপ্তি) হৃদয়ে বিরাজ করিলেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের শান্তি অবশ্যই ঘটিবে, এবং সেই প্রসন্নচিত্ত সাধকের নির্ম্মলা বুদ্ধি একমুখী হইয়া স্থির রহিবে।

৬৬। যোগযুক্ত হৃদয় ব্যতীত নির্ম্মলাবুদ্ধির অস্তিত্বই নাই, কারণ তাহাতে সে ভাবই উপস্থিত হইতে পারে না। আর যে হৃদয়ে সে ভাব উদিত না হয় সে হৃদয়ে শান্তিও নাই। শান্তি ব্যতীত সুখ কোথায়?

৬৭। চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন যে ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইবে;

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

[৬৮ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।]

[৬৯ অন্বয়ঃ। সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি। যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি পশ্যতো মুনেঃ সা নিশা।]

সেই ইন্দ্রিয়ই প্রবল হইয়া, ঝটিকাবায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে তদ্রূপ সাধকের প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দমগ্ন অচঞ্চল বুদ্ধিকে আকর্ষণকরতঃ বহির্মুখী করিয়া ফেলিবে।

৬৮। অতএব হে মহাবাহো! ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব ব্যাপার শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়পঙ্ক হইতে যিনি ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইয়া ভগবন্মুখী-করতঃ এক অচঞ্চল ভাবে স্থির করিতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা দৃঢ়।

৬৯। সাধারণের পক্ষে যাহা রাত্রি, যোগিগণ তাহাতে জাগ্রত, আর সাধারণ সকলেই যাহাতে জাগ্রত, যোগিগণের তাহাই রাত্রি।

বিষয়সকল হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইয়া লইয়া ভগবন্মুখী করাই সাধকের যোগরক্ষা। কিন্তু সর্ব্বদা নিবিষ্ট সাধনে মগ্ন থাকা কোন সাধকের পক্ষেই সহজ নহে; বিশেষতঃ সংসারী সাধকের পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। তাহা হইলে যোগরক্ষার উপায় কি? উক্ত শ্লোকে ভগবান্ তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিলেন। জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা সাংসারিক-অন্য কর্ত্তব্যও সম্পন্ন করিতে বাধ্য, তাঁহারা অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য যত্নবান্ থাকেন।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

[৭০ অন্বয়ঃ। অপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রম্ আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি। কামকামী ন।]

তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরাগ ভগবানের দিকে, তবে না করিলে চলে না, কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে, এই জন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে অন্যান্য কর্ম্মসকল অনাসক্ত-ভাবে সম্পন্ন করেন মাত্র। প্রাণের লক্ষ্য, প্রাণের পিপাসা সেই পরমের প্রতি। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই সতত জাগ্রত রহিয়াছেন। অন্য সাধারণ লোকে যে বিষয়নিষ্ঠাতে অর্থাৎ ভোগ সক্তিতে জাগ্রত থাকিয়া সর্ব্বদা বিষয়-ভোগের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যাকুলভাবে সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে; সেই বিষয়নিষ্ঠার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তাহা তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। সাংসারিক কর্ত্তব্যসকল করেন বটে, কিন্তু কেমন যেন আঁধারে আঁধারে; কেমন যেন স্বপ্নকালের কর্ম্মের মত অস্পষ্ট ভাবে। করিতে হয়, করিতেছেন মাত্র, কিন্তু অন্তরের লক্ষ্য, প্রাণের অনুরাগ সেই পরম প্রাণনাথের দিকে। অন্য সাধারণের সে ব্রহ্মনিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকাতে তাহা তাহাদের পক্ষে রাত্রিবৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম-সূর্য্যের প্রকাশ হৃদয়ে না থাকা জন্য সেদিক তাহাদের পক্ষে অন্ধকারময়।

৭০। হ্রাসবৃদ্ধিরহিত সর্ব্বদাই পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রের মধ্যে নদী সকল প্রবিষ্ট হইয়া যেমন একাকার লাভ করে তদ্রূপ যে জ্ঞানযোগীর ব্রহ্মানন্দপূর্ণ সমুদ্রবৎ প্রশান্তহৃদয়ে ভোগকামনারূপ প্রবাহসকল প্রবিষ্ট

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

[৭১ অন্বয়ঃ। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায়, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, নিস্পৃহঃ চরতি, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।]

[৭২ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ব্রাহ্মী স্থিতিঃ এষা; এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি; অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি।]

হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তিলাভে সক্ষম হন। কামনাকুলিতহৃদয়ে শান্তিলাভ কখনই হইতে পারে না।

৭১। যে জ্ঞানযোগী পুরুষ ভোগকামনাসকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি যাঁহার আসক্তি নাই, 'আমি করিতেছি, এবং আমার এই সকল, ইত্যাকার ভ্রান্তি যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, সেই পুরুষই অর্থাৎ আত্মারূপী পুরুষে যে সাধক আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইতে পারিয়াছেন, সেই প্রকৃতিমুক্ত আত্মভাবীই শান্তি লাভ করেন।

৭২। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানযোগী সাধকের ব্রাহ্মীস্থিতি এইরূপ। এই ব্রাহ্মীস্থিতিকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে, আর অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। এই আত্মভাবকে রক্ষা করিয়া শরীর ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:o:—

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

[১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে জনার্দ্দন! চেৎ কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা, তৎ হে কেশব! ঘোরে কর্ম্মণি মাং কিং নিয়োজয়সি।]

[২ অন্বয়ঃ। ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। অহং যেন শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াং তৎ একং নিশ্চিত্য বদ।]

[৩ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।]

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন, হে কেশব! কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই যদি তোমার সম্মতি, তাহা হইলে এই যুদ্ধরূপ ঘোরতর কর্ম্মে কি জন্য আমাকে নিযুক্ত করিতেছ?

২। কখনও জ্ঞান ও কখনও কর্ম্মের প্রশংসাপূর্ণ মিলিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছ। এক্ষণে আমাকে নিশ্চিত করিয়া একটি পন্থা দেখাইয়া দাও, যে পথে চলিলে আমার পরম মঙ্গললাভ ঘটিবে।

৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে নিষ্পাপ! পূর্ব্বে আমি তোমাকে দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানপথাবলম্বীগণের জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মপথাবলম্বীগণের কর্ম্মযোগ উল্লেখ করিয়াছি।

ভগবান্ পূর্ব্বে যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মযোগ; নতুবা কর্ম্মযোগ বলিবেন কেন? সাধারণের কৃত কর্ম্ম সকলকে কর্ম্মযোগ বলে না; তাহা শুভাশুভ ফলোৎপাদক অজ্ঞানকৃত সকাম কর্ম্ম মাত্র। জ্ঞানামৃতপুষ্ট অর্থাৎ 'আমি কি, এই 'জগৎ কি' এবং ভগবান্ই বা কি? তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধই বা কি প্রকার? তিনি আত্মারূপে সর্ব্বত্রই বা কিভাবে বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি বিষয়ে বেদান্তনির্দ্দিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জনকরতঃ, সেই জ্ঞানকে সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত সাধনদ্বারা যাঁহারা সিদ্ধ অর্থাৎ সংশয়রহিত করিয়াছেন সেই জ্ঞানযোগিগণ সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগকরতঃ আপনার ভগবৎলক্ষ্যকে অব্যাহত রাখিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে কর্ম্মযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবান্ বিশদভাবে এই জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মযোগকে বুঝাইয়াছেন। ভগবানের এই গীতারূপ মহাবাক্যের প্রধানতঃ উদ্দেশ্যই এই যে, সদ্‌গুরুর নিকটে বেদান্তজ্ঞানের সারমর্ম্ম অবগত হইয়া, সাধনদ্বারা সেই জ্ঞানফলকে ব্রহ্মানন্দরসে পুষ্টকরতঃ কর্তৃত্বাভিমানমুক্ত পরিতৃপ্ত হৃদয়ে বৈরাগ্য ও অচঞ্চলা ভগবদ্ভক্তির সহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। আপনার অধ্যাত্ম লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনাসক্তির সহিত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাকেই কর্ম্মযোগ বলা যায়। নতুবা সকামভাবে অজ্ঞানকৃত কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলে না। ভগবান্ জ্ঞানযোগী সাধককেও উক্তপ্রকারে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বলেন; তাঁহাদের পক্ষেও কর্ম্মত্যাগকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতির সমর্থন ভগবান্ আদৌ করেন না। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ নামতঃ পৃথক্ হইলেও উভয়ই এক,—ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে সংন্যসনাৎ এব চ সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি।]

৪। জ্ঞানযোগের সহিত কর্ম্ম না করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের উচ্চতম সীমায়, যে এক অচঞ্চল পরমা স্থিতি ব্রহ্মানন্দমগ্ন সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়কর্ম্মরহিতা ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা কখনই লাভ করিতে পারা যায় না। মাত্র কর্ম্মত্যাগরূপ বৃথা সন্ন্যাস ভিমানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

জ্ঞানার্জ্জনকরতঃ সেই জ্ঞানকে যদি কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারা যায়, যদি কর্ম্মরূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রাকার ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্বময়ী প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পরিপাক সুন্দররূপে হইতেই পারে না; শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাও জ্ঞান বটে কিন্তু কয়জন শাস্ত্রপণ্ডিতকে সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেখা যায়? তাঁহারা বাক্যে যে প্রকার জ্ঞানের আলোচনা করেন, কর্ম্ম করিবার সময় সেই জ্ঞানানুযায়ী আচরণ কয়জন করিতে পারেন? স্বয়ং কর্ম্ম করিবার সময়, সাধারণ অজ্ঞান লোকের ন্যায়, কাম ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া অত্যাসক্তচিত্তে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মর্য্যাদা অতিক্রমকরতঃ আপনার ভোগানুবৃত্তির পথকে পরিষ্কৃত করেন। তাহা হইলে এরূপ জ্ঞানলাভের ফল কি? যে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি জ্ঞানার্জ্জনের

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

[৫ অন্বয়ঃ। কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ ন তিষ্ঠতি, হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ সর্ব্বঃ কর্ম্ম কার্য্যতে।]

অমৃতময় ফল, সে ফললাভে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঞ্চিত; সুতরাং নিবৃত্তি-পথের সাধনাদি করিতে তাঁহাদের ইচ্ছাই হয় না। মোহজালে জড়িত হইয়া অন্যান্য সাধারণ অজ্ঞান লোকে যেরূপ আসক্তির সহিত ধনার্জ্জন ও পরিবারপোষণের জন্য স্বার্থান্ধহৃদয়ে কর্ম্ম করে তাঁহারাও তাহাই করেন। তাঁহাদের বিদ্যার্জ্জন ধনার্জ্জনের জন্য। অনাসক্তির সহিত ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ও তৎসহ আপনার ব্রাহ্মী লক্ষ্যকে স্থির রাখাই জ্ঞানযোগিগণের কর্ম্মযোগ। জ্ঞানের পরিপাক ঐ রূপেই সাধিত হয়। নতুবা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া সেই জ্ঞানকে ধনার্জ্জনের উপায়ে পরিণত করা কিম্বা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগকরতঃ বাহিরে নিশ্চেষ্টভাব দেখাইয়া সন্ন্যাসীত্ব প্রদর্শন করা, উভয়ই জ্ঞানের কুফলব্যতীত আর কিছুই নহে। কামনাপূর্ণহৃদয়ে বাহ্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণকরতঃ কর্ম্ম করিব না এইরূপ সঙ্কল্প করা প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে, ভক্তির সহিত আপনার পরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কামনা বর্জ্জনরূপ অন্তঃসন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস। তিনি সংসারী হইলেও সন্ন্যাসী। যদি সংসারত্যাগী হন, তাহা হইলে মহাসন্ন্যাসী। এরূপ মহাসন্ন্যাসীও কর্ত্তব্যপালনরূপ কর্ম্ম করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সর্ব্বসুহৃদ্; সুতরাং প্রশান্তহৃদয়ে, সাধ্যানুসারে পরোপকারই তাঁহার কর্ত্তব্য। মহাসন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আরও বহু বিস্তৃত।

৫। কেহই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি-গুণে বাধ্য হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

[৬ অন্বয়ঃ। যঃ বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন আস্তে, সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।]

[৭ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে স অসক্তঃ বিশিষ্যতে।]

[৮ অন্বয়ঃ। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু; হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ। অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ।]

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন, আঘ্রাণ, শয়ন, গমন, উপবেশন, রেচন, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি যাবতীয় ব্যাপারই কর্ম্ম; সুতরাং কর্ম্ম না করিয়া কে কতক্ষণ থাকিতে পারে?

৬। ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য রুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে তাহাদের ভোগ চিন্তা করে, সে মূর্খ মিথ্যাচারী। (বাহিরে সন্ন্যাসবেশধারী, অন্তরে কামনাকুল মিথ্যা ত্যাগাভিমানী মূর্খ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই বাক্য বলিলেন।)

৭। যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, অন্তরে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করেন, বাহিরে নিশ্চেষ্ট, অন্তরে কামনাকুল সন্ন্যাসী অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৮। তুমি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

[৯ অন্বয়ঃ। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ; অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ হে কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ তদর্থং কর্ম্ম সমাচার।]

করাই শ্রেয়। একবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তোমার শরীর রক্ষাও হইবে না।

ভগবদ্ভাবের সহিত কর্ম্মের মিশ্রন রক্ষা করিয়া অনাসক্ত হৃদয়ে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদনই নিত্য কর্ম্ম। এইরূপ না হইলে সমস্ত কর্ম্মই অনিত্য কর্ম্ম। কর্ম্ম না করিলে জীবিকার্জ্জনও হইতে পারে না এবং রোগগ্রস্ত হইয়া শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রোগগ্রস্ত কিম্বা অনশনক্লিষ্ট শরীরের দ্বারায় কি সংসার কর্ম্ম, কি সাধন কর্ম্ম কিছুই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" স্বাস্থ্যরক্ষাই আদি ধর্ম্মাচরণ।

৯। হে অর্জ্জুন! যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তাহাই কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। তুমি অনাশক্ত হৃদয়ে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন কর।

আপনার ভাগবতী স্থিতি অব্যাহত রাখিয়া অনাসক্ত হৃদয়ে ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত যে কর্ম্মই করা হউক না, তাহাই যজ্ঞ। আর ভগবদ্ভাবকে হারাইয়া আসক্তির সহিত যাহা করিবে তাহাই অযজ্ঞ, এবং তাহাই বন্ধনের কারণ। নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত অনাসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভাবকে হৃদয়ে অক্ষুন্ন রাখিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে যদি যুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে এই যুদ্ধকার্য্যও তোমার যজ্ঞকার্য্যে পরিণত হইবে এবং এই নিকাম যজ্ঞের কোন প্রকার শুভাশুভ ফলই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি ঐ রূপে এই যুদ্ধযজ্ঞ সম্পাদন কর।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

[১০ অন্বয়ঃ। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু।]

[১১ অন্বয়ঃ। অনেন দেবান্ ভাবয়ত; তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তুঃ পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ।]

[১২ অন্বয়ঃ। দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে; হি তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্ক্তে সঃ স্তেন এব।]

[১৩। অন্বয়ঃ। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্ত সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে, যে তু পাপাঃ আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে অঘং ভুঞ্জতে।]

১০। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে, যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমরা যজ্ঞের দ্বারাই বর্দ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক।"

১১। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে পুষ্ট কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে পুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরের শ্রেয়োসাধন করতঃ অভীষ্ট লাভ করিবে।

১২। যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

[১৪ অন্বয়ঃ। অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি ; পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ ; যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি ; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।]

[১৫ অন্বয়ঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ; ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং ; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।]

[১৬ অন্বয়ঃ। হে পার্থ ! যঃ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি, সঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ অঘায়ুঃ মোঘং জীবতি।]

সেই দেবদত্ত ভোগ্য তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে, স চৌরবৎ।

১৩। এইরূপ যজ্ঞপ্রসাদভোজী সৎপুরুষগণ পাপমুক্ত হন। যে পাপাত্মাগণ কেবল আত্মসেবার্থ ভোগ করে, তাহারা পাপই ভোজন করে।

১৪। অন্ন হইতে জীব শরীরের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি।

১৫। কর্ম্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদের উৎপত্তি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে ; অতএব সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে সর্ব্বদাই বিরাজমান।

১৬। হে অর্জ্জুন ! যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা এই আদানপ্রদানরূপ চক্রানুযায়ী অনুষ্ঠান না করে, তাহার জীবন ধারণ বৃথা।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।]

[১৮ অন্বয়ঃ। ইহ কৃতেন তস্য কশ্চিৎ অর্থঃ ন এব। অকৃতেন চ কশ্চন ন ; অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ ন।]

[১৯ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। পুরুষঃ অসক্তঃ হি কর্ম্ম আচরন্ পরম্ আপ্নোতি।]

[২০ অন্বয়ঃ। জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ। লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি।]

১৭। আত্মাতেই যাঁহার ভালবাসা, অধ্যাত্ম সাধনেই যাঁহার তৃপ্তি, আত্মজ্ঞানেই যাঁহার তুষ্টি, এরূপ আত্মবান্ সাধকের অবশ্যই করিতে হইবে, এমন কর্ত্তব্য কিছুই নাই।

১৮। আত্মবান্ সাধকের কর্ত্তব্য কিছুই নাই কেন, এই শ্লোকে বলিতেছেন ; এই জগতে পুণ্যকর্ম্ম করিলেও তাঁহাতে পুণ্যফল স্পর্শ করে না এবং কোন কর্ম্ম না করিলেও, কোন প্রত্যবায় উপস্থিত হয় না। জগতের কোন পদার্থের সহিতই তাঁহার কোন প্রয়োজনসম্বন্ধ নাই।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

[২১ অন্বয়ঃ। শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরিত ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।]

[২২ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কর্ত্তব্যং কিঞ্চন ন অস্তি; অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং চ ন। অহং কর্ম্মণি বর্ত্তে এব।]

সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মানন্দে যিনি মগ্ন, তাঁহার জগতের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে, এমন কর্ত্তব্য তাঁহার কি আছে? তবে এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ তাঁহার কর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন না; তিনি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারেন।

১৯। অতএব তুমি অনাসক্তহৃদয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর। সাধক অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া পরমপদ লাভ করেন।

২০। জনকাদি রাজর্ষিগণ ঐরূপ অনাসক্তভাবে যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও পূর্ণরূপে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অন্য সাধারণ অজ্ঞান লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যও জ্ঞানিগণের কর্ম্ম করা উচিত।

২১। জগতে এইরূপ গতানুগতিক নিয়ম আছে যে, শ্রেষ্ঠ লোকে যে প্রকার আচরণ করেন, অন্য সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়।

২২। ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও জগতে নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করি।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

[২৩ অন্বয়ঃ। যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং, হে পার্থ! মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে।]

[২৪ অন্বয়ঃ। চেৎ অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ; সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্।]

২৩। আমি অনলসভাবে যেমন কর্ম্ম করি, যদি তাহা না করিতাম, তাহা হইলে সকল লোকেই আমার অনুসরণ করিত; কেহই কর্ম্ম করিত না।

২৪। আমি কর্ম্ম না করিলে সমস্ত লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে কারণ আমি তাহা হইলে জগতের শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিব ও সমস্ত নিয়মই রহিত হইয়া যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি লোকসকল যে মহানিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিচরণ করিতেছে, যে নিয়তিসূত্রে গ্রথিত থাকিয়া সমস্ত লোকেরই সমস্ত জীবগণ নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে অপূর্ব্ব পরিণতিচক্রে ঘুরিতেছে, সেই মহানিয়তিশৃঙ্খলকে কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? কাহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সকলেই ধাবমান রহিয়াছে এবং ধাবমান থাকিয়াও নির্দ্দিষ্ট কক্ষ অতিক্রমকরতঃ কেহ কাহারও উপরে আপতিত হইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে পারিতেছে না কেন? সেই অনন্তশক্তি, বিশ্বতোচক্ষু, বিশ্বনিয়ন্তা সমস্তই দেখিতেছেন ও অপূর্ব্ব পরিণতিযন্ত্র অব্যাহত রাখিয়া সমস্ত লোকের সমস্ত ব্যাপার যথানিয়মে

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ ।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

[২৫ অন্বয়ঃ। হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ বিদ্বান্ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ।]

[২৬ অন্বয়ঃ। অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ; যুক্তঃ বিদ্বান্ সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ।]

নির্ব্বাহিত করাইতেছেন। তাঁহারই দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্ম্মজন্যই সঙ্করভাবের অর্থাৎ মহা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটিতে পায় নাই। তিনি তাঁহার দর্শন ও রক্ষণরূপ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবামাত্রই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে এক অচিন্তনীয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ক্ষণমধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে লয়প্রাপ্ত করাইবে। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগৎ মহাবিপ্লবতরঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

২৫। ভোগাসক্ত অজ্ঞান লোকে ভোগলাভার্থ, যেরূপ সকাম কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান করে সাধারণের প্রবৃত্তিরক্ষার জন্য অনাসক্ত জ্ঞানিগণ তদ্রূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

২৬। কর্ম্মফলাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া দেওয়া উচিত নহে। ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সাধকও স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

অজ্ঞান ভোগকামিগণের বুদ্ধিভেদ ঘটাইয়া দিলে কোন ফললাভেরই সম্ভাবনা নাই, কারণ নিবৃত্তিপথে স্বাভাবিকী অপ্রবৃত্তির জন্য ও শক্তির

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

[২৭ অন্বয়ঃ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা 'অহং কর্ত্তা' ইতি মন্যতে।]

অভাবহেতু তাহারা এই পরম জ্ঞানলাভ করিতেও পারিবে না অথচ ঐ সকল সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করিবে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাদের হৃদয় হইতে সকামা ভক্তি লোপ পাইয়া ভগবানে অবিশ্বাস, পুণ্যজনক কর্ম্মে অননুরাগ ও ভোগানুকূল যথেচ্ছকর্ম্মেই প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে।

২৭। প্রকৃতির গুণদ্বারাই কর্ম্মসকল কৃত হইতেছে কিন্তু অহঙ্কাররূপ ভ্রান্ত অভিমানে আচ্ছন্ন, আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়গণ 'আমি করিতেছি ইত্যাকার ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে। উক্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ ইহাই বুঝাইতেছেন যে, জ্ঞানী সাধকগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতিই সাধিত হয় না। তাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত, সুতরাং কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের শুভাশুভ ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের স্থির ধারণা যে 'আমি সেই সাক্ষীস্বরূপ আত্মা', 'আমি কিছুই করি না', প্রকৃতিদ্বারাই কর্ম্মসকল কৃত হইতেছে। এই ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূল শরীর, মন, চিত্ত, বিবেক ও অহঙ্কার এ সমস্তই প্রকৃতি। আমি এ সকলের অতীত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, কেবল অবিদ্যার কুহকে অন্ধ হইয়া "আমি এই শরীর' আমিই কর্ম্মসকল করিতেছি" ইত্যাকার ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছি। (এই সকল ব্যাখ্যা পরে করা হইয়াছে)।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥
প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

[২৮ অন্বয়ঃ। তু হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।]

[২৯ অন্বয়ঃ। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে; কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ।]

[৩০ অন্বয়ঃ। অধ্যাত্মচেতসা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য বিগতজ্বরঃ নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ ভূত্বা যুধ্যস্ব।]

২৮। গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানযোগী সাধকগণ অর্থাৎ যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ত্রিগুণ কি, সেই ত্রিগুণা মহাশক্তি প্রকৃতিরূপে জগতে কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, সমস্ত জগৎই, এমন কি এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণও সেই মহাশক্তিরই বিকাশ মাত্র, এই শরীরের সহিত আত্মস্বরূপের পার্থক্য কিরূপ এবং সেই স্বরূপাবস্থিতি সাধনদ্বারা অপরোক্ষভাবে যাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম, এমন সুজ্ঞান সাধকগণ এই ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, এই স্থির জ্ঞানদ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে সক্ষম হন।

২৯। প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধচিত্ত অজ্ঞান লোকে, ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকলকে, 'আমি করিতেছি' এইরূপ অভিমান করে। সেই মন্দবুদ্ধিগণকে জ্ঞানিগণ বিচলিত করিবেন না।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

[৩১ অন্বয়ঃ। যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে।]

৩০। নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ণহৃদয়ে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণকরতঃ মমতাভিমান ('আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রম) আসক্তি ও চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।

ভগবান্ উক্তশ্লোকে এবং পরেও অন্যান্য শ্লোকে তাঁহাতেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। এই কর্ম্মার্পণ কি প্রকার? ব্যবস্থা-শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের আধুনিক প্রথানুসারে "এই কর্ম্মের সমস্ত ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক" এই বাক্য মুখে বলিলেই কি কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইবে? তাঁহারা ভগবৎবাক্যের অর্থ ঐরূপ বুঝিয়া বাক্যদ্বারাই কর্ম্মার্পণ সম্পন্ন করিয়া দেন। আমি আহার করিয়া মুখে বলিলাম, "আমার আহারের ফল তুমি লও" আর অমনি তোমার উদর পূর্ণ হইল, এরূপ অযৌক্তিক বাক্য ভগবান্ বলেন নাই। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান আপনাতে রাখিয়া কর্ম্মের ফলকে ভগবানে অর্পণ করিতে কোথাও বলেন নাই। তিনি কর্ম্মকেই অর্পণ করিতে সর্ব্বত্র উপদেশ দিয়াছেন; কর্ম্মফলকে নহে। মুখে বলিলেই যদি ভগবানে কর্ম্মফল অর্পিত হইত তাহা হইলে কাহাকেও আর কর্ম্মফলভোগী হইতে হইত না, সকলেই ঐরূপ শূন্যগর্ভ বাক্য মুখে উচ্চারণমাত্র করিয়া পরিত্রাণ পাইত। যাহা হউক, ভগবানে কর্ম্মার্পণ অতি কঠিনসাধ্য ব্যাপার। সেই জন্যই ভগবান্ উক্ত শ্লোকে "অধ্যাত্মচেতসা" অর্থাৎ নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ণহৃদয়ে কর্ম্মার্পণ করিতে বলিয়াছেন। যে নির্ম্মল-জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবান্‌কে দুই মূর্ত্তিতে অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই আত্মরূপে বিদ্যমান, এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, জ্ঞানমূর্ত্তি এবং চরাচর বিশ্বরূপে

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

[৩২ অন্বয়ঃ। যে তু মে এতৎ মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি, অচেতসঃ তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।]

প্রকাশমান প্রপঞ্চরূপ সগুণমূর্ত্তিতে অভ্রান্তদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন; যাঁহার স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই ভাগবতী স্মৃতিজড়িত, তিনি বাহ্যে যাহাই করুন, যাহাই বলুন, অন্তরে ভেদবুদ্ধি না থাকা হেতু তাঁহার সমস্তই ভগবন্ময়। তিনি সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তহৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং" রূপে নির্ব্বাহিত হয়। এইরূপ সাধকেরই ভগবানে কর্ম্মার্পণ হইয়া থাকে, নতুবা বাক্যে মাত্র "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলেই কর্ম্মার্পণ হয় না।

৩১। আমার বাক্যে যাঁহাদের দ্বেষবুদ্ধি নাই এবং আমার বাক্যে যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস, এরূপ জ্ঞানবান্ লোকে আমার উপদেশানুসারে কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন ও কর্ম্মসকলের শুভাশুভ ফলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না।

বৃথাত্যাগাভিমানী মূর্খ সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ "দ্বেষ-বুদ্ধি"র উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিহীন, অপক্কজ্ঞানী, অথচ "আমি জ্ঞানী" এইরূপ অভিমানযুক্ত কুজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ এইরূপ অভিমান করে যে "আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব কেন? ও সকল বাক্য অশ্রদ্ধেয়।"

৩২। আমার এই বাক্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া যাহারা বাক্যানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, স্থির জানিও তাহাদের কোন জ্ঞানই

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

[৩৩ অন্বয়ঃ। জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে ; ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি ; নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।]

[৩৪ অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ। তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ।]

হয় নাই এবং অধ্যাত্মভাব তাহাতে কিছুই নাই। তাহাদের সমস্তই নিষ্ফল।

৩৩। প্রকৃতি এতই বলবতী যে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। সকল জীবই প্রকৃতির বশীভূত ; তাহা হইলে এই প্রকৃতিকে কি প্রকারে নিগৃহীত করিতে পারা যায়? উক্ত শ্লোকে এই সংশয় উঠাইয়া পরশ্লোকে মীমাংসা করিতেছেন।

৩৪। ইন্দ্রিয়সকলের ভোগ্য বিষয়মধ্যে কোনটিতে আনুরক্তি ও কোনটিতে বিরক্তি অবশ্যই উপস্থিত হয় ; কিন্তু ঐ আনুরক্তি ও বিরক্তি এই নিবৃত্তিপথের সাধকের মহাশত্রু। উহাদিগের বশীভূত না হওয়াই বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির কার্য্য রুদ্ধ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসাধ্য, কারণ একটাকে রুদ্ধ করিতে গেলে আর একটি প্রবল হইবে নিশ্চয়। সুতরাং জ্ঞানবান্ সাধক প্রকৃতির সহিত কলহ করিয়া আপনাতে অশান্তি আনয়ন করিতে যান না ; তিনি ভোগকামনার অনুকূলবিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূলবিষয়ে বিরক্তিকে দূর করিয়া, ভোগ্যবিষয় ভোগ করেন। আসক্তি ও বিরক্তি

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

[৩৫ অন্বয়ঃ। সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্; স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; পরমধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।]

না থাকা হেতু সমস্ত ভোগ্যবিষয় যথাপ্রাপ্তরূপে ভোগ করিয়াও তিনি সংসারকারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

৩৫। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা দোষযুক্ত নিজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। নিজধর্ম্মে থাকিয়া শরীরত্যাগও মঙ্গলজনক কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর।

ভগবানোক্ত নিজধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কি? সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত ভেদকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ যে একথা বলেন নাই তাহা সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষপরায়ণ সংকীর্ণচেতা অন্ধ মূঢ়গণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির ধারণা এই যে, আপনার প্রকৃত্যনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানই নিজ ধর্ম্ম ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানই পর-ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ পুনরায় এই বাক্য বলিয়াছেন এবং তাহার পাঠ এই যে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥"

ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে "স্বভাবনিয়তং" কর্ম্মকেই ভগবান্ "স্বধর্ম্ম" বলিতেছেন। একজন অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের প্রকৃতি এইরূপ যে তাঁহার হৃদয় সংসারও চাহে এবং ভগবান্‌কেও চাহে। তাঁহার প্রকৃতি পত্নীপুত্রাদি আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিয়াই সংসারসন্ন্যাসীরূপে সাধনপথে অগ্রসর হইতে চায়। কিন্তু তিনি যদি কোন কারণবশতঃ অর্থাৎ কামক্রোধাদি কোন রিপুর উত্তেজনায় বিভ্রত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বনকরতঃ সংসার ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ

দোষাশ্রয় অবশ্যই ঘটিল। তিনি বলপূর্ব্বক স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, অথচ সংসার ভোগানুবৃত্তি তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিল; এরূপ অবস্থায় তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সংসার পরিত্যাগ করিয়াও হয়ত তাঁহাকে অবৈধ উপায়ে ভোগকামনা চরিতার্থ করিয়া আশ্রমব্যভিচারী হইতে হইল। তিনি না গার্হস্থ্যধর্ম্মই পালন করিলেন না সন্ন্যাসধর্ম্মই রক্ষা করিতে পারিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ভাগবতী-সিদ্ধিলাভ তো ঘটিলই না, অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্রমব্যভিচাররূপ পাপগ্রস্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি যদি সংসার ত্যাগ না করিয়া সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীত-করতঃ ভগবানের উপদেশানুযায়ী কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হৃদয়ের সাম্যরক্ষা ও ভোগের অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি পরিত্যাগকরতঃ কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আত্মোন্নতিসাধনদ্বারা চরমে পরমা ভাগবতী-গতিলাভ করিতেন সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে অন্য একজন সাধকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও সাধনের ফলে এ জীবনে বাল্যাবধিই সংসারের দিকে বিরক্তি, ভোগবিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবানে প্রগাঢ় রতি উপস্থিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বজীবনের বদ্ধসংস্কারফলে সংসারকে এক ভীষণ জ্বালাময় কারাগার বলিয়া তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় ঐ যথার্থ সন্ন্যাসীকে কোন প্রকারে বাধ্য হইয়া যদি দারপরিগ্রহকরতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে তাঁহাতে স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ দোষ আশ্রয় করিল; ইহাতে তিনি কোন প্রকারেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন না। এই সংসারভোগের প্রতি তাঁহার প্রকৃতিগত বিরক্তি প্রবলা অথচ তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনিচ্ছার সহিত সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইতেছে; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অবসন্ন হইয়া ভ্রষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃই যিনি সন্ন্যাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসারগ্রহণ অধঃপতনেরই হেতু ব্যতীত কিছুই নহে।

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

[৩৬ অন্বয়ঃ । অর্জ্জুন উবাচ, হে বার্ষ্ণেয় ! অথ অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ অনিচ্ছন্নপি বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ পাপং চরতি ।]

[৩৭ অন্বয়ঃ । শ্রীভগবান্ উবাচ, রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ; ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি ।]

অর্জ্জুনেরও পাছে ঐরূপ দোষ উপস্থিত হয় সেইজন্য ভগবান্ সাবধান করিতেছেন যে "দেখিও পরধর্ম্মগ্রহণরূপ ভয়ঙ্কর দোষ যেন তোমাতে উপস্থিত না হয়। তোমার হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি সংসারের দিকে, রাজ্যলাভের জন্যই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ, অথচ হঠাৎ স্বজনধ্বংসরূপ একটা ক্ষণিক আতঙ্ক উদিত হইয়া তোমাকে বিহ্বল করিয়াছে মাত্র। তাহাতেই তুমি যুদ্ধ না করিয়া বনগমন ও ভৈক্ষ্য-আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু স্থির জানিও, সেটা তোমার নিজধর্ম্ম নহে, পরধর্ম্ম। প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধগতির বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলেই অধঃপতিত হইবে। অগ্রে সংসার-সন্ন্যাসী হও, পরে সময় হইলে মহাসন্ন্যাসী হইতে পারিবে। এখন স্থিরচিত্তে যুদ্ধরূপ কর্ত্তব্য পালন কর।

৩৬। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, হে কৃষ্ণ ! ইচ্ছা না থাকিলেও কোন বৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া লোকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

[৩৮ অন্বয়ঃ। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথা আদর্শঃ মলেন চ, যথা গর্ভঃ উল্বেন আবৃত, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্।]

[৩৯ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ চ জ্ঞানম্ এতেন নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন আবৃতম্।]

[৪০ অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে। এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।]

৩৭। ভগবান্ উত্তর দিলেন, রজোগুণসমুৎপন্ন মহা উগ্র ক্রোধ ও দুষ্পূরোদর কাম, ইহারাই ঐরূপ করে। উহাদিগকে মহাপাপ শত্রুরূপে জানিবে।

৩৮। অগ্নি যেরূপ ধূমদ্বারা, দর্পণ যেরূপ মলদ্বারা ও গর্ভ যেরূপ জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে, এই সাত্ত্বিকী জ্ঞানও তদ্রূপ কামনাদ্বারাই আচ্ছন্ন থাকে।

৩৯। এই দুষ্পূরোদর অনলশিখাবৎ কাম এমন ভয়ঙ্কর শত্রু যে, জ্ঞানিগণের জ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে. অন্যের কথা আর কি বলিব?

৪০। ইন্দ্রিয়গণ; মন ও বুদ্ধি এই কামাগ্নির অধিষ্ঠানক্ষেত্র। ইহাদিগের সাহায্যেই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া এই শত্রু সকলকে মোহিত করে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[৪১ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ এনং পাপ্মানং প্রজহি।]

[৪২ অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা ; যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ।]

[৪৩ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য, কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।]

৪১। হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণের বেগকে সংযত করিয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী মহাপাপ কামকে জয় কর।

৪২। শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধিরও পরে (অর্থাৎ বুদ্ধিরও আধাররূপে) যিনি বিরাজমান তিনিই আত্মা।

৪৩। হে মহাবীর! এই বুদ্ধিরও পরে সর্ব্বাধার সর্ব্বসাক্ষীরূপে যিনি বিরাজিত, অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে অন্তর্ম্মুখীকরতঃ তাঁহাকে (আত্মাকে) জান এবং সেই স্বরূপাবস্থিতিরূপ নির্ম্মল বিজ্ঞানের সাহায্যে এই কামনারূপ মহাশত্রুকে জয় কর।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

—:o:-

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

[১ অন্বয়ঃ। অহম্ ইমম্ অব্যয়ং যোগম্ বিবস্বতে প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ মনবে প্রাহ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।]

[২ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ; ইহ মহতা কালেন স যোগঃ নষ্টঃ।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই যে জ্ঞানকর্ম্মযোগ তোমাকে উপদেশ করিতেছি, এই অব্যয় যোগ পূর্ব্বে আমি সূর্য্যকে বলি; তাহার পর সূর্য্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু আবার স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।

২। হে শত্রুনাশন্ মহাবীর! এইরূপে ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ বংশ-পরম্পরাক্রমিক উপদেশদ্বারা এই যোগ পর পর অবগত হন (জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াই, ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই আপনাকে রাজর্ষিরূপে গঠিত করিয়া নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত, সংসার ও অধ্যাত্মসাধন উভয় ব্যাপারই সম্পাদনকরতঃ মুক্তিপথের অধিকারী হইয়াছিলেন) কিন্তু হে বীর! সর্ব্বনাশকারী কালশক্তিদ্বারা সেই পরম জ্ঞানকর্ম্মযোগ অন্তর্হিত প্রায় হইয়াছে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

[৩ অন্বয়ঃ। মে ভক্তঃ সখা চ অসি, ইতি অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ এব ; এতৎ হি উত্তমং রহস্যম্।]

[৪ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরম্ ইতি ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ; এতৎ কথং বিজানীয়াম্।]

[৫ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পরন্তপ ! হে অর্জ্জুন ! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি ; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ ; ত্বং ন বেত্থ।]

৩। হে অর্জ্জুন ! তুমি আমার ভক্ত ও সখা ; সেই জন্যই এই প্রাচীন যোগতত্ত্ব তোমাকে অদ্য উপদেশ দিলাম। এই তত্ত্বই সংসারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও হৃদয়ের গুপ্ত ধন।

৪। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! সূর্য্যের জন্মের বহু পরে তোমার জন্ম ; অথচ তুমি বলিতেছ 'আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম ; এ রহস্য যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার ব্যাপার কি, অগ্রে তাহাই আমাকে বল।

৫। ভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! আমার এবং

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

[৬ অন্বয়ঃ। অজঃ অপি সন্, অব্যয়াত্মা অপি সন্, ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি চ সন্, স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।]

[৭ অন্বয়ঃ। হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি।]

তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে, আমি সে সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ (যোগমায়াচ্ছন্ন হইয়া ভুলিয়া গিয়াছ)।

৬। আমি জন্মাতীত, অপরিণামী এবং আত্মারূপে সর্ব্বভূতেই বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ আপনায়ই প্রকৃতিতে সম্ভূত হই।

ভগবানের নিজপ্রকৃতি কি? আনন্দই ভগবানের প্রকৃতি। ত্রিবিধ দুঃখ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই সন্তাপমুক্তা শান্তিময়ী প্রকৃতি আনন্দস্বরূপ। যদিও ভগবান্ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে লীলা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি সুখদুঃখাদির দ্বন্দ্বে আদৌ মালিন্যগ্রস্ত হন্ না।

৭। হে অর্জ্জুন! যখনই জগতে ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের উন্নতি উপস্থিত হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজিত করি। (অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণকরতঃ জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করি)।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

[৮ অন্বয়ঃ । সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে সম্ভবামি ।]

[৯ অন্বয়ঃ । হে অর্জ্জুন ! যঃ মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম ন এতি, মাম্ এতি ।]

---

৮ । সৎলোকের পরিত্রাণ, দুষ্টলোকের শাসন ও ধর্ম্মসংস্কারের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

৯ । আমার অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় যিনি তত্ত্বের সহিত পরিজ্ঞাত তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ; তিনি দেহত্যাগান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

ভগবানের এ কথার তাৎপর্য্য কি ? ভগবান্ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ-করতঃ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এই সংবাদই কি ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব ? ইহা জানিলেই কি আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না ? এই জ্ঞানদ্বারাই কি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তো মুক্তিলাভ করিবে। এ সংবাদ কে না জানে ? ভগবানের "তত্ত্বতঃ" শব্দ প্রয়োগের মর্ম্ম উক্ত নহে, এ তত্ত্ব অতি গভীর তত্ত্ব । ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে হইলেই অগ্রে তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ কি, তাঁহার স্থিতি কিরূপ, তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধ কি প্রকার, এ সকল বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে হইবে । যখন বেদান্তনির্দ্দিষ্ট বিচারদ্বারা পরোক্ষভাবে

বুঝিতে পারা গেল যে সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ, তিনি আমাতে তোমাতে এবং জগতের সর্ব্বত্রই এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, আমার সহিত এবং জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই প্রকার এবং পরে অধ্যাত্মসাধনদ্বারা অপরোক্ষভাবে সেই ভাগবতী স্থিতি স্পষ্টতঃ আমার হৃদয়ে অনুভূত হইল, তখন ভগবানের স্থিতির তত্ত্ব কথঞ্চিৎ আমাতে প্রকাশ পাইল। তাহার পর তাঁহার জন্মের তত্ত্ব ও কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ভগবান্ আত্মারূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত জগতের অসংখ্য লোকে একই সময়ে অসংখ্য লীলা-মূর্ত্তি ধারণকরতঃ লোকহিতকর অসংখ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন; তাহাতে তাঁহার স্বরূপাবস্থিতির অর্থাৎ যে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিতে তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান সেই পরমাত্মস্বরূপের কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই; তিনি একই মুহূর্ত্তে সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই প্রকাশিত, তাঁহার স্বকৃত কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তা, সেই মুহূর্ত্তে অকর্ত্তা, যে মুহূর্ত্তে ভোক্তা সেই মুহূর্ত্তেই অভোক্তা। এই সকল ভগবত্তত্ত্বের মহিমা উত্তমরূপে যে সাধকের হৃদয়ঙ্গত হইবে, তিনিই ভগবানের জন্মের ও কর্ম্মের তত্ত্ব স্থির বুঝিতে পারিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। সদ্গুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ যিনি ঐ সকল তত্ত্ব সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সাধনদৃষ্টির বলে ভগবান্‌কে অন্তরে ও বাহিরে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, সেই যোগীই ঐ সকল তত্ত্বকে বুঝিতে পারিবার অধিকারী। "যে ভগবান্ নিরাকার অব্যক্তস্বরূপ, তিনি আবার কি প্রকারে মানুষী শরীর ধারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য বালুকাকণাবৎ এই পৃথিবীতে লীলা করিতে আসিবেন" ইত্যাদি সংশয় ও অবিশ্বাস সেই সকল লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, যাঁহারা ভগবানের মহিমা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অনভ্যাবিত্তা ও অবিশ্বাসকে আনয়ন করিয়া তাঁহারা ভগবানের মহিমাকে খর্ব্ব করেন মাত্র।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

[১০ অন্বয়ঃ। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞান-তপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ।]

তাঁহারা রাজসী দৃষ্টিতে মানুষীশক্তির তুলনায় সেই ঐশী-শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মহাভ্রমে পতিত হন সন্দেহ নাই। যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ স্বীকার করিতেছি তাঁহার কর্ম্মের সম্বন্ধে "ইহা সম্ভব এবং ইহা অসম্ভব", এইরূপ সীমানির্দ্দেশ আবার কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবান্ কি তাঁহার অনন্তব্যাপী অসীম স্থিতিকে গুটাইয়া লইয়া, দেবকীর গর্ভে ভ্রূণরূপে প্রবেশ করিলেন? তাহা নহে; সে একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মস্বরূপ সমভাবেই চিরকাল বিদ্যমান। সে অপরিণামী পরমতত্ত্বের ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই ও হইবেও না। চিরকালই সমভাবেই বিরাজিত। সে স্বরূপ যেমন ছিল, তেমনই রহিল অথচ নিজ মায়াশক্তিকে অবলম্বনকরতঃ এই অনন্ত বিশ্বের সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মহানাট্যকার, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদিরূপে দৃশ্যমান এই অগণ্য রঙ্গালয়ে একই মুহূর্ত্তে যেমন অসংখ্য মূর্ত্তিতে অভিনয় করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতেও তেমনই অভিনয় করিতেছেন, ইহাতে আবার বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ইহাই তো তাঁহার ঐশী মহিমা; আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দলক্ষ গুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল ও এই নগণ্য পৃথিবীর একটি বালুকণা তাঁহার দৃষ্টিতে একই প্রকার। যে বিদ্যাভিমানী আমি একটি ক্ষুদ্র সূচীবিন্দুরও সর্ব্বত্র একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দৃষ্টিরক্ষণে অক্ষম, সেই মূঢ় আমি যিনি এই চরাচর বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে একই মুহূর্ত্তে সমভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি হইতে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্র পাদক্ষেপ পর্য্যন্ত অগোচর থাকিতে পায় না তাঁহারই শক্তির ও কর্ম্মের সম্ভাবিত্ব, অসম্ভাবিত্বের বিচার করিতে যাই ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

[১১ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তান্ তথা এব অহং ভজামি ; মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।]

১০। জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা নির্ম্মলহৃদয় আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত বহু সাধক, অপরোক্ষ অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আমাতে স্থিত ও ক্রমে ক্রমে আমিময় হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১। যাহারা যেভাবে আমাকে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করে, আমি তাহাদের নিকটে সেই ভাবেই উদিত হই। লোকসকল সর্ব্বপ্রকারে আমার পন্থারই অনুসরণ করে।

যাহারা যেভাবে ভগবানের উপাসনা করে, ভগবান্ তাহাদের নিকটে তদ্রূপ অর্থাৎ তিনি সাকারভাবীর নিকটে সাকার, নিরাকারভাবীর নিকটে নিরাকার, আত্মভাবীর নিকটে আত্মা, বিশ্বভাবীর নিকটে বিশ্ব, দেবভাবীর নিকটে দেবতা ও প্রতিমাভাবীর নিকটে প্রতিমা। তিনি সর্ব্বভাবের অতীত হইয়াও সর্ব্বভাবেরই একমাত্র আধার। অতএব যিনি তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার নিকটে তাই এবং সেইরূপ ফলই তিনি প্রাপ্ত হন। ভগবানের উক্তবাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, সকাম ও নিষ্কাম, স্থূল বা সূক্ষ্ম, আত্মা বা দেবতা যেভাবেই হউক ভগবান্‌কে গ্রহণকরতঃ উপাসনা করিলে সকলেরই সেই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ এক ফলই লাভ হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। সেইজন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে যথা তাং স্তথা" অর্থাৎ যে যেরূপ সে তদ্রূপ পায়। মূল পদার্থ এক হইলেও যেমন বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার ভাবে পরিণত হয় ও বিভিন্ন প্রকার ফলোৎপাদন করে ইহাও তদ্রূপ, ভোগলিপ্সু সকাম সাধকের হৃদয়ের ভাবানুযায়ী, ভগবান্ ইন্দ্রাদি দেবতা-

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

[১২ অন্বয়ঃ। ইহ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে ; হি মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি।]

[১৩ অন্বয়ঃ। ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং ; তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাম্ অব্যয়ম্ অকর্ত্তারং বিদ্ধি।]

রূপে অর্চ্চিত হইয়া কর্ম্মানুরূপ ভোগফল প্রদান করেন, আবার নিষ্কাম আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের হৃদয়ে নির্ম্মলা প্রজ্ঞারূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া জীবভাবের সহিত আত্মভাবের মিলনরূপ যোগসিদ্ধি দান করেন।

১২। এই জগতে দেবতাগণের পূজা অর্থাৎ সকাম যাগব্রতাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহারাই করে, যাহারা কর্ম্মের সিদ্ধিরূপ ভোগফল পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। তাহারা জানে ঐ সকল সকাম কর্ম্মের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৩। গুণ ও তদনুরূপ কর্ম্মের বিভাগানুসারে চারি প্রকার বর্ণ-নির্ব্বাচনপ্রথা আমিই সৃজন করিয়াছি, কিন্তু সৃজন করিয়াও আমি কিছুই করি নাই এবং আমি কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার অতীত, এই তত্ত্ব অবগত হও।

চারি প্রকার বর্ণবিভাগ যেরূপ গুণকর্ম্মানুসারে নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত তাহা অষ্টাদশাধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন ; যথা—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই সকল গুণ যাঁহার স্বভাবগত তিনিই ব্রাহ্মণ। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে ভয়শূন্যতা, দান ও

ভগবদ্ভাব যাঁহাতে আছে তিনিই ক্ষত্রিয়। কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য যাঁহার কর্ম্ম তিনিই বৈশ্য ও দাসত্ব যাঁহার উপজীবিকা তিনিই শূদ্র। এই গুণকর্ম্মানুযায়ী বর্ণবিভাগপ্রথা, ভগবান্ বলিতেছেন "আমিই করিয়াছি।" তিনি কিরূপে করিলেন? তিনি জ্ঞানমূর্ত্তিতে যে সকল আধারে বিদ্যমান, সেই সকল জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন সমাজস্থাপয়িতাগণ সময়োপযোগী শৃঙ্খলারক্ষার্থে এই বর্ণবিভাগপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন নতুবা ভগবান্ স্বয়ং কাহাকেও উচ্চ ও কাহাকে ও নীচরূপে সৃজিত করেন নাই। সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন "আমাকে অকর্ত্তারূপে কর্ত্তা বলিয়া জান।" সেই পরম পুরুষের তিন মূর্ত্তি জ্ঞানমূর্ত্তি, বিজ্ঞানমূর্ত্তি ও চিন্মূর্ত্তি। জ্ঞানমূর্ত্তিতে, এই চরাচর বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন ও সমস্ত লোকেই উপযুক্ত আধারসমূহে স্ফুরিত হইয়া লোকহিতকর নানাপ্রকার কর্ম্মের উদ্ভাবন করেন। ব্যাস, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ তাঁহার এক এক উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি বা বিভূতি এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই তাঁহার অতুলনীয় উজ্জ্বলতম মহাবিভূতি বা মহা অবতার। খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ ইঁহারাও তাঁহারই বিভূতি এবং আমাদের সকলেরই প্রণম্য মহাপুরুষ। ভবগান্ জ্ঞানমূর্ত্তিতে ঐরূপ এক এক উপযুক্ত আধারে স্ফুরিত হইয়া মহৎ মহৎ কর্ম্মসকল সম্পন্ন করেন। যেমন এই সৃষ্টি-ব্যাপার তাঁহার মায়িক লীলা ব্যতীত কিছুই নহে তেমনি ঐরূপ এক এক আধারে তাঁহার জ্ঞানময় বিকাশও তাঁহার লীলামাত্র। এখন তাঁহার বিজ্ঞানমূর্ত্তি কিরূপ? তিনি যে মূর্ত্তিতে সত্ত্বগুণাশ্রিত ভক্তিমান্ সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া আপনার নির্ম্মল সত্ত্বাকে প্রকাশিতকরতঃ জীবভাবকে আত্মভাবে মিলিত করেন, মহাযোগীগ্রাহ্য সেই শান্তিময় মধুর ভাবই তাঁহার বিজ্ঞানমূর্ত্তি; আর সতত চিৎস্বরূপে অর্থাৎ অহংতত্ত্বেরও অন্তরালে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই একমাত্র অপরিণামী সাক্ষী যে আত্মাস্বরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান তাহাই তাঁহার চিন্মূর্ত্তি। তাঁহার জ্ঞানমূর্ত্তি রাজসী মায়াশ্রিতা, বিজ্ঞানমূর্ত্তি সাত্ত্বিকীমায়াশ্রিতা এবং চিন্মূর্ত্তি মায়াতীত একম্ অদ্বিতীয়ম্।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

[১৪ অন্বয়ঃ । কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন । যঃ ইতি মাম্ অভিজানাতি, সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ।]

[১৫ অন্বয়ঃ । এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং, তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু ।]

---

১৪ । কর্ম্ম সকল আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই । আমাকে এইরূপ যিনি জানেন তিনি কর্ম্মজালে বদ্ধ হন না ।

"ভগবান্‌কে কর্ম্ম সকল স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি ফলস্পৃহামুক্ত" ইহা জানিলে আমাকে কর্ম্মবদ্ধ হইতে হইবে না কেন ? "তিনি মুক্ত" ইহা জানিলেই আমি মুক্ত হইব কেন ? ইহার কারণ এই যে, যিনি ভগবান্‌কে বুঝিতে পারিবেন, তিনিই আপনাকে বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ই আত্মারূপে আমাতে বিদ্যমান, আমার এ জীবাভিমান অবিদ্যা-জনিত ভ্রান্তিমাত্র ; আমি সেই নির্ম্মল আত্মা ও সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত, এই পরম আত্মজ্ঞান যাঁহাতে স্ফুরিত হইবে, তিনিই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। নতুবা "ভগবান্ অকর্ত্তা বটেন, কিন্তু আমি এই শরীর ও দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও গমনাদি ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকল আমিই করিতেছি" ইত্যাকার ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞানদ্বারা কখনই কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে না ।

১৫ । পূর্ব্ববর্ত্তী মুক্তিলাভেচ্ছু জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধকগণ ঐরূপ নির্ম্মল জ্ঞানের উপর সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ; অতএব তুমি সেই জ্ঞান-কর্ম্মযোগী সাধকগণের সৎপন্থার অনুসরণকরতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন কর ।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

[১৬ অন্বয়ঃ। কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি, অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে, তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি।]

[১৭ অন্বয়ঃ। কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্, অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং ; হি কর্ম্মণঃ গতি গহনা।]

১৬। কর্ত্তব্য কি এবং অকর্ত্তব্যই বা কি তাহা নিরূপণ করিতে বুদ্ধিমান্ লোকেরও ভ্রম উপস্থিত হয়। সেইজন্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যাহা বুঝিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মাচরণ করিলে অশুভ সংসারপাশ ছিন্ন হইবে।

১৭। কর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কাহাকে বলে, ইহাদের তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত হওয়া উচিত, কারণ কর্ম্মের গতি বুঝিতে পারা বড় কঠিন ব্যাপার।

মানবহৃদয়ে বিবেকরূপী একটী ঐশীশক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ শক্তি প্রতি কর্ম্মেই জানাইয়া দেয় "ইহা কর্ত্তব্য" ও "ইহা অকর্ত্তব্য" অর্থাৎ "ইহা ন্যায়" ও "ইহা অন্যায়"। সেই শক্তিনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত ও শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম্মই "কর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যদি মতানৈক্য থাকে, তাহা হইলে স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ঐ শক্তিই বলিয়া দেয় কোনটী গ্রাহ্য ও কোনটী অগ্রাহ্য। ঐ শক্তি যে কর্ম্মের অনুমোদন করেন না, তাহাই "বিকর্ম্ম" অর্থাৎ অকর্ত্তব্য। সাধারণ লোকে ইহা করিতেছে অতএব ইহাই কর্ত্তব্য, এবং সাধারণ লোকে ইহা করে না অতএব ইহা অকর্ত্তব্য, এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টান্তানুযায়ী

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করা গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ তামসী অনুকরণ ব্যতীত কিছুই নহে। "সকলেই করিতেছে অতএব আমিও না করিব কেন" এইরূপ কর্ম্মানুবৃত্তি এবং "সকলে করিতেছে না, আমিই বা করিব কেন" এইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধ লোকেরই শোভা পায়; ইহা বিবেকবান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে সকল বিষয়েই শাস্ত্র ও বিবেকের সাহায্য লইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করিতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। বিবেকসাহায্যে সেই বাক্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইবে ও স্থান, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ তাহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য তাহা স্থির করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

কেবল শাস্ত্রবাক্য হইলেই হইবে না, যুক্তিপূর্ণ বিচারদ্বারা সেই বাক্য গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, তাহা স্থির করিতে হইবে। ঐরূপ না করিয়া অযৌক্তিক বাক্যকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। যাহা বিচারসঙ্গত নহে, তাহা গ্রহণ করা মূঢ়ের কার্য্য। অতএব বিবেকানুমোদিত ও শাস্ত্রসঙ্গত কর্ত্তব্যই "কর্ম্ম" ও যাহা বিবেক ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে তাহাই "বিকর্ম্ম।"

এইবার দেখিতে হইতেছে অকর্ম্ম কি? যাহা কর্ম্ম হইয়াও কর্ম্ম নহে অর্থাৎ যাহার ফলোৎপত্তি হয় না তাহাই "অকর্ম্ম।" কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত নির্ম্মল অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মযোগিগণের দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় কর্ম্মই অকর্ম্ম। বীজের যদি আদৌ অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি না থাকে তাহা হইলে বীজ হইয়াও যেমন তাহা অবীজ, সেইরূপ যে সকল কর্ম্মের শুভাশুভ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্যরূপ গৌণফল কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যায় সেই সমস্ত কর্ম্মই "অকর্ম্ম।" কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না কেন? না, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা। নির্ম্মল

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥

[১৮ অন্বয়ঃ। যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম, অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ যুক্তঃ।]

ব্রাহ্মীস্থিতি যাঁহার হৃদয়স্থ, যিনি দেহাভিমানমুক্ত, ভোগাসক্তি যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি যে কর্ম্মই করুন সমস্তই "অকর্ম্ম।" ধান্যের বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, কিন্তু বলিতে পার সেটি কাহার গুণ? বীজ-ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল আছে এবং সেই তণ্ডুল তুষ নামক একটি আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন। এখন বল দেখি ঐ অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি তুষের গুণ কি তণ্ডুলের গুণ? তুষবর্জ্জিত তণ্ডুল ও তণ্ডুলবর্জ্জিত তুষ উভয়ই নিষ্ফল। যদি তণ্ডুলকে একবার তুষমুক্তকরতঃ পুনরায় সেই তুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বপন কর তাহা হইলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। কারণ যে আঠার দ্বারা তণ্ডুল ও তুষ যুক্ত ছিল তাহা নষ্ট হওয়াতে তুষ ও তণ্ডুলের যোগ ছিন্ন হইয়াছে। এখন ঐ অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য যেমন তুষ, তণ্ডুল ও ঐ উভয়ের যোগরক্ষক সেই আঠার প্রয়োজন, তদ্রূপ কর্ম্মের শুভাশুভ গৌণ ফলোৎপত্তির পক্ষে অহংজ্ঞানরূপী তণ্ডুল শরীরাভিমানরূপী তুষ ও ভোগাসক্তিরূপ আঠা, এই তিনের যোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এখন দেখ, যে অধ্যাত্ম-সাধক সাধনদ্বারা আপনাকে, এই শরীরাভিমানরূপ আবরণ হইতে পৃথক্ করিয়া আবরণের মধ্যে রহিয়াছেন মাত্র এবং যাহা হইতে ভোগাসক্তিরূপ আঠা শুষ্ক হইয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার কৃত কোন কর্ম্মের অঙ্কুর কি নির্গত হইতে পারে? তাঁহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই "অকর্ম্ম।"

১৮। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি মহাযোগী।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

[১৯। অন্বয়ঃ। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ।]
[২০। অন্বয়ঃ। নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা, কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি, ন এব কিঞ্চিৎ করোতি।]

কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সমস্ত কর্ম্মই অকর্ম্ম। যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, জগতের সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে একটি অপূর্ব্ব অচঞ্চলসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতেই আপনার স্থিতিরক্ষাকরতঃ সমস্ত কর্ম্মই ইন্দ্রিয়কৃত দেখেন, এবং "আমি কর্ম্ম করিব না" এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সঙ্কল্পসহ, ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে রুদ্ধ করিবার মিথ্যা অভিনয়কে সঙ্কল্পজনিত কর্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনিই কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্ম না করিবার বৃথা সঙ্কল্পে কর্ম্ম দর্শন করেন। "কর্ম্ম করিব না" এইরূপ সঙ্কল্পই যে কর্ম্ম।

১৯। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মারম্ভই কামনাময়-সঙ্কল্পবর্জ্জিত এবং জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার কর্ম্মসকল (ভর্জ্জিত বীজবৎ) দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানিজনসম্মত পণ্ডিত।

কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া, সেই অধ্যয়নকে মাত্র অর্থার্জ্জনের উপায়ে পরিণত করিলেই পণ্ডিত হয় না। যাঁহার জ্ঞান অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংশয়রহিত ও কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া সফলীকৃত, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

২০। যিনি ব্রহ্মতৃপ্ত ও শরীরাভিমানমুক্ত তিনি ফলাসক্তি পরিত্যাগকরতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না। সাধনদ্বারা যিনি স্থির

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

[২৩ অন্বয়ঃ। গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে।]

[২৪ অন্বয়ঃ। অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।]

[২৫ অন্বয়ঃ। অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি।]

২৩। যাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ নির্ম্মল জ্ঞানময়, এরূপ ভোগাসক্তিবর্জ্জিত, মুক্তহৃদয় যোগীর সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞময় (অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপূর্ণ), সে যজ্ঞকর্ম্মের পাপ বা পুণ্যরূপ ফলোৎপত্তি হয় না ; সুতরাং তাহা অকর্ম্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়।

২৪। ঘৃত ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম ; সুতরাং আহুতিও ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভেদমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ফল।

২৫। জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ ঘৃত, অগ্নি, সমিধ, কুশাদি দ্রব্যময় উপকরণদ্বারা দেবোদ্দেশে বহির্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার কেহ বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

[২৬ অন্বয়ঃ। অন্যে শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি।]

[২৭ অন্বয়ঃ। অপরে সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ, জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি।]

অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ যজ্ঞকে অর্থাৎ জীবাভিমানরূপ অহঙ্কারকে আহুতি দেন অর্থাৎ ব্রহ্মসত্বায় মগ্ন করিয়া ফেলেন।

২৬। কেহ কেহ কর্ণত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রিগণের কর্ম্মকে রুদ্ধ করেন। কেহ কেহ শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ মনকে জপাদিকর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিয়া বিষয়বিমুখ করেন, সুতরাং ইন্দ্রিয়বাহিত বিষয় সকল মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। উক্ত দুই প্রকার যজ্ঞই তপোযজ্ঞ।

২৭। কেহ কেহ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দান করেন।

এই যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ। অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে, আধ্যাত্মসাধনদ্বারা অন্তর্মুখীকরতঃ, মনের সঙ্কল্পবিকল্পরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ, প্রাণবায়ুর অন্তর্গমন ও বহির্গমন এবং কর্ণত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দস্পর্শাদি বিষয়গ্রহণ, এই তিন প্রকার চাঞ্চল্যকে এক অপূর্ব্ব অচঞ্চলভাবে পরিণত করেন। মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ঐক্যসাধনই আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি। পাছে কাহারও এই ভ্রম হয় যে, এই সংযমযোগ ও হটযোগ একই, সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯॥

[২৮ অন্বয়ঃ। দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাঃ তথা অপরে যোগযজ্ঞাঃ চ। সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ।]

[২৯।৩০ অন্বয়ঃ। তথা অপরে প্রাণম্ অপানে জুহ্বতি; অপানং প্রাণে, প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা। নিয়তাহারাঃ অপরে প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।]

ভগবান্ "জ্ঞানদীপিতে" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা প্রাণায়ামের কুম্ভকক্রিয়াদ্বারা আপনাতে একটা অজ্ঞান অবস্থা আনয়নরূপ অজ্ঞানসমাধি নহে, ইহা জ্ঞানসমাধি। যে সাধক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বেদান্তনির্দিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়াছেন, যাহার হৃদয় হইতে শরীরাভিমানরূপ জীবভ্রান্তি অপসৃতপ্রায়, যিনি একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মসত্বাকে আপনার আত্মরূপে দর্শন করিয়াছেন, পরম জ্ঞানদীপ্ত সংযমের ফলস্বরূপ শান্তিময় ব্রাহ্মীস্থিতিতে যাহার জীবভাব ডুবিয়া গিয়াছে এবং নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ স্থিরভাবে জ্বলিতেছে; সেই ব্রহ্মতৃপ্ত মহাসাধকই জ্ঞানসমাধিমগ্ন। এই সাধনে পৃথক্ প্রাণায়ামক্রিয়া করিতে হয় না, সাধনের সহিত আপনিই হইয়া যায়।

২৮। উক্ত প্রকারে কেহ দ্রব্যময় যজ্ঞ, কেহ তপোময় যজ্ঞ, কেহ যোগময় যজ্ঞ এবং দৃঢ় অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্রহ্মসাধকগণ বেদান্তনির্দিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞানলাভকরতঃ অপরোক্ষ সাধনদ্বারা সেই জ্ঞানকে সিদ্ধকরণরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

২৯।৩০। আবার বায়ুসাধকগণের মধ্যে কেহ কেহ অপান বায়ুতে

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥৩০॥

॥৩১॥ সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
॥৩২॥ নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩২॥

[৩১।৩২ অন্বয়ঃ। এতে সর্ব্বেঽপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ নাস্তি, অন্যঃ কুতঃ?]

প্রাণবায়ুর আহুতি দেন, কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ প্রাণাপান উভয় বায়ুকেই রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করেন। কোন কোন সংযমী প্রাণবায়ুকে প্রাণেই আহুতি দেন।]

৩১।৩২। এইরূপে সমস্ত যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞের শেষ ফল অমৃত পান করিয়া, সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকই নাই, অন্য লোকের কথা কি?

যজ্ঞবিৎ যাজ্ঞিক কে? যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভোগকামনা নহে, ভগবানই যজ্ঞের সর্ব্বস্ব এবং ভাগবতী গতিলাভই হৃদয়ের আন্তরিকী আকাঙ্ক্ষা। এইরূপে যিনি যজ্ঞক্রিয়া করেন, তিনিই পাপমুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে দ্রব্যযজ্ঞ হইতে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও জপাদিক্রিয়ারূপ তপোযজ্ঞে, তপোযজ্ঞ হইতে প্রাণায়ামক্রিয়া ও আসনমুদ্রাদিসাধনরূপ হঠযজ্ঞে, হঠযজ্ঞ হইতে পুরাণাদি জ্ঞানার্জ্জনরূপ শাস্ত্রযজ্ঞে, শাস্ত্রযজ্ঞ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানকর্ম্ম যোগরূপ জ্ঞানযজ্ঞে উপনীত হন। এই জ্ঞানযজ্ঞেরই অবশিষ্ট অমৃতফল, জীবভাবের সহিত ব্রহ্মানন্দের ঐক্যসাধন। ভাগবতীরতি অর্থাৎ ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী আসক্তি সতত রাখিয়া যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই যজ্ঞ। এইরূপ যজ্ঞ না করিয়া কেবল ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩৩॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৪॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৫॥

[৩৩ অন্বয়ঃ। ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ, তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি; এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।]

[৩৪ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; হে পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।]

[৩৫ অন্বয়ঃ। প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া তৎ বিদ্ধি; তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি।]

জন্য যাহা কিছু করা হয় সে সমস্তই অযজ্ঞ বা অপযজ্ঞ। ঐরূপ যজ্ঞহীন লোকের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও শান্তি নাই।

৩৩। বেদে এইরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মজাত অর্থাৎ শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা সম্পন্ন হয়। আত্মাদ্বারা কিছুই কৃত হয় না, আত্মা সদা মুক্ত, নিষ্ক্রিয় ও সাক্ষীস্বরূপে সমভাবে বিদ্যমান; এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পরিত্রাণ লাভ করিবে।

৩৪। হে শত্রুন্তপ অর্জ্জুন! দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহা জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়স্থ ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইয়া সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

৩৫। যে জ্ঞানের দ্বারায় সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়, সেই পরম জ্ঞানলাভের উপায় কি? জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর আবশ্যক। সেই

সদ্‌গুরু কি প্রকার এবং কি উপায়েই বা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন.—

জ্ঞানী (অর্থাৎ বেদান্তনির্দ্দিষ্ট সারতত্ত্ব, বিচারদ্বারা যাঁহার অধিগত হইয়াছে এবং ঐ তত্ত্বই যে যথার্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, ইহাতে যাঁহার কোন সংশয় নাই এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন) এবং তত্ত্বদর্শী (কেবল পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেই হইবে না, কারণ শাস্ত্রপারদর্শী ব্রহ্মবাক্যকুশল এমন বহু পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাঁহারা বিচারদ্বারা "ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়াছি" এইরূপ অভিমান করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরোক্ষজ্ঞান বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত, কারণ জ্ঞেয়বস্তুকে তাঁহারা কখনও দেখেন নাই ও তাহার আস্বাদ গ্রহণও করেন নাই। যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে সংসারাসক্তি তাঁহাদের অত প্রবলা থাকিবে কেন এবং সাধারণ বিষয়কীট মোহাচ্ছন্ন লোকের ন্যায়, কেবলমাত্র অর্থার্জ্জনে ও আত্মীয়পোষণেই বা নিযুক্ত থাকিবেন কেন ? তাহা হইলে সংসারের প্রতি নিশ্চয়ই বৈরাগ্য উপস্থিত হইত ও অধ্যাত্মসাধনে রত থাকিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদাসীনবৎ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা অপরোক্ষরূপে সিদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা দর্ব্বীবৎ। দর্ব্বী যেমন বহু রসকে আলোড়ন করে বটে কিন্তু কখনও তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, ইঁহারাও তদ্রূপ। ইঁহারাও ব্রহ্মরস লইয়া আলোচনা করেন বটে, কিন্তু কখনও সে রসকে আস্বাদন করেন না। ব্রহ্মবিষয়ে ইঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা অসিদ্ধ বা নিষ্ফল জ্ঞান মাত্র। সেইজন্যই ইঁহাদের মধ্যে নির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। যৎসামান্য যাহা কচিৎ দেখা যায়, তাহা সকামা ও সমলা। "জ্ঞানী" এই মাত্র বলিলে পাছে কেহ ঐরূপ বাক্‌সর্ব্বস্ব পণ্ডিতকে জ্ঞানী অর্থে গ্রহণ করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ পুনরায় "তত্ত্বদর্শী" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ

যাঁহারা অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা ভগবান্‌কে অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শন করিয়া সেই পরমানন্দময় ভাগবৎরসে পুষ্ট হইতেছেন এবং সেই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দের নিকটে সমস্ত বিষয়-ভোগরসকেই অতি তুচ্ছ বলিয়া যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে সেই অপরোক্ষ-জ্ঞানসম্পন্ন সাধকই "তত্ত্বদর্শী"। সদ্‌গুরু নির্ব্বাচনকরতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও সেবাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রশ্ন করিলেই অর্থাৎ আপনার সংশয়ের বিষয় জ্ঞাত করিলেই তিনি সেই পরম জ্ঞানের উপদেশ তোমাকে দান করিবেন।

যাঁহারা প্রকৃতই নিবৃত্তিপথের পথিক হইবার জন্য ইচ্ছুক অর্থাৎ এই সংসারের ভোগকামনাপেক্ষা ভাগবতীশান্তিলাভের জন্যই যাঁহাদের হৃদয় অধিক ব্যাকুল, তাঁহারা অনুসন্ধানকরতঃ ঐ রূপ "তত্ত্বদর্শী" সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিবেন ও তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণিপাত ও সেবা-দ্বারা সন্তুষ্টকরতঃ তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিবেন ও তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কেবলমাত্র পরিচর্য্যা করাই গুরু সেবা নহে, গুরুদত্ত উপদেশানুসারে আপনাকে প্রস্তুত করা ও গুরু বাক্যে স্থির বিশ্বাস রাখাই প্রধান গুরুসেবা। ইহাতে গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, অন্ত আর কিছুতেই নহে এবং ঐরূপ দৃঢ় ভক্তিমান্ শিষ্যই অধিক মাত্রায় গুরুপ্রসাদ ও আশীষলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই জন্যই শাস্ত্রে উপদেশ আছে যে সদ্‌গুরুদেবকে কখনও মনুষ্য জ্ঞান করিবে না, গুরুমূর্ত্তি ভগবানেরই সাকার বিকাশ; এই বিশ্বাস স্থির রাখিবে এবং তাঁহার বহিরাচরণসম্বন্ধে কখনও ভাল মন্দ বিচার করিবে না। স্বয়ং স্বল্পজ্ঞানী শিষ্য হইয়া, সেই মহাজ্ঞানের বাহ্যক্রিয়ার কি সমালোচনা করিবে? কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি সদ্‌গুরুদেব, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণান্তর্গত নহেন, তিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ। ঐ রূপ ব্রহ্মানন্দময় পুরুষ, যে জাতিই হউন না তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরু ও সর্ব্বপ্রণম্য।

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৬॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৭॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৮॥

[৩৬ অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন ভূতানি অশেষেণ আত্মনি অথঃ ময়ি দ্রক্ষ্যসি।]

[৩৭ অন্বয়ঃ। চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ অসি, জ্ঞান-প্লবেন এব সর্ব্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।]

[৩৮ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।]

৩৬। যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তোমার ঐরূপ 'আমার আমার' ভ্রান্তি থাকিবে না এবং অনন্ত প্রকারের যাবতীয় ভূতমূর্ত্তি তোমার আত্মাতে সুতরাং আমাতেই প্রতিষ্ঠিত দেখিবে; কারণ আমিই তোমার আত্মাস্বরূপ। (সপ্তম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

৩৭। যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অধিকতর পাপীও হও, তথাপি সদ্গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানরূপ তরণীযোগে, সেই পাপসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে।

৩৮। হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে। অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কোন কর্ম্মফলই অধ্যাত্মসাধককে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি আপনার নির্ম্মল সত্তাতে স্থির থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকৃত সমস্ত তরঙ্গোৎক্ষেপরূপ ভাবচাঞ্চল্য হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৯॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৪০॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪১॥

[৩৯ অন্বয়ঃ। ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে, কালেন স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ আত্মনি তৎ বিন্দতি।]

[৪০ অন্বয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে, জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।]

[৪১ অন্বয়ঃ। অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি, সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ, ন সুখম্।]

৩৯। এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র (নির্ম্মলকর) আর কিছুই নাই। সেই জ্ঞান, তদনুযায়ী কর্ম্মাচরণ ও অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা সিদ্ধ হইলে, সাধক আপনাতেই তাহার পবিত্রকারিণী মহাশক্তি বুঝিতে পারেন।

৪০। এই জ্ঞানলাভের অধিকারী কে এই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন।

সদ্‌গুরুবাক্যে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্যই যে সাধকের প্রধান কর্ম্ম, সেই সংযতমনা সাধকই ঐরূপ নির্ম্মল জ্ঞান লাভ-করতঃ শীঘ্র শান্তিপ্রাপ্তির অধিকারী হন।

৪১। সদ্‌গুরুতে এবং গুরূপদেশে কিরূপ নির্ভর করিতে হয়, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, গুরুবাক্যে বিশ্বাসহীন ও সন্দেহান্ধ-লোকে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহার উন্নতি তো হইবেই না,

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪২॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

[৪২ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয় ! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ।]

[৪৩ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ হে ভারত ! অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা আত্মনঃ যোগম্ আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ।]

অধিকন্তু তাহার অধঃপতনরূপ বিনাশপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ঐরূপ হতভাগ্যের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই ; তাহার হৃদয়ে শান্তিও নাই, সুখও নাই। (ইহজন্মে বা পরজন্মে কুত্রাপি সে মূঢ় শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে না ; তাহার জীবন মহাদুঃখময় হইবে)।

৪২। জ্ঞানের দ্বারা যে সাধকের সন্দেহান্ধকার নষ্ট হইয়াছে এবং জ্ঞানময়-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা, যিনি মন ও ইন্দ্রিয়কৃত যাবতীয় কর্ম্মকে আপনা হইতে পৃথক রাখিবার অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছেন ; এমন আত্মস্থিত সাধক কোন কর্ম্মফলেই আবদ্ধ হন না।

৪৩। অতএব হে অর্জ্জুন ! জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা তোমার অজ্ঞান-জাত সমস্ত সংশয়পাশকে ছিন্নকরতঃ অধ্যাত্ম-যোগাশ্রয়ে আপনাকে ক্রমে ক্রমে উন্নীত কর।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

[১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি; এতয়োঃ যৎ মে শ্রেয়ঃ, সুনিশ্চিতং তৎ একং ব্রূহি।]

[২ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবানুবাচ, সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তয়োঃ তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে।]

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মের ত্যাগ ও কর্ম্মের যোগ উভয়ই বলিলে, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বল।

২। ভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ম্মের ত্যাগ ও কর্ম্মের যোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ বটে, কিন্তু তথাপি কর্ম্মের ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মের যোগই শ্রেষ্ঠ।

ভগবানের একথার মর্ম্ম এই যে, অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ে প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞান লাভকরতঃ সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনকর্ম্মসহ বাহিরের কর্ত্তব্যপালনরূপ কর্ম্মও করিয়া যাইতে হইবে। কর্ত্তব্য কি, এবং কিরূপ জ্ঞানযোগের সহিত, তাহা পালন করিয়া চলিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ের ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, জ্ঞান-

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

[৩ অন্বয়ঃ। যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ ; হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ হি বন্ধাৎ সুখং প্রমুচ্যতে।]

কর্ম্মযোগী সাধকের হৃদয়ে, উৎকট বৈরাগ্যসহ প্রবলা ভাগবতী রতির স্রোতঃ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রবাহিত হইয়া সংসারভোগস্পৃহার বীজকে ভ.সাইয়া না দিতেছে, ভগবদ্ভাবে হৃদয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞা প্রজ্জ্বলিত থাকা হেতু ও নির্ম্মল ভাগবতানন্দের মাদকতার ঘোর এমন লাগিয়া রহিয়াছে যে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যনিরূপণ ও তাহার পালন অসাধ্যপ্রায় হইয়া না উঠিয়াছে এবং আপনাকে বহির্মুখী করিতে অত্যন্ত কাতরতা না আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করা উচিত নহে। অধিকারী না হইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ নিশ্চেষ্টভাবের মিথ্যা অভিনয় করিতে গেলে, বিপরীত ফলোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। সেই জন্যই ভগবানের অভিপ্রায় এই যে যদিও নিবৃত্তিপথের শেষফল সন্ন্যাসই বটে, এবং সন্ন্যাস ব্যতীত মুক্তি-লাভের সম্ভাবনাই নাই কিন্তু সেই সন্ন্যাসকে গ্রহণ করিয়াছি এই বৃথা অভিমান করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাস এই সাধনপথের স্বয়মাগত সুধাময় পরিণাম ও মহাযোগস্বরূপ ভগবদ্বিকাশমাত্র। জ্ঞানকর্ম্মযোগ করিতে করিতেই একদিন সন্ন্যাসী হইবে নিশ্চয়। এখন হইতে কর্ম্মত্যাগ করিতে যাইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিও না। জ্ঞানময় কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিতে থাক, ঐ কর্ম্মযোগের মধ্যেই সন্ন্যাস আছে।

৩। হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক ভোগসম্বন্ধীয় শুভলাভে স্পৃহামুক্ত অশুভাগমে বিদ্বেষরহিত, সুখে দুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য সেই সাধক সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসীরূপে বিরাজমান। তিনি অক্লেশেই কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ ইতি বালাঃ প্রবদন্তি পণ্ডিতাঃ ন; একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে।]

৪। বালকবৎ অজ্ঞান লোকেই বলে যে জ্ঞান ও যোগ পৃথক্, যথার্থ জ্ঞানবান্ লোকে তাহা বলে না। কারণ উভয়ের মধ্যে একটিতে পারদর্শী হইলেই উভয়ের ফলই আয়ত্ত হয়।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ "জ্ঞান ও যোগ একই" একথা বলিলেন কেন? সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই "জ্ঞান" ও কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই কি "যোগ" বলিলেন? তাহা হইলে সন্ন্যাস ও জ্ঞান এবং কর্ম্ম ও যোগ কি একই? নিশ্চয়ই এক। যতক্ষণ না তত্ত্ববিচারদ্বারা আপনাকে শরীরাভিমান হইতে মুক্ত ও আত্মারূপে জানিতে না পারা যায় ততক্ষণ জ্ঞানই স্থির নহে। শরীরাভিমান অপসৃত হইলে, কর্ম্মাভিমান কি প্রকারে দাঁড়াইবে? ইন্দ্রিয়গণ, মন ও চিত্ত ইহারাই ত কর্ম্ম করে, কিন্তু অহঙ্কার-রূপী অভিমান অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদিকৃত কর্ম্ম সকলকে আপনারই কৃত এবং এই শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে কৃশ বা স্থূল, যুবা বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা সুস্থ ইত্যাকারে গ্রহণকরতঃ কর্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া, ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তত্ত্ববিচার-দ্বারা যখন সমস্ত জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ অকর্ত্তা ও অপরিণামী আত্মারূপে আপনাকে বুঝিতে পারা যায়, তখনই শরীরাভিমানের সহিত যাবতীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যারূপে পরিত্যক্ত হয়, এই শরীরাভিমান ও কর্ত্তৃত্বাভিমান-ত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাস বা পূর্ণ ত্যাগ। তাহা হইলেই দেখ জ্ঞান ও সন্ন্যাস এক কি না? এখন দেখা যাউক, সন্ন্যাস বা জ্ঞান এবং কর্ম্ম বা যোগ এক

কি প্রকারে ? তত্ত্ববিচারদ্বারা ঐ যে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল, উহাতেই জ্ঞান পূর্ণ হইল না, কারণ তখনও উহার অপরোক্ষ সিদ্ধিরূপ স্বতঃসিদ্ধত্ব আইসে নাই। "আমি ইহা নহি" অর্থাৎ 'আমি শরীরের অতীত অন্য কিছু এবং তাহার নাম আত্মা" এবং বিচারদ্বারা দেখিতেছি, "আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যামাত্র" ইত্যাকার একটা দোলায়মান ধারণা আমাতে দাঁড়াইয়াছে মাত্র, কিন্তু পদে পদে মোহ আসিয়া সেই ভ্রান্ত অভিমানজালে আমাকে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ "আমি অমুক আমার এই সমস্ত" ইত্যাকার ভ্রম আমাতে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমি এইমাত্র বুঝিয়াছি যে "আমি ইহা নহি," কিন্তু আমি কি সে স্বরূপাবগতি সাক্ষাৎভাবে আমাতে স্ফুরিত হয় নাই। অধ্যাত্মসাধন ব্যতীত সে অপরোক্ষানুভূতি আমাতে উপস্থিত হইতেই পারে না। সাধনমার্গে ক্রমে ক্রমে আপনাকে উন্নীতকরতঃ যখন আত্মারূপী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারা যাইবে, তখনই কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বতঃসিদ্ধরূপে আমা হইতে খসিয়া পড়িবে। যতক্ষণ না বুঝিতেছি "আমি এই" ততক্ষণ "আমি ইহা নহি" এ ধারণা স্থির নহে। যতক্ষণ আমার স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রতীতি, সাধনরূপ অধ্যাত্মকর্ম্মদ্বারা আমাতে উপস্থিত না হইতেছে, ততক্ষণ সিদ্ধ জ্ঞান বা শরীরাভিমানত্যাগরূপ যথার্থ সন্ন্যাস আমাতে স্ফুরিত হইতেছে না। এখন দেখ এই অধ্যাত্ম সাধনও কর্ম্ম কি না, এবং এই সাধনকর্ম্মের শেষ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগ ও শরীরাভিমানত্যাগরূপ সন্ন্যাস এক কি না। তাহা হইলেই বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই চারিই এক। যিনি যথার্থ সন্ন্যাসী, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ; যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ যোগী এবং যিনি যথার্থ যোগী, তিনিই যথার্থ কর্ম্মী। ঐরূপ মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী সাধককেও প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শরীরেই থাকিয়া সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করিতে হইবে ; সুতরাং সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন মাত্র।

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

[৫ অন্বয়ঃ। সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে, যোগৈঃ অপি তৎ গম্যতে ; যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি।]

[৬ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো ! অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুং ; যোগযুক্তঃ মুনিঃ ব্রহ্ম ন চিরেণ অধিগচ্ছতি।]

[৭ অন্বয়ঃ। যোগযুক্তঃ, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্ব-ভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে।]

তাঁহার জ্ঞানও ব্রহ্মময়, কর্ম্মও ব্রহ্মময় ও যোগও ব্রহ্মময় এবং তাঁহার জ্ঞানের ফলও যাহা, কর্ম্মের ফলও তাহাই।

৫। জ্ঞানিগণের প্রাপ্তব্য স্থান (অর্থাৎ শান্তিময় পরম অবস্থা) ও যোগিগণের প্রাপ্তব্য স্থান একই। অতএব যিনি জ্ঞানকে ও যোগকে একই দেখেন অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ বা সন্ন্যাস ও কর্ম্ম, যাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে সমান তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

৬। হে অর্জ্জুন ! 'কর্ম্ম করিব না' এইরূপ সঙ্কল্পসহ বাহ্য সন্ন্যাসগ্রহণ বা নিশ্চেষ্টভাবালম্বনের বৃথা অভিনয় দুঃখময় হয়। আর যে 'স্থিরাত্মলক্ষ্য জ্ঞানকর্ম্মযোগী' অকর্ত্তারূপে সমস্ত কর্ত্তব্যপালন করিয়া যান, তিনিই মুনিপদ-বাচ্য ও শীঘ্রই ব্রাহ্মীগতি লাভ করেন সন্দেহ নাই।

৭। যে সাধক বিশুদ্ধাত্মা অর্থাৎ শরীরাভিমানরূপ মালিন্যমুক্ত, বিজিতাত্মা অর্থাৎ অধিকাংশ সময় আপনার অন্তর্মুখী স্থিতিরক্ষণে সক্ষম,

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

[৮।৯ অন্বয়ঃ। যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্, শৃণ্বন্, স্পৃশন্, জিঘ্রন্, অশ্নন্, গচ্ছন্, স্বপন্, শ্বসন্, প্রলপন্ বিসৃজন্, গৃহ্ণন্, উন্মিষন্, নিমিষন্, অপি, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্, 'কিঞ্চিৎ এব ন করোমি' ইতি মন্যেত।]

[১০ অন্বয়ঃ। যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন ন লিপ্যতে।]

জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়গণও নির্ম্মল অন্তর্দৃষ্টির সহিত জড়িত থাকিয়া নিবৃত্তিমুখী রহিয়াছে, যোগযুক্ত (আপনার অধ্যাত্মলক্ষ্য স্থির রাখিয়া যিনি সমস্ত কর্ম্ম করিবার অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছেন) এবং সর্ব্বভূতেই আত্মারূপী ভগবান্‌কে যিনি অবিচ্ছেদে বিদ্যমান দেখিতেছেন এরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সমস্ত কর্ম্মই করেন বটে; কিন্তু কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই।

৮।৯। ঐরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন, শ্বাস-প্রশ্বাসসম্পাদন, বাক্যকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মকে ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি-মাত্র জানিয়া, "আমি কিছুই করি না" এই জ্ঞানকে স্থির রাখেন।

১০। যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, ব্রহ্মে আপনার স্থিতি রক্ষা করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগানন্দের পরমা স্মৃতিকে সততই জাগ্রত রাখিয়া

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

[১১ অন্বয়ঃ। যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা, কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যাঃ, কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি আত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।]

[১২ অন্বয়ঃ। যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে।]

অনাসক্ত হৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া যান, পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন পত্রের সহিত লিপ্ত না হইয়া পৃথক্ থাকে, সেইরূপ তিনি শরীরস্থিত হইয়াও শরীরদ্বারা কৃত কর্ম্মজন্য পাপলিপ্ত হন না। (তিনি শরীর হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং পাপ বা পুণ্য কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না)।

১১। জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ জ্ঞানকে কর্ম্মের সহিত যুক্ত রাখিয়া, আপনার আত্মস্থিতি রক্ষার অভ্যাসকে দৃঢ় করিবার জন্য, অনাসক্তহৃদয়ে, কর্ত্তৃত্বাভিমানচ্যুত হইয়া শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম করেন মাত্র।

১২। যুক্ত সাধক অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত ও ব্রাহ্মীস্থিতি যাঁহার স্মৃতিমধ্যে সতত জাগরূক, এমন জ্ঞানকর্ম্মযোগী অনাসক্তহৃদয়ে কর্ম্ম করিয়া সাত্ত্বিকী শান্তি ভোগ করেন, আর ফলাসক্তচিত্ত অজ্ঞান লোকে কামনাপূর্ণ কর্ম্ম করিয়া অশান্তি ও বন্ধনকেই প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥

[১৩ অন্বয়ঃ। বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য নবদ্বারে পুরে ন কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্, সুখম্ আস্তে।]

১৩। আপনার অন্তর্লক্ষ্যকে সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার অভ্যাসে সিদ্ধপ্রায়, কিন্তু প্রারব্ধক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র, এমন জ্ঞানযোগী সাধক, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ-করতঃ এই নবদ্বারবিশিষ্ট (কর্ণরন্ধ্র দ্বয়, নাসারন্ধ্র দ্বয়, নেত্ররন্ধ্র দ্বয়, মুখ-বিবর, পায়ু ও উপস্থ) গৃহে বাস করেন। তিনি স্বয়ংও কিছুই করেন না বা অন্যের দ্বারাও করান না।

জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক এই শরীররূপ গৃহে বাস করিয়া আছেন মাত্র। গৃহের সহিত গৃহবাসী লোকের যেমন লিপ্তি থাকে না অর্থাৎ কেহই যেমন মনে করে না যে "আমি এই গৃহ", তদ্রূপ সেই জ্ঞানযোগী সাধকেরও এই শরীররূপ গৃহের সহিত কোন লিপ্তি থাকে না এবং "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তি না থাকা হেতু এই শরীরদ্বারা কৃত কোন কর্ম্মেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানও থাকিতে পারে না। তিনি আপনাকেও যেমন অকর্ত্তা দেখিতেছেন, অন্যকেও সেইরূপ অকর্ত্তা দেখেন, কারণ তাঁহার স্থির জ্ঞান এই যে, আত্মা সর্ব্বত্রই অকর্ত্তা ও সাক্ষীস্বরূপে সমভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু অজ্ঞান লোকে এই আত্মতত্ত্ব না জানা জন্য শরীরকেই আপনি জ্ঞান করিয়া, শরীরকৃত কর্ম্মসকল "আমিই করিতেছি" এই বিশ্বাসে বদ্ধ হয়, এবং এই শরীরকে ভোগ দিবার কামনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু গ্রহণকরতঃ এই সংসার কারাগারে নিরন্তর বিচরণ করে।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

[১৪ অন্বয়ঃ। প্রভুঃ, লোকস্য কর্ম্মাণি ন সৃজতি, কর্ত্তৃত্বং ন, কর্ম্মফল-সংযোগং ন, স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে।]

[১৫ অন্বয়ঃ। বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন সুকৃতং চ এব ন আদত্তে; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং, তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি।]

১৪। প্রভু (আত্মা) কাহারও কর্ত্তৃত্বাভিমান, কর্ম্মপ্রবৃত্তি কিম্বা কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ কিছুই সৃজন করেন না, স্বভাবই সকল করে।

আত্মা কিছুই করেন না, স্বভাবই করে। অজ্ঞান লোকের স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজভাব কি? নিজভাব "আমি এই শরীর।" ঐ দেহাভিমান হইতেই দেহদ্বারা কৃত কর্ম্মসকলে "আমি করিতেছি" ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হয়। ঐ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই প্রয়োজনের উৎপত্তি, প্রয়োজন হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি হয়।

১৫। বিভু (আত্মা) কাহারও পাপ বা পুণ্য কিছুরই দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই জীবগণ ভ্রমে পতিত হয়।

অহঙ্কাররূপী জীবাভিমান, "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য, যে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানকৃত কর্ম্মজাত কোন পাপ বা পুণ্যরূপ ফলই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাধার এবং নির্লিপ্ত অকর্ত্তা। এই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকা হেতুই ঐ জীবাভিমান "আমি এই শরীর" "শয়ন, গমন ও উপবেশনাদি আমিই করিতেছি.

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

[১৬ অন্বয়ঃ। আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তু অজ্ঞানং নাশিতং তেষাং তৎ জ্ঞানম্ আদিত্যবৎ তৎপরং প্রকাশয়তি।]

[১৭ অন্বয়ঃ। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎ-পরায়ণাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি।]

[১৮ অন্বয়ঃ। পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি হস্তিনি, শুনি, শ্বপাকে চ এব সমদর্শিনঃ।]

আমার এই সমস্ত আত্মীয়বর্গ ও ধনসম্পত্তি" "আমি কি প্রকারে ভোগপ্রাচুর্য্য প্রাপ্ত হইব" ইত্যাকার মোহজালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ও দুঃখভোগ করে। (৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।)

১৬। অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা যে ভাগ্যবানের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া যায় তাঁহার সেই জ্ঞান, সূর্য্য যেমন রাত্রির অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপে অবিদ্যার অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া সেই আত্মারূপী ভগবান্‌কে প্রকাশিত করে।

১৭। জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞানমালিন্য পরিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ সততই ভগবন্মুখী, সুতরাং নিজস্থিতিও দেহাভিমান-মুক্ত ও ভগবন্ময়, যাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানও ভগবদ্ভাব মিশ্রিত এবং ভগবানেই যাঁহাদের পূর্ণ নির্ভর; এরূপ যোগিগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১৮। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ (যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন অথচ গর্ব্বিত

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

[১৯ অন্বয়ঃ। যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ, হি ব্রহ্ম নির্দোষং সমং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ।]

নহেন, অতি নম্রস্বভাব) গো, হস্তী ও চণ্ডাল যাঁহার দৃষ্টিতে সমান (অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতির প্রতি যাঁহার লক্ষ্য নাই, সর্ব্বভূতস্থ আত্মাতেই যাঁহার অন্তর্লক্ষ্য স্থির রহিয়াছে, সুতরাং বৈষম্যরূপ ভেদবুদ্ধি যাঁহাতে স্থান পায় না) তিনিই পণ্ডিত।

১৯। যে যোগীর মন সাম্যেস্থিত (অর্থাৎ ভেদজ্ঞানমুক্ত) তিনি এই শরীরে থাকিয়াই সংসার-জয়ী, (অর্থাৎ সংসারের সুখ, দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না) কারণ ভেদরূপ দোষরহিত নির্ম্মল সমভাবই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে যে জাতীই হউক, সকলেরই স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেই সাম্যস্থিত যোগী হওয়া যায় না, এই সাম্যস্থিতিরক্ষা কঠিন-সাধ্য ব্যাপার, এবং নির্ম্মল অধ্যাত্মসাধনের শান্তিময় মহা পরিণাম। এই জগতের সমস্ত ভাবই অসম অর্থাৎ ভেদযুক্ত। ভেদরহিত কিছুই জগতে নাই। যেমন একগাছি কেশ, উহা কি ভেদমুক্ত ? না, উহাতেও ভেদ লক্ষিত হইতেছে। ভেদ তিন প্রকার; স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। যাহাতে জাতিগত ঐক্যও নাই, তাহাই বিজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতির সহিত ধাতু পাষাণাদির ভেদ। একজাতীয় হইলেও পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ, যেমন বৃক্ষজাতীয় হইয়াও আম্র, কাঁটাল, নারিকেল ইত্যাদি। আর একটি বস্তুর মধ্যেই যে সকল ভাবপার্থক্য রহিয়াছে তাহাই স্বগত ভেদ, যেমন একগাছি কেশ, উহাতেও স্বগত ভেদ অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য, স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, ও বর্ণাদি ভাবপার্থক্য লক্ষিত হইতেছে।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

[২০ অন্বয়ঃ। ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ, প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন চ উদ্বিজেৎ।]

বহির্দৃষ্টিতে উহা একটি পদার্থ হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা এক নহে, কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র। যাহাতে দ্বিতীয় কোন ভাবই লক্ষিত হয় না, তাহাই যথার্থ এক। ঐ এক জগতে নাই, জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই কতকগুলি ভাবের সমষ্টি মাত্র। দ্বিতীয় কোন ভাবই যাহাতে নাই, তাহা জগতের অতীত, একং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বা আত্মা। জগতের সমস্ত একই সদ্বিতীয়ং একং, আর ব্রহ্মই অদ্বিতীয়ং একং। ঐ একই সমস্ত জগতের আত্মারূপে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জগতের যাবতীয় চঞ্চলভাবই ঐ অচঞ্চল সাম্যসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সাম্যসূত্রকে গ্রহণ করিতে মহাসাধনের প্রয়োজন। জ্ঞানযোগী মহাসাধক যখন উচ্চতম অধ্যাত্ম-সাধনদ্বারা আপনাকে ঐ সমভাবে সংযুক্ত করিতে পারেন তখনই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত পরমানন্দে মগ্ন হন। ঐ সাম্যে স্থিতিজনিত পরমানন্দের স্মৃতি সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে এমন গভীরভাবে বসিয়া যায় যে, অন্য কর্মে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহাদের সেই স্মৃতি অধিকাংশ সময় জাগ্রত থাকে, এবং সেই অপূর্ব্ব সমভাবই যে আপনার স্বরূপ তাহাতে আর বিস্মৃতি উপস্থিত হইতে পারে না।

২০। শরীরাভিমানমুক্ত, অচঞ্চলবুদ্ধি, ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত, ব্রহ্মজ্ঞ সাধক, প্রিয়প্রাপ্তিতে আনন্দে কিম্বা অশুভাগমে দুঃখে চঞ্চল হইয়া স্বীয় লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন না।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥

[২১ অন্বয়ঃ । বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি, সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে ।]

[২২ অন্বয়ঃ । হে কৌন্তেয় ! যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ তে আদ্যন্তবন্তঃ দুঃখযোনয়ঃ এব । বুধঃ তেষু ন রমতে ।]

[২৩ অন্বয়ঃ । যঃ ইহ এব শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্, কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং শক্নোতি ; সঃ যুক্তঃ ; সঃ নরঃ সুখী ।]

২১ । ঐরূপ ব্রহ্মযোগমগ্ন সাধক, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগসুখের মোহে আচ্ছন্ন হন না ; কারণ তাঁহারা আপনাতেই যে শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন তাহা অপূর্ব্ব অক্ষয় ।

২২ । বিষয়ভোগজনিত যে সুখ তাহার পরিণাম দুঃখময়, এবং তাহাদের যেমন আরম্ভ, অমনি শেষ, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী ; জ্ঞানিগণ ঐ অকিঞ্চিৎকর সুখে মুগ্ধ হন না ।

২৩ । এই শরীরধারণরূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণলাভের পূর্ব্বে, যে সাধক কামক্রোধের বেগকে সহ্য করিবার অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি যথার্থ যোগযুক্ত সাধক, এবং তিনিই সুখী ।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

[২৪ অন্বয়ঃ। যঃ অন্তরারামঃ, অন্তঃসুখঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব সঃ ব্রহ্মভূতঃ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি।]

[২৫ অন্বয়ঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ, ছিন্নদ্বৈধাঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ যতাত্মানঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে।]

[২৬ অন্বয়ঃ। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাং ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অভিতো বর্ত্ততে।]

২৪। যাঁহার সুখ অন্তর্মুখী, আরাম অন্তর্মুখী ও প্রকাশ অন্তর্মুখী এইরূপ ব্রহ্মভাবপূর্ণ যোগীই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

২৫। দেহাভিমানরূপ মালিন্যমুক্ত, সংশয়রহিত, স্থিরান্তর্লক্ষ্য ও সর্ব্বভূতে সুহৃদ্ভাবাপন্ন ঋষিগণই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

২৬। কামক্রোধমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ যোগিগণ এই শরীরে থাকিয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ ভোগ করেন এবং শরীর ত্যাগের পরে যে ঐ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি ?

পর পর উক্ত তিনটি শ্লোকেই ভগবান্ 'ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভের কথা বলিলেনও আবার শেষের শ্লোকটিতে, যখন এই শরীরে থাকিয়াই, তাহার ভোগ হয় বলিতেছেন, তখন এ নির্ব্বাণ জিনিষটা কি ? ইহা উচ্চতম সাধনাবস্থায় প্রাপ্য, একটি শান্তিপূর্ণ পরমানন্দময় আত্মভাব। অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

[২৭।২৮ অন্বয়ঃ। বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা, চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব, নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ সঃ সদা মুক্তঃ এব।]

অন্তর্মুখীকরতঃ আপনাকে এক অপূর্ব্ব অচঞ্চল সমভাবে স্থাপিত করাও যা, এই ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভও তাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ লইয়াই জগৎ, এবং আমাদের জ্ঞানও ঐ বিষয়পঞ্চ লইয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঐ বিষয়পঞ্চও চঞ্চল, আমাদের জ্ঞানও চঞ্চল। এই জ্ঞানকে অচঞ্চলভাবে পরিণত করিতে হইলে, সমস্ত চঞ্চলভাবই যে, এক অপূর্ব্ব অচঞ্চল-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, সেই সমরূপী ব্রহ্মে বা আত্মাতে, ইহাকে স্পর্শ করাইতে হইবে এবং সেই ব্রহ্মসংস্পর্শই নির্ব্বাণ বা শান্তি। ইহা অজ্ঞান অবস্থা নহে, জ্ঞানেরই এক পরমানন্দপূর্ণ শান্তিময় পরিণাম। সমরূপী শান্তিশীতল চিদানন্দকে স্পর্শকরিবামাত্রেই, এই অহং, ত্বং ও তৎ-রূপ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত জ্ঞানাগ্নির তরঙ্গময়ী বহুমুখী শিখা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া, এক অদ্ভুত আনন্দপূর্ণ শান্তিময়ী প্রভায় পরিণত হয়। ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ অমৃত। সাধক এই শরীরে থাকিয়াই এই পরম নির্ম্মল যোগানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

২৭।২৮। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া, প্রাণবায়ুর ক্রিয়াকে অতি ধীরগতিকরতঃ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া ভগবন্মুখী করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি একাকারে পরিণত হইয়া যে সংযমরূপ যোগ প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থায় যোগীর যোগানন্দমহোদয়ে, কামনা, ভয় বা

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

[২৯ অন্বয়ঃ। মাং যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং, সর্ব্বলোকমহেশ্বরং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি।]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মসংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোধাদি কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অবস্থাকে যে মোক্ষপরায়ণ যোগী হৃদয়স্থ করিয়া সাধন করেন, তিনি সতত মুক্ত রহিয়াছেন।

সাধককে মোক্ষপরায়ণ হইতে হইবে। অন্তর ভোগপরায়ণ থাকিলে, সাধন করিলেও ফল হইবে না। সেই জন্যই ভগবান্ "মোক্ষপরায়ণঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অশান্তিপূর্ণ জ্বালাময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে, ভাগবতী-শান্তিলাভের জন্য হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হয় না, এবং সেই বৈরাগ্যপূর্ণ প্রাণের ব্যাকুলতাসহ সাধন না করিলে, অর্থাৎ সখের সাধন করিলে সাধনের যথার্থ ফল কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

২৯। আমাকে উক্ত প্রকার জ্ঞানযজ্ঞ ও জ্ঞানতপস্যার পালক, সর্ব্বভূতেশ্বর ও সর্ব্বসুহৃদ্রূপে অবগত হইয়া শান্তিলাভ করেন।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি ; স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ; ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ।]

[২ অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব ! যং সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি, হি অসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি।]

১। কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, যিনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান মাত্র, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী ; নতুবা অগ্নি স্পর্শ না করিয়া বাহিরে কর্ম্মত্যাগ দেখাইলেই সন্ন্যাসী হয় না।

২। যাহাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাহাই যোগ, এই তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা কর। দেখ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পরূপ তরঙ্গ পরিত্যক্ত না হয় ততক্ষণ যোগ (জীবভাবের সহিত আত্মভাবের মিলন) হইতেই পারে না।

মনের চাঞ্চল্যরূপ ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে সে অচঞ্চল পরমভাব আসিতেই পারে না, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে ত্যাগ সেই মুহূর্ত্তেই যোগ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

[৩ অন্বয়ঃ। আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগং কর্ম্মকারণম্ উচ্যতে, যোগারূঢ়স্য তস্য শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে।]

৩। জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির যোগের অর্থাৎ নিবৃত্তিমুখী বৈরাগ্যমূলা শুভ ইচ্ছার উদয়, সদ্‌গুরুলাভ ও সেই সদ্‌গুরুদেবপ্রদত্ত উপদেশদ্বারা জ্ঞানলাভকরতঃ তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে আপনাকে উন্নীত করণরূপ মঙ্গলময় সংযোগের কারণ কর্ম্ম, (প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান) এবং যোগারূঢ় মুনির, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চল পরমভাবে অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, সেই যোগারূঢ় অবস্থাগত সাধকের, সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস বা শান্তিই কারণ।

যোগে আরোহণেচ্ছু সাধককেও ভগবান্ মুনিশব্দে অভিহিত করিলেন, এবং কর্ম্মকেই তাঁহার শুভ যোগলাভের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সৎকর্ম্ম ও সৎসঙ্গের ফলেই বৈরাগ্যমূলা নিবৃত্তিমুখী শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, অর্থাৎ ত্রিতাপতপ্ত সংসারের জ্বালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, শান্তিময়ের ক্রোড়ে উঠিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তখন আপনা হইতেই প্রাণের এমন একটা ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কিছুই ভাল লাগে না; কেবল ভগবানের দিকেই হৃদয়ের গতিস্রোতঃ প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে। পূর্ব্বজীবনের সৎসঙ্গ ও সাধুসেবার ফলে, সদ্‌গুরুলাভেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; সেই শুভকর্ম্মযোগই সদ্‌গুরুর সহিত মিলিত করিয়া দেয়, এবং গুরুভক্তি ও গুরুসেবাদ্বারা গুরুদত্ত জ্ঞানঃ প্রসাদলাভ ও তৎপ্রদর্শিত সাধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার শুভসংযোগ প্রদান

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

[৪ অন্বয়ঃ। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু চ ন অনুষজ্জতে, সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।]

করে। ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি অনাসক্তি সংসারের প্রতি ঔদাসিন্য ও ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি না আসিলে, অধ্যাত্মসাধনপথে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। কিন্তু এগুলি সমস্তই পূর্ব্বজীবনের শুভকর্ম্মের ফলব্যতীত্ত কিছুই নহে। আবার উক্ত নিবৃত্তিপথের সাধনাদি ব্যাপারও সমস্তই কর্ম্ম। তাহা হইলেই দেখ, যোগারোহণেচ্ছু মুনির ঐরূপ যে সমস্ত শুভ সংযোগঘটন, তাহার কারণ কর্ম্ম কি না! ভোগসুখের প্রতি অনাসক্তি, সংসারের প্রতি ঔদাসিন্য, ভাগবতীরতির স্ফুরণ, সদ্‌গুরুলাভ, এবং সাধনাদি সমস্তই যে কর্ম্মরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ইহাতে আর সংশয় কি?

আবার যখন যোগারূঢ় হইলেন, অর্থাৎ সাধনপথে ক্রমে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগ যে কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তখন সঙ্কল্পত্যাগরূপ সন্ন্যাস, বা ব্রাহ্মীশান্তিই তাহার কারণস্বরূপ হয়। সেই শান্তিসুখের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত থাকে ও কখন পুনরায় সেই শান্তিসুখ লাভ করিব, এই সাত্ত্বিকীস্পৃহা ক্রমেই বলবতী হইয়া, সাধককে পুনঃ পুনঃ সেই শান্তিসুখের দিকে আকৃষ্ট করে। সেইজন্যই ভগবান্ সঙ্কল্পত্যাগরূপ সংন্যাস বা শান্তিকেই যোগারূঢ় অবস্থালাভের কারণস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

৪। যখন ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকলের সহিত ও শরীরের কৃত কর্ম্মের সহিত লিপ্তি থাকে না এবং মনেরও সঙ্কল্পরূপ চাঞ্চল্য পরিত্যক্ত হয়, তখনই যোগারূঢ় অবস্থা বলা যায়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

[৫ অন্বয়ঃ। আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ, আত্মানং ন অবসাদয়েৎ ; হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ।]

[৬ অন্বয়ঃ। যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ তস্য আত্মনঃ আত্মা বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু আত্মা শত্রুবৎ এব শত্রুত্বে বর্ত্ততে।]

৫। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা আপনাকে উদ্ধার (অর্থাৎ শরীরাভিমান হইতে মুক্ত) করিতে হইবে; আপনাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না (অর্থাৎ সাধনের ফল যেন সাত্ত্বিকী থাকে, তামসী না হয়। নিরুৎসাহ আলস্য ও বিষণ্ণতাদিযুক্ত যে এক প্রকার জড়ভাব সাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাধককে ক্রমে সকল বিষয়েই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, পাছে সেই সর্ব্বনাশী তমোভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাবধান করিতেছেন যে, দেখিও যেন অবসাদরূপ তামসী-ভাবগ্রস্ত হইও না; তাহা হইলে কিছুই করিতে পারিবে না সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে) নিশ্চয় জানিও আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু

৬। যিনি আপনি আপনাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্ম্মুখীকরতঃ ভোগস্পৃহাকে বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বনকরতঃ অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতেছেন, সেই আত্মতৃপ্ত সাধক আপনিই আপনার বন্ধু; আর যে ব্যক্তি তাহা পারেন নাই (অর্থাৎ যে বিষয়মুগ্ধ মূঢ়-ব্যক্তি ভোগ-স্পৃহার কুহকে পড়িয়া, কেবলমাত্র 'আমার আমার' এই ভ্রান্তিজালে আপনাকে অনবরত জড়িত করিতেছে এবং দুর্নিবার্য্য বিষয়ভোগতৃষ্ণাকে

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

[অন্বয়ঃ। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরম্ আত্মা, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ।]

[৮ অন্বয়ঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমালোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।]

ভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, অবিচ্ছিন্না গতিতে যে প্রকারেই হউক কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই অমূল্য আয়ুকাল অপব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছে ; কিম্বা যে ব্যক্তি সাধনপথে প্রবিষ্ট হইয়াও আপনাকে তমোভাবাক্রান্ত হইতে দিয়া অবসন্নহৃদয়ে কি সাধনকর্ত্তব্য, কি অন্যান্য কর্ত্তব্য, সকল বিষয়েই আপনাকে অক্ষম করিয়া অধোগতি লাভ করিতেছে) সে ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু।

৭। প্রশান্তহৃদয় জিতাত্মা (অর্থাৎ যিনি আপনাকে উক্তপ্রকার সাত্ত্বিকী শান্তিপূর্ণ সংযত ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন সেই শান্তহৃদয় যোগী) শীতোষ্ণাদিরূপ সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে, কিম্বা মান ও অপমানরূপভ্রান্তিপূর্ণ ঘাতপ্রতিঘাতে, আপনার পরম আত্মভাবকে স্থির রাখিতে সক্ষম।

৮। জ্ঞান (বিচারদ্বারা অর্জ্জিত পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (সাধন-দ্বারা অসংশয়িতরূপে হৃদগত স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা যিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সংযত, সামান্য একখণ্ড প্রস্তরকে ও কাঞ্চনকে যিনি সমান দেখেন, এবং কূটস্থভাব (সাম্যস্থিত অচঞ্চল আত্মভাব) যাঁহার হৃদয়ে প্রায়ই জাগ্রত রহিয়াছে, তিনিই যুক্ত যোগী।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

[অন্বয়ঃ। সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু অপি পাপেষু চ সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে।]

৯। সুহৃৎ (স্নেহবান্ বটেন, কিন্তু সৎ বিষয় ব্যতীত যিনি অসৎ বিষয়ে সাহায্য করেন না) মিত্র (যিনি সৎ বা অসৎ সকল ব্যাপারেই মিলিত হইয়া সাহায্য করেন) অরি (শত্রু) উদাসীন (যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন) মধ্যস্থ (বিবদমান পক্ষদ্বয়কে শান্ত করিয়া যিনি বিবাদ মিটাইয়া দেন) দ্বেষ্য (অসচ্চরিত্রজন্য ঘৃণাযোগ্য) বন্ধু (জ্ঞাত্যাদি আত্মীয়বর্গ) সাধু (ভক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানী) ও পাপী, এই সকলে যিনি সমদর্শী তিনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

জ্ঞানযোগী সাধকগণের মধ্যে অধিকাংশ সাধকই প্রায় এইরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন যে, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বৈরাগ্যবান্ সাধকের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট, যাঁহারা সাধক নহেন বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র ও হৃদয়বান্ তাঁহাদের প্রতি অর্দ্ধসন্তুষ্ট এবং যাহারা আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন ও অসচ্চরিত্র তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যদিও এইরূপ ভাবই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বটে, তথাপি অধ্যাত্মপথের উচ্চতম সীমায় উপনীত মহাসাধকের ভাব আরও উন্নত। সেই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, যে সাধকের উক্তপ্রকার বৈষম্য ভাবও নাই, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বহির্লক্ষ্য না থাকা হেতু, কিম্বা থাকিলেও, এ সকলই প্রকৃতির লীলা, আত্মার সহিত এ সকল বৈষম্যের কোন সম্বন্ধই নাই, এক আত্মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইত্যাকার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে সতত জাগ্রত থাকা হেতু, সকলের প্রতি যিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

[১০ অন্বয়ঃ। রহসি স্থিতঃ যোগী সততম্ একাকী, যতচিত্তাত্মা, নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ আত্মানং যুঞ্জীত।]

[১১।১২ অন্বয়ঃ। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যোগী) শুচৌ দেশে ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচম্ আত্মনঃ চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য, তত্র আসনে স্থিরম্ উপবিশ্য ; আত্মবিশুদ্ধয়ে মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যুঞ্জ্যাৎ।]

১০। অধ্যাত্ম যোগী বাধাবর্জ্জিত স্থানে আসনকরতঃ, অসাধক সঙ্গ ও বিষয়ভোগবাসনা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া সংযতান্তঃকরণে অধ্যাত্ম-সাধনে নিযুক্ত হইবেন।

১১।১২। সংযতান্তঃকরণ যোগী পবিত্র স্থানে (অর্থাৎ যে স্থানে দুর্গন্ধ বা আবর্জ্জনাদি না থাকিবে এরূপ পরিচ্ছন্ন স্থানে) প্রথমে কুশ, তাহার উপরে মৃগচর্ম্ম ও তাহার উপরে একখণ্ড চেলির বস্ত্র পাতিয়া আপনার যোগাসন প্রস্তুত করিবে, এবং সেই আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রবাহকে অন্তর্মুখীকরতঃ, ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে একের দিকে (অর্থাৎ যে ওঁমুক্ত অচঞ্চল সমসূত্রে সমস্ত জাগতিক চঞ্চল ভাবই গ্রথিত রহিয়াছে সেই শান্তিময় ব্রহ্মের দিকে) অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিবে। এই অধ্যাত্ম-সাধন-দ্বারা আত্মবিশুদ্ধি (অর্থাৎ জীবাভিমানরাহিত্য) উপস্থিত হইবে।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

[১৩।১৪ অন্বয়ঃ।- কায়-শিরঃ-গ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্ স্থিরঃ স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য, দিশঃ চ অনবলোকয়ন, প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্ম-চারিব্রতে স্থিতঃ (যোগী) মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত।]

[১৫ অন্বয়ঃ। নিয়তমানসঃ যোগী সদা আত্মানাং এবং যুঞ্জন্ নির্ব্বাণ-পরমাং মৎসংস্থাং শান্তিং অধিগচ্ছতি।]

১৩।১৪। শরীর, গ্রীবা ও মস্তক ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া নিজ নাসাগ্র-সূত্রে একরূপে দৃষ্টি স্থির রাখিবে, যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়। তাহার পর, ভয়মুক্ত প্রশান্তহৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্যব্রত (ব্রহ্মভাবে আপনাকে পূর্ণ করিবার সাধনযোগ) অবলম্বনকরতঃ আমাতে (অর্থাৎ সমভাবে স্থিত আত্মস্বরূপে) অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অচঞ্চল ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলেই, যুক্ত সাধনদ্বারা আমিময় হইয়া যাইবে।

১৫। সংযতমনা সাধক, এইরূপে সাধন করিতে করিতে, আমাতে স্থিতিরূপা নির্ব্বাণরূপ পরমা শান্তিভোগের অধিকারী হইবে।

উক্ত কয়টী শ্লোকে ভগবান্ সাধনবিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম যে কি, সদ্গুরুকৃপা ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। স্বকৃত অনুমানদ্বারা, কিম্বা কোন অনভিজ্ঞ লোকের উপদেশানুসারে ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া, কোন মতেই উচিত নহে। এ ব্রহ্মসাধন অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। আবার যে মহাত্মাগণ এই সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারা সহজে

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

[১৬ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! অতি-অশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি; একান্তং অনশ্নতঃ চ ন, অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন, জাগ্রতঃ এব চ ন।]

[১৭ অন্বয়ঃ। যুক্ত-আহার-বিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য; যুক্ত-স্বপ্ন অববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি।

এই অপূর্ব্ব বিদ্যা কাহাকেও দান করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ, নিতান্ত ভক্তিমান্ ও গুরুসেবাপরায়ণ উপযুক্ত আধার পাইলে অতি সাবধানে ইহা দান করেন। এ অপূর্ব্ব ব্রহ্মসাধন অতি গুপ্তধন এবং একাল পর্য্যন্ত মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা আসন, মুদ্রাদি-অভ্যাস প্রাণায়ামক্রিয়া, জপাদিকরণ কিম্বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে চক্রে চক্রে উত্তোলন-রূপ ষট্‌চক্রভেদদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা পঞ্চ মকার সাধনও নহে; ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগ এবং হৃদয়ের অতি গুপ্ত ধন। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত ইহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। সেই জন্যই ভগবান্ পূর্ব্বেই চতুর্থাধ্যায়ে সদ্‌গুরুলাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং এই অধ্যায়ে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা সদ্‌গুরু ব্যতীত কে বুঝাইয়া দিবে। সদ্‌গুরু লাভকরতঃ তৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে এ পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ কুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

১৬। হে অর্জ্জুন! সাবধান; এই যোগসাধন অভ্যাস, পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিলে হয় না; অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিলেও হয় না। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, তাহার হয় না; আবার যাহার নিদ্রা প্রয়োজনরূপ হয় না, তাহারও হয় না।

১৭। যাহার আহারবিহার পরিমিত, যিনি উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

[১৮ অন্বয়ঃ। যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ, তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।]

[১৯ অন্বয়ঃ। যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে, আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।]

[২০ অন্বয়ঃ। যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে ; যত্র চ এব আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি।]

পরিশ্রম করেন, নিদ্রাও যাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নহে, তাঁহারই সাধনাভ্যাস সুখজনক ও সফল।

১৮। অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ, যখন ভোগকামনা হইতে বিমুখ হইয়া আত্মানন্দে মগ্ন হয়, তখনই সাধক ব্রহ্মে যুক্ত।

১৯। অধ্যাত্মসাধনদ্বারা সংযতহৃদয় যোগীর অন্তর্ভাব বা আত্মস্থিতি ঠিক যেন নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখা।

২০। ঐরূপ সাধনদ্বারা, চিত্তবৃত্তি যখন অচঞ্চলা শান্তিলাভ করে, তখন আত্মসাধনদ্বারা আপনাকে স্বরূপস্থ দেখিয়া পরম শান্তিময়ী তৃপ্তির উদয় হয়।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥
তং বিদ্যাদ্‌দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

[২১ অন্বয়ঃ । যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যম্‌ অতীন্দ্রিয়ম্‌ আত্যন্তিকং যৎ সুখং তং বেত্তি ; (যস্মিন্‌) স্থিতঃ অয়ং তত্ত্বতঃ ন চ এব চলতি ।]

[২২ অন্বয়ঃ । যং লব্ধ্বা অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে ; যস্মিন্‌ স্থিতঃ গুরুণাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে ।]

[২৩ অন্বয়ঃ । তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ । অনির্ব্বিণ্ণচেতসা সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ ।]

---

২১ । যে অবস্থায় যোগী, ইন্দ্রিয়ের অতীত, নির্ম্মলা বুদ্ধিমাত্রগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে কি, তাহা বুঝিতে পারে এবং যে আত্মস্থিতি হইতে বিচলিত হইতে চাহে না ।

২২ । যে আত্মানন্দলাভ হইলে, অন্য কোন লাভকেই তাহার অধিক বলিয়া জ্ঞান হয় না, গুরুতর দুঃখও অর্থাৎ পুত্রপত্নীবিয়োগাদিরূপ দুঃখের মহা কারণসকলও যে অবস্থাকে চঞ্চল করিতে পারে না ।

২৩ । একেবারে দুঃখের সম্বন্ধবর্জ্জিত ঐ যোগাবস্থাকে বুঝিবার জন্য, উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে যোগসাধনে রত হওয়া, প্রত্যেক বিবেকবান্‌ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য ।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

[২৪ অন্বয়ঃ। সংকল্পপ্রভাবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য।]

[২৫ অন্বয়ঃ। ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ, মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ।]

২৪। মনের সঙ্কল্পপ্রসূত কামনাসকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া (কারণ ভোগাসক্তি প্রবলা থাকিলে, এ নিবৃত্তিপথের সাধনদ্বারাও বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই) মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়বিমুখ করিতে হইবে অর্থাৎ মনকে ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়গণকেও তন্মুখী হইতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বহন করে মাত্র, মনই বিষয় সকলের গ্রহণ কর্ত্তা। সুতরাং মন গ্রহণ না করিলে ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়।

২৫। ধারণাশক্তিযুক্তা বুদ্ধির সাহায্যে ধীরে ধীরে উপরমের দিকে, অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অচঞ্চলা শান্তির দিকে, অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার পর মনকে আত্মস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যোগস্থ করিতে পারিলেই সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ প্রশমিত হইবে।

হৃদয় বৈরাগ্যপূর্ণ, মন অন্তর্মুখী, সুতরাং তৎসহ ইন্দ্রিয়গণও অন্তর্মুখী, ব্রহ্মধারণাময়ী বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে অচঞ্চলা শান্তিতে পরিণতা; সমস্ত জগদ্ব্যাপই ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিয়াছে; এরূপ অবস্থায় আর কি চিন্তাতরঙ্গ বিদ্যমান থাকিবে? কিছুই না। এই চিন্তারহিত পরমাবস্থাই চিন্তামণিসংস্পর্শরূপ সুধাময় যোগ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

[২৬ অন্বয়ঃ । চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি, ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ ।]

[২৭ অন্বয়ঃ । প্রশান্তমনসং, শান্তরজসম্, অকল্মষম্ ব্রহ্মভূতম্ এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখম্ উপৈতি হি ।]

[২৮ অন্বয়ঃ । বিগতকল্মষঃ যোগী সদা আত্মানম্ এবং যুঞ্জন্, ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখং সুখেন অশ্নুতে ।]

২৬। অস্থির মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মুহুর্মুহুঃ পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। সুতরাং সাধনকালেও মন, উপরমের দিকে সহজে যাইতে চাহিবে না। সামান্য শৈথিল্য পাইলেই, আপনার বিচরণ ক্ষেত্র বিষয়পঙ্কে লম্ফ দিয়া পড়িবেই পড়িবে; সুতরাং সাধককে উহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, ভগবান্ এই শ্লোকে তাহাই উপদেশ করিতেছেন।

চঞ্চল মন যেখানেই যাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সাধনপথে চালিত করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতেই মন স্থির হইয়া বশে আসিবে।

২৭। সংযতমনা, রজোভাবমুক্ত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত-সাধক সর্ব্বোত্তম আনন্দের অধিকারী হন।

২৮। মালিন্যরহিত অর্থাৎ জীবাভিমানমুক্ত সাধক, এইরূপে সাধন

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

[২৯ অন্বয়ঃ। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ যোগযুক্তাত্মা আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে।]

[৩০ অন্বয়ঃ। যঃ সর্ব্বত্র মাং পশ্যতি, সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি।]

করিতে করিতে, অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

২৯। সর্ব্বত্রে সমদর্শী অর্থাৎ যিনি সমস্ত জাগতিক পদার্থেই সমরূপী, এক অখণ্ড আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্তযোগী, সর্ব্বভূতেই আপনাকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে এবং আপনাতেই অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন।

উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড যেমন অগ্নিময় হইয়া অগ্নিগোলকে পরিণত হয়, সাম্যস্থিতযুক্ত যোগীর জীবাভিমানমুক্ত আত্মস্বরূপও তদ্রূপে ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। তখন কোথায় বা 'আমি'—জ্ঞান, কোথায় বা 'তুমি'—জ্ঞান, আর কোথায় বা 'জগৎ'-জ্ঞান? সমস্ত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, এক ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া একাকার ধারণ করিয়াছে সুতরাং তখন সর্ব্বভূতই আত্মময় এবং আত্মা সর্ব্বভূতময়।

৩০। যে যোগী সর্ব্বত্রই আমাকে এবং সর্ব্বই আমাতে বিরাজিত দেখিতেছেন, তিনিও আমার সম্মুখস্থ এবং আমিও তাঁহার সম্মুখস্থিত।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

[৩১ অন্বয়ঃ। যঃ একত্বমাস্থিতঃ যোগী সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি, সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ময়ি বর্ত্ততে।]

[৩২ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন। যঃ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি, সুখং বা যদি বা দুঃখং, সঃ যোগী পরমঃ মতঃ।]

দর্পণে মুখদর্শনকালে যেমন উভয় মুখই উভয়ের সম্মুখস্থিত এবং উভয়েই উভয়কে সমভাবে দেখিতেছেন, যুক্ত যোগীর ব্রহ্মদর্শনও তদ্রূপ। এ সকল ব্যপার সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনের দ্বারা স্বয়ং বেদ্য।

৩১। সমরূপ একস্থিত যে যোগী, সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে উক্ত প্রকারে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি ও কর্ম্মাদি যেমনই হউক না তিনি আমাতেই বিরাজ করিতেছেন।

৩২। যে যোগযুক্ত সাধক আপনাকে উক্ত প্রকারে সমরূপ একস্থিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি আপনার স্থিতি-অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরমানন্দময় এক অঞ্চলভাবে আপনার স্থিতিরক্ষা করিতেছেন, সেই ভাবকে আদর্শ করিয়া সর্ব্বত্র, সমরূপ ব্রহ্মকে বিদ্যমান দেখেন, বাহিরে সুখভোগই হউক বা দুঃখভোগই হউক, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না; (কারণ তাঁহার অন্তরে, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বের অতীত পরম নির্ম্মল এক ব্রহ্মভাব সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে) হে অর্জ্জুন! এইরূপ যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

[৩৩ অন্বয়ঃ । অর্জ্জুন উবাচ, হে মধুসূদন ! ত্বয়া সাম্যেন অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ, এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি ।]

[৩৪ অন্বয়ঃ । হে কৃষ্ণ ! হি মনঃ চঞ্চলং, প্রমাথি, বলবৎ, দৃঢ়ম্, তস্য নিগ্রহম্ অহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে ।]

[৩৫ অন্বয়ঃ । শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো ! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ অসংশয়ং ; তু কৌন্তেয় ! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।]

---

৩৩ । অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! সাম্যে অর্থাৎ সমরূপী এক, অচঞ্চল সূত্রে আপনার স্থিতিরক্ষারূপ যে যোগতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, মনের চঞ্চলতাজন্য তাহাতে স্থির থাকা তো অতি কঠিন ।

৩৪ । হে কৃষ্ণ ! মন অতি চঞ্চল, মহাবেগবান্, অবশ্য ও একাগ্রতা-বিনাশী ; বায়ুর গতিরোধ করা যেরূপ দুষ্কর, এই মনকে আয়ত্ত করাও তেমনই দুঃসাধ্য।

৩৫ । ভগবান্ উত্তর দিলেন, হে মহাবীর ! মন যে অত্যন্ত দুর্বশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য থাকে, তাহা অভ্যাসদ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যায় ।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

[৩৬ অন্বয়ঃ। অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ; তু যততা বশ্যাত্মনা উপায়তঃ অবাপ্তুং শক্যঃ।]

[৩৭ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ, যোগাৎ চলিতমানসঃ অযতিঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য, কাং গতিং গচ্ছতি?]

[৩৮।৩৯ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ, অপ্রতিষ্ঠঃ, উভয়বিভ্রষ্টঃ, ছিন্ন-অভ্রম্ ইব, কচ্চিৎ ন নশ্যতি? হে কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি, হি অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ত্বদন্যঃ ন উপপদ্যতে।]

৩৬। অসংযতহৃদয়ে যোগলাভ হইতেই পারে না; কারণ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহ বহির্মুখীরূপে চঞ্চল থাকিলে, একস্বরূপ ব্রহ্মভাব তাহাতে প্রতিবিম্বিতই হইবে না। সংযতহৃদয়ে (যে হৃদয় ব্রহ্মমুখী হইয়া স্থির হইয়াছে) উপায়ানুসারে যত্ন করিলে অর্থাৎ সদগুরু প্রদর্শিত সাধন মার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যোগকে লাভ করা যায়।

৩৭। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! সদ্‌গুরুপ্রদত্ত অধ্যাত্ম জ্ঞানার্জ্জন ও সাধনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কিন্তু উপযুক্ত যত্নাভাবে মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ যোগসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া, ব্রহ্মাকারাকারিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, এমন ভ্রষ্ট সাধকের কি গতিলাভ হইবে

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

[৪০ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ! তস্য ইহ এব বিনাশঃ ন বিদ্যতে, অমুত্র ন, হে তাত! হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি।]

[৪১ অন্বয়ঃ। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য, শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে।]

৩৮।৩৯। হে মহাবাহো! সংসার ও মুক্তি এই দুই হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া অর্থাৎ সংসারাসক্তি ও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান না থাকা জন্য সংসার পথ হইতে এবং সাধন পূর্ণ না হইতেই, কোন প্রবল বাধা বা শৈথিল্যহেতু ব্রহ্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই ব্রহ্মপথভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইবে না? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় বিশেষভাবে নিরাকৃত করিয়া দিন। (সর্ব্বজ্ঞ!) আপনি ব্যতীত, এ সংশয়চ্ছেদ আর কে করিবে?

৪০। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তাঁহার বিনাশ নাই। নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলময় পথের পথিককে কখনই অধোগতি লাভ করিতে হয় না।

৪১। এই মঙ্গলময় যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট সাধক বহু বৎসর যাবৎ পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোকে বাসকরতঃ পুনরায় এই পৃথিবীতে, পবিত্র শ্রীমন্ত লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

[৪২ অন্বয়ঃ। অথবা ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি, ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভতরম্।]

৪২। অথবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত যোগীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ; তবে যোগীর ঔরসে জন্মগ্রহণ অত্যন্ত দুর্লভ।*

---

* এই নিবৃত্তিপথের ভ্রষ্টসাধকগণ এই শরীর ত্যাগান্তে পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্যলোকে কিছুকাল বাসকরতঃ পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন্ ইহাও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি। তাহা হইলে, পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোক কোনটি এবং কিরূপ পুণ্যকর্ম্মিগণ তাহা প্রাপ্ত হন? আমরা পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করিয়া, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি জানিতে চাহায়, তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে আমরা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীগুরুদেব বলেন "বাবা, শাস্ত্রে আমি এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিযুক্ত নির্দ্দেশ দেখিতে পাই নাই এবং আমার মত মূর্খের শাস্ত্রদর্শনই বা কতটুকু? তবে তোমাদিগকে আমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা আমার নিজের স্থির ধারণাপ্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাপু, আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, আমরা যে সৌরজগতের অধীন, ইহার মধ্যে বৃহস্পতি-লোকই আমাদের সৌরজগতের পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য স্বর্গলোক। পৃথিবী, শুক্র, শনৈশ্চরাদি গ্রহলোকসকলের পুণ্যকর্ম্মিগণ, ঐ বৃহস্পতিলোকে পুণ্যানুযায়ীকাল বাসকরতঃ পুনরায় সেই সেই লোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। বৃহস্পতিলোক পৃথিবীগ্রহ হইতে প্রায় সহস্রগুণ বৃহত্তর, রোগশোকমুক্ত ও অনায়াসলব্ধ বহু প্রকার ভোগসুখে পরিপূর্ণ। এই সৌরজগতান্তর্গত সমস্ত

লোকের পুণ্যকর্ম্মিগণদ্বারাই এই বৃহস্পতিলোক পূর্ণ এবং বহুবিধ অচিন্তিত-পূর্ব্ব ভোগসুখের উপাদানসকল তাঁহাদিগকে বিনোদিত করিবার জন্ম সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই বৃহস্পতিলোক, কোন্ শ্রেণীর পুণ্যকর্ম্মিগণ প্রাপ্ত হন? সাত্ত্বিকী পুণ্যকর্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা ন্যায়, সত্য ও সারল্যের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যপালন এবং সামর্থ্যানুসারে উপযুক্তক্ষেত্রে জলাশয়প্রতিষ্ঠা, পথনির্ম্মাণ, আতুরাশ্রম ও বিদ্যালয়াদিস্থাপন এবং দীনদরিদ্রগণকে যথাসাধ্য সাহায্য ও অন্নদানাদিরূপ লোকহিতকর নানাপ্রকার মঙ্গলময় কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান লাভকরতঃ নিবৃত্তিমুখী সাধনপথে আদৌ অগ্রসর হন নাই, সেই সকল ব্যক্তিই বৃহস্পতিলোকে গমন করেন। ইঁহারাই প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ, সাত্ত্বিকী পুণ্যকর্ম্মী। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ পুণ্যকর্ম্মিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা এই সংসারে কামক্রোধলোভাদি আসুরবৃত্তি-দ্বারা তাড়িত হইয়া, ন্যায়, সত্য ও সারল্য হইতে বিচ্যুত হন্ নাই বটে, কিন্তু লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান বা পরোপকারাদি না করিয়া, মাত্র নিজ ভোগ-ফলকামনায়, বারব্রতপূজাদি সকাম কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উক্ত বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন্ না; এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণকরতঃ কিছু অধিক পরিমাণে সঙ্গতিশালী হইয়া অন্য সাধারণেরই মত সুখদুঃখ ভোগ করেন মাত্র। আর তৃতীয় শ্রেণীর পুণ্যাভিমানী তামস কর্ম্মিগণ, অর্থাৎ যে সকল মূঢ়গণ ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেববৃত্তিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া নিজ নিজ ভোগেচ্ছা পূরণ করিবার জন্ম পশুবৎ যথেচ্ছব্যবহার করে ও স্বার্থসাধনস্থলে যাহাদিগের নিকটে কিছুই অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেই সকল পশুগণ মাত্র ঐশ্বর্য্য দেখাইবার ও নাম কিনিবার জন্ম, যে সকল শ্রদ্ধাহীন, অঙ্গহীন যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান (যেমন বারোয়ারির দেবপূজা বা বৃথা হত্যাপূর্ণ আধুনিক অধিকাংশ কালীপূজা, শীতলাপূজা ও মনসাপূজাদি-রূপ পুণ্যকর্ম্মের অভিনয়) করে, সে সমস্তই তামসী পুণ্যাভিমান মাত্র। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যমাংসসহ বেশ্যাসম্ভোগ; পূজা যেমনই হউক বা না

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

[৪৩ অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! তত্র তং পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে; ততঃ চ সংসিদ্ধৌ ভূয়ঃ যততে।]

৪৩। এই লোকে পবিত্র শ্রীমন্তবংশে জন্মগ্রহণকরতঃ সেই পূর্ব্ব জীবনের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যতদূর জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনপথের যে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান ও সাধনোন্নতি সহজেই প্রাপ্ত হন, এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিমার সজ্জাটা যেন উৎকৃষ্ট হয়, এবং খেমটা নাচ ও যাত্রাভিনয় যেন কোন প্রকারে মন্দ না হয়, অনাথ কাঙ্গালগণকে দূর করিয়া, অর্থশালী, উচ্চপদস্থ বা চাটুকারগণকে, ভোজন করাইবার সাগ্রহ চেষ্টা, ইত্যাকার কর্ম্মসকল পুণ্যানুষ্ঠানের মহা পাপময় অভিনয় মাত্র। ইহার ফল, অধোগতিলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাক্ সে কথা; এখন দেখ, এই নিবৃত্তিমূলা অধ্যাত্মসাধনা হইতে ভ্রষ্ট সাধকগণ, সাত্ত্বিক পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য উক্ত বৃহস্পতিলোক প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহারা ব্রহ্মপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া একবারে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন না। বৃহস্পতি-লোকে গমনকরতঃ নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে লাগিলেন, এবং পরে এই পৃথিবীলোকে আগমন করিয়া পবিত্র শ্রীমন্তলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইতি শ্রীগুর্ব্বভিপ্রায়ঃ (প্রকাশক)।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥৪৫॥

[৪৪ অন্বয়ঃ। সঃ অবশঃ তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন হ্রিয়তে ; যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে ।]

[৪৫ অন্বয়ঃ। তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ যোগী অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি ।]

৪৪। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের অভ্যাস, তাঁহাকে বাধ্য করিয়া অবশভাবে অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই যোগসাধনা এত উচ্চতমা উন্নতি যে, এই জ্ঞানযোগবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও অর্থাৎ যিনি সদ্‌গুরুর নিকটে এই বিষয়ে আপনার সংশয়সকল নিবেদন করিয়া তাহার মীমাংসা জ্ঞাত হইতেছেন মাত্র, এখনও জ্ঞানের পূর্ণতা বা সাধনে প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ অবস্থায় যদি তাঁহার শরীর কোন কারণে নষ্ট হইয়া পড়িল, সুতরাং এ জীবনে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, এরূপ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও রাজস্ পুণ্যকর্ম্মিগণের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি ও শ্রীলাভ করেন।

৪৫। ক্রমে ক্রমে, জন্মে জন্মে মালিন্যমুক্ত সাধক (এক জন্মে দ্রব্যযজ্ঞ-দ্বারা, পরজন্মে তপোযজ্ঞদ্বারা, পুনঃ পরজন্মে হঠযজ্ঞদ্বারা এবং তাহার পরজন্মে অধ্যাত্মজ্ঞানযজ্ঞদ্বারা) অধিকতর বিশুদ্ধ ও যত্নশীল হইয়া, একাধিক জন্মের পর অর্থাৎ কেহ একজন্মেই, কেহ দুই জন্মে এবং কেহ বা তিন জন্মে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ জীবভাবকে পরমভাবে নিমগ্নকরণরূপ পরমাগতি লাভ করেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

——:——

[৪৬ অন্বয়ঃ। যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ; যোগী কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ ইতি মতঃ; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! যোগী ভব।]

[৪৭ অন্বয়ঃ। সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি যঃ শ্রদ্ধাবান্ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে, সঃ যুক্ততমঃ ইতি মে মতঃ।]

৪৬। এই জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক, সকামকর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ, তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অর্থাৎ ভক্তিহীন, সাধনহীন, মাত্র পরোক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, এরূপ শুষ্কজ্ঞানী বা বাক্‌সর্ব্বস্ব কুজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ঐরূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক হও।

৪৭। যোগিগণের মধ্যেও আবার যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আমার ভাবে পূর্ণ এবং আমার প্রতি ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় প্লাবিত, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভগবানের উক্ত বাক্যে কেহ যেন ধারণা না করেন যে ভগবান্ দ্বৈতভাবে সাধনের উপদেশ দিতেছেন। এ বাক্যের অর্থ তাহা নহে। এ বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানজাভক্যন্তঃ যদিও বুঝিতে পারা গেল

যে, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার নিজস্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, আমার এ শরীরাভিমান রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তিমাত্র, আমার কর্তৃত্বাভিমান মিথ্যা, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রযুক্ত ব্যাপারের সাক্ষীস্বরূপ অকর্তা আত্মা এবং সাধনদ্বারাও সেই এক, অচঞ্চল আত্মভাব আমাতে প্রতিভাত হইল, তথাপি যেন এরূপ রাজস অভিমান আমাতে উপস্থিত না হয় যে, আমি স্বয়ংই যখন আত্মারূপী ব্রহ্ম এবং এই সাধনপ্রাপ্ত ভাব আমারই নিজস্ব, তখন আর ভক্তি করিব কাহাকে? ঐরূপ ভ্রান্ত অভিমান অধঃপতনেরই হেতু, কারণ, এখনও তোমার অবস্থা এমন হয় নাই যে, দ্বৈতভাব অর্থাৎ তোমার আত্মস্বরূপ ব্যতীত জগতের কোন ভাবই তোমাতে প্রতিভাত হইতেছে না এবং বহিঃস্মৃতি তোমাতে আদৌ বিদ্যমান নাই, সুতরাং ভক্তি বা সাধনাদি তোমার আত্মগত মনের দ্বারা কি প্রকারেই বা হইতে পারে? এরূপ পূর্ণ মুক্ত অবস্থা এখনও তোমাতে উপস্থিত হয় নাই; অথচ তুমি মদান্ধ হইয়া সঙ্কল্প করিতেছ যে "আমি যখন আত্মরূপী ব্রহ্ম, তখন আমার আবার সাধনাদি কি জন্য এবং ভক্তিই বা করিব কাহাকে?" পাছে ঐরূপ সর্বনাশকর অভিমান আসিয়া সাধককে [illegible]পাতিত করে, সেই আশঙ্কায় ভগবান্ সাবধান করিতেছেন যে; ভগবদ্ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সুমিশ্রিত রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ংই তোমার যোগরক্ষায় রক্ষকস্বরূপ থাকিবেন। নতুবা যদি তুমি রাজসস্বভাব সাংখ্যমতাবলম্বী, কিম্বা বেদান্তবাদিগণের মধ্যেও কতকগুলি ভ্রান্ত বাক্সর্বস্ব জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় ভগবন্নির্ভরতা ও ভক্তিকে হেয়জ্ঞানকরতঃ, নিজের ভক্তিহীন তুচ্ছ পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মায়াবিড়ম্বিত হইয়া পতিত হইবে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, যখন সাধনভাবের ঘোর তোমাতে এমন লাগিয়াছে যে, অন্তঃকরণবৃত্তি সেই ব্রহ্মসত্তাতে মগ্ন হওয়া হেতু, সমস্তই একাকার ধারণ করিয়াছে, তখনই তোমার ইসে

তদাকারাকারিত আত্মভাব কি ব্রহ্মেরই ভাব নহে? ভগবানের কৃপাতেই তোমাতে সেই অপূর্ব্ব ভাগবতী স্থিতি স্ফুরিত হইয়াছে। ঐরূপ পূর্ণ সাধনাবস্থাতেও ভক্তিমান্ সাধকের হৃদয়ে হঠাৎ এইরূপ স্মৃতি উদিত হয় যে, "অহো, একি অপূর্ব্ব আনন্দ! কি মহানন্দসাগরে আমার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ আমাতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই মগ্ন হইয়া যাইতেছে! এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? এ শান্তিময়ী পীযূষধারার প্রস্রবণ কোথায়? এই কি আত্মানন্দ? এই কি ব্রহ্মানন্দ?" অমনি সাধকের হৃদয় নির্ম্মলা ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে ও তাহারই উচ্ছ্বাসস্বরূপ প্রেমাশ্রুধারা দরদরধারে বিগলিত হইতে থাকে। তখনই সাধক অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারেন যে, 'আমি' 'তুমি' ইত্যাকার ভেদজ্ঞান, সেই অসীম, অনন্ত ভগবৎসমুদ্রেরই মায়াতরঙ্গমাত্র। "আমিও" মিথ্যা, "তুমিও" মিথ্যা এবং সমস্ত জগতই মিথ্যা, মাত্র সেই এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

সপ্তমোঽধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যতি তচ্ছৃণু॥ ১॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।]

[২ অন্বয়ঃ। অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে।]

[৩ অন্বয়ঃ। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি, যততাং সিদ্ধানাম্ অপি কশ্চিৎ তত্ত্বতঃ মাং বেত্তি।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমাতেই অনুরক্ত আমার আশ্রয়ে যোগসাধনকরতঃ বিভূতিসহ আমাকে পূর্ণভাবে যে প্রকারে জানিতে পারিবে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

২। বিজ্ঞানসহ অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনভাবসহ সেই জ্ঞান অর্থাৎ বিচারগত পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমাকে উত্তমরূপে বলিতেছি, যাহা বুঝিতে পারিলে, আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

৩। দেখ, এই নিবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হাজারের মধ্যে, একজনকে যত্নবান্ দেখা যায় কি না সন্দেহ। আবার

যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আমার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

যত্নশীলদিগের মধ্যে কেহ বা ভগবত্তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, সকলে পারেন না কেন? কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার পক্ষে যত্নাভাবই তো প্রধান প্রতিবন্ধক। যত্নসত্বেও কি অভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না? বৈরাগ্যের অভাবে। বৈরাগ্য ব্যতীত এ জ্ঞানবৃক্ষের ভগবত্তত্ত্বাবগতিরূপ ফলোৎপত্তি হয় না। এই সংসারভোগের প্রতি বিরক্তির নামই বৈরাগ্য। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভহেতু, এই জীবনের কোন সময়ে, একটা যাহা কিছু কারণকে অবলম্বন করিয়া, এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন এই সংসার-ভোগটাকে আর ভাল লাগে না। সংসার এক জ্বালাময় অশান্তিপূর্ণ দুঃখক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। সেই অবস্থা আসিলেই, প্রাণ "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" করিয়া আপনা হইতেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলেই জ্ঞানার্জ্জনসহ, সাধনপথে প্রবেশলাভ ঘটে। সংসারের প্রতি বিরক্তি থাকাজন্য শান্তিময়ের দিকেই হৃদয়ের স্বাভাবিকী অনুরক্তি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং ভগবৎসাধন, ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, অমৃতস্বরূপ জ্ঞান হইতে থাকে। যতক্ষণ না সাধকের হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব, ভগবৎকথা, যত ভাল লাগে, জগতের কিছুই (স্ত্রীপুত্রকন্যা বা ধনসম্পত্তি আদি) তত ভাল লাগে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিবে, হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ হয় নাই। যখন হইতে হৃদয়ের ভাব ঐরূপ হইয়া নির্ম্মলা ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইবে, স্থির জানিবে, তখন হইতেই ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি, সাধকের উপর পতিত হইবে নিশ্চয়। এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই সাধকের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সাধক মহা উৎসাহে সকল বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। সেই সর্ব্বান্তর্যামী আত্মারূপে তোমার হৃদয়ে বসিয়া, তোমার হৃদয়ের ভাবতরঙ্গমালার প্রতি বীচিভঙ্গ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

[৪।৫ অন্বয়ঃ। ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ এব চ ইতি মে ইয়ম্ অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ, ইয়ং অপরা; হে মহাবাহো! ইতঃ তু অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে পরাং বিদ্ধি।]

দেখিতেছেন। তোমার প্রকৃতভাব কি অর্থাৎ সংসারাসক্তি কি ভগবদানুরক্তি; কোন্‌টী তোমাতে প্রবলা, তুমি তাঁহাকে যথার্থই ভালবাসিতেছ, কি তাঁহার নিকট হইতে কোন ভোগস্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা ভালবাসার অভিনয় দেখাইতেছ; তোমার সাধনাদির অনুষ্ঠান সখের কি প্রাণের তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহার অবিদিত নাই। যদি তোমাতে যথার্থ বৈরাগ্যমূলা ভক্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে, ভগবানেরও কৃপাদৃষ্টি তোমাতে পতিত হইবে নিশ্চয় এবং সেই কৃপালব্ধ শক্তিদ্বারা, তুমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে জীবাভিমান হইতে মুক্ত ও সেই পরমানন্দে যুক্ত করিয়া তোমার বিজ্ঞানবৃক্ষের অমৃতফল আস্বাদকরতঃ ধন্য হইবে। বৈরাগ্যের অভাব হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তির অভাব, ভক্তির অভাব হইতে ভগবৎকৃপার অভাব, কৃপার অভাব হইতে শক্তির অভাব এবং শক্তির অভাব হইতেই উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ এক বৈরাগ্যের অভাবজন্যই সকলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

৪।৫ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভক্তা, জড়রূপা আমার যে প্রকৃতি, ইহা অপরা অর্থাৎ অধমা, আর এই অপরা হইতে পৃথক্ আমার যে জীবরূপা প্রকৃতি, তাহাই পরা

অর্থাৎ প্রধানা। এই পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে মহাবাহো! এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে জান।

জীবত্বের মধ্যে তিনটি পৃথক্‌ভাব বিদ্যমান। একটি সাক্ষীস্বরূপ ভেদমুক্ত আত্মভাব, আর অন্য দুইটি ভেদযুক্ত, অর্থাৎ একটি অহংজ্ঞানরূপী জীবভাব, আর অন্যটি পঞ্চভূতসমষ্টি, এই শরীররূপী জড়ভাব। এই জীবভাবকে ভগবান্ আপনার পরা প্রকৃতিরূপে ও জড়ভাবকে আপনার অপরা প্রকৃতি-রূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সাক্ষী বোধ-স্বরূপ আত্মাই পুরুষ, আর জীব ও জড় এই দুই ভাব ঐ বোধস্বরূপ আত্মা বা পুরুষের দুই প্রকৃতি।

জীবভাব কি? "অহংজ্ঞান," অর্থাৎ "আমি জ্ঞান।" 'আমি যে একটা কিছু' এই জ্ঞানই জীব। ধাতুপাষাণাদিতে এই 'আমি'-জ্ঞান নাই বলিয়াই তাহা অজীব বা জড়। আর যাহাতে এই 'আমি'-জ্ঞান বিদ্যমান তাহাই জীব। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও শম্বুকাদি সকল জীবেই এই 'আমি'-জ্ঞান জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই 'আমি'-জ্ঞানরূপ জীবভাবকে ভগবান্ আপনার পরাপ্রকৃতিরূপে ও ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, বা ইহাদের সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটভাগে বিভক্তা প্রকৃতিকে অপরারূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টই জগৎ। এই অষ্টের অতিরিক্ত জগতে আর কিছুই নাই অর্থাৎ জগতের যে ভাবটিকেই লও না, তাহা এই অষ্টধাবিভক্তা প্রকৃতির অন্তর্ভূত বটেই। এখন দেখা যাউক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার কি?

মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তি। সঙ্কল্প অর্থে—বিষয়গ্রহণ ও বিকল্প অর্থে—বিষয়ত্যাগ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বিষয় বলে। জগতের মধ্যে ভোগ করিবার জিনিষ এই পাঁচটি; এতদ্ব্যতীত ভোগের বিষয় আর কিছুই নাই। যে ভোগই কর না, তাহা এই পঞ্চের অন্তর্গত বটেই।

এই পঞ্চকে বহন করিবার জন্য পাঁচটি যন্ত্র আমাদের শরীরে বসান আছে, উহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে; যথা কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়পঞ্চকে বহন করে। বহন করিয়া কোথায় দেয়? মনের নিকটে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বহনকর্ত্তা আর মন বিষয়গ্রহণকর্ত্তা। এই জন্যই মনকে ইন্দ্রিয়াধিপতি বলা হয়। মন গ্রহণ না করিলে, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সকলের অন্তঃপ্রবেশের অধিকারই নাই। যেমন, তুমি এক ব্যক্তির বাক্য নিবিষ্টমনে শ্রবণ করিতেছ, এই শ্রবণকালে আরও কত লোক কত প্রকার বাক্য বলিতে বলিতে পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কত পশু, কত পক্ষী শব্দ করিয়াছে কিন্তু সে সকল কি তোমার হৃদ্মন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছে? না, করে নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় সে সকলকে বহন করিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু গ্রহণকর্ত্তা মন বাক্যান্তরে লিপ্ত থাকা হেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে নাই; সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঐ বহনকর্ম্ম বৃথা হইয়া গিয়াছে। মন গ্রহণ না করিলে, ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়, সেই জন্যই মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ ও ত্যাগই ইহার স্বভাব। এই মন এক বিষয়ে অধিক্ষণ কিছুতেই স্থির থাকিতে চাহে না, সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণই ইহার স্বভাবগত কর্ম্ম। এখনই মনে উঠিল কলিকাতা, তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরের কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি উদিত হইল, আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই একবারে এলাহাবাদের পোল আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে, আমরা যাহাকে বলি "হঠাৎ মনে পড়িল," তাহার অর্থ এই যে, মনই উহাদিগকে পর পর দ্রুতগতিতে গ্রহণ করিয়াছে। এত দ্রুতগতি ও এমন চাঞ্চল্য আর কাহারও নাই, সর্ব্বদাই অস্থিরভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

এখন একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, মন গ্রহণ না করিলে কোন বিষয়ই যখন অন্তরে স্থান পায় না এবং স্থান পাইয়াও যখন অধিকক্ষণ

স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মন তখনই তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া, অন্য বিষয়কে আনয়ন করে, তখন কোনও একটি বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিতে পারা যায় কি প্রকারে? যেমন একটি জটিল হিসাব পরীক্ষা, কিম্বা কোন গভীর বিষয়ে প্রবন্ধরচনা, ইহা অল্প সময়ের মধ্যে হইবার নহে, অনেক সময়ে মনকে ইহার সহিত থাকিতে হইবে। কিন্তু মন আপনার স্বভাবগত চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়া এত অধিক সময় এক বিষয় লইয়া থাকে কেন? কে তাহাকে ধরিয়া স্থির রাখে? স্থির রাখে-চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি কি? বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির দুইটি 'করণ' আছে, একটির নাম চিত্ত, অন্যটির নাম বিবেক। চিত্ত কি? চিত্ত সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, ইহার কার্য্য বিষয়ের ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধান। কোন একটি ভোগ্য-বিষয় কি প্রকারে পাওয়া যাইবে, তাহার উপায়ানুসন্ধান যখন করে, তখনই উহার কর্ম্ম ভোগানুসন্ধান, আর যখন "জিনিসটা কি" "ইহাতে কি আছে" এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, তখনই ইহার কর্ম্ম তত্ত্বানুসন্ধান। যখন ভোগানুসন্ধান করে তখন ইহার গতি তামসী, আর যখন তত্ত্বানুসন্ধান করে, তখন ইহার গতি রাজসী। চিত্তের এই রাজসীগতি হইতেই লোক-হিতকর নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের, যথা 'এঞ্জিন্' 'টেলিগ্রাফ্,' 'ফটোগ্রাফ্' ইত্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে। এই চিত্তবৃত্তির আসন মনের উপরে, অর্থাৎ মন যেন অশ্ব, আর চিত্ত তাহার আরোহী। যে স্থানে এই চিত্তের কার্য্য পড়িয়াছে অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভোগানুসন্ধান বা কোন বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইতেছে, তখনই চিত্ত মনকে সেই স্থানেই টানিয়া রাখিতেছে ও আপনার ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধানরূপ কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেছে না। কিন্তু মন এমনই চঞ্চল ও বেগবান্ অশ্ব যে, মুহূর্ত্তের জন্য যদি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য পাইয়াছে, অমনি এক লম্ফে বোম্বায়ে হাজির। আবার চিত্ত উহাকে পুনরায় আকর্ষণদ্বারা আপনার প্রয়োজনস্থলে লইয়া আসিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। মনকে না পাইলে, চিত্তের কর্ম্মই চলিতে

পারে না কারণ মন ব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করিবে কে? যেখানে ভোগানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধানরূপ আপনার কর্ম্ম থাকে, সেই স্থানেই চিত্ত মনকে আকর্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান করে, নচেৎ মনকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দিয়া আপনিও উহার সহিত একত্রে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। উহার কর্ম্ম অনুসন্ধান বলিয়া, উহাকে সংশয়াত্মিকা বৃত্তি বলে, কারণ, অনুসন্ধানের কারণ সংশয়। সংশয় ব্যতীত অনুসন্ধান কি জন্য হইবে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদি আসুরবৃত্তিগুলি এই চিত্ত মনের সহচর।

বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির আর একটী করণ—বিবেক। বিবেক নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি; ইহার কার্য্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণ, মন ও চিত্তের অন্যায় সঙ্কল্পে বাধা প্রদান এবং উহাদের গতিকে ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা। ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, সত্য ও ন্যায় এই দেববৃত্তিগুলি বিবেকের সহচর। যে হৃদয়ে এই দেবতার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই মানবের মধ্যে দেবতা। এখন আর একটির কথা বলিতে বাকী, সেটী অহঙ্কার। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত ও বিবেক, ইহারা যাহা কিছু করিতেছে, তাহাতেই "আমি করিতেছি" ইত্যাকার অভিমান-সৃষ্টিই এই অহঙ্কারবৃত্তির কার্য্য। সে এই অভিমান কাহাকে করাইতেছে? "অহংজ্ঞানরূপী" জীবকে। এই অহংজ্ঞানরূপ জীব, বোধস্বরূপ আত্মারই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ছায়ামাত্র। দশেন্দ্রিয়যুক্ত এই স্থূল শরীর, মন, চিত্ত ও বিবেকযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর ও অব্যক্ত বীজভূত কারণশরীর, এই তিন লইয়াই অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘট বা জীবভাবের আধার। এই ঘটের মুখেই বুদ্ধিরূপ যে একখানি অতি অতুলনীয় স্বচ্ছ পরকলা বসান আছে, ঐ পরকলাখানির গুণ এই যে, সূর্য্যকান্তমণিপ্রস্তরকে পাইলেই যেমন সূর্য্যরশ্মি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐ প্রস্তরেরই আকার ধারণ করে এবং ঐ প্রস্তরও সূর্য্যরশ্মিবৎ প্রতিভাত হয়, এই বোধ স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যও ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া,

তেমনি ঘটাকারে আকারিত "অহংজ্ঞান" রূপ চিচ্ছায়া বা জীবে পরিগত হয়। পঞ্চভূতময় এই শরীর ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ইহাই হইল ঘট বা জীবাধার, আর এই ঘট বা আধারের আকারে আকারিত চিচ্ছায়া হইল "অহংজ্ঞান"-রূপী জীব। শরীরের আকারে আকারিত অবিদ্যামুগ্ধ অহংজ্ঞান দেখিতেছে, আমি শরীর আমি মন, আমি বুদ্ধি ইত্যাদি! মনুষ্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে, "আমি মনুষ্য" ব্যাঘ্রঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে "আমি ব্যাঘ্র" পক্ষীঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে "আমি পক্ষী" মৎস্যঘটাকারে আকারিত অহং দেখিতেছে "আমি মৎস্য" ইত্যাদি অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত হইয়া ঐ এক অহংজ্ঞান "আমি এই", "আমি এই" ইত্যাকার অসংখ্য জীবরূপে ক্রীড়া করিতেছে। অবিদ্যার কি আশ্চর্য্য কুহক্! বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক অহং, আপনাকে অন্য প্রত্যেক অহং হইতে পৃথক্ দেখিতেছে। অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া, আপনার অন্তর্লক্ষ্য অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মেরই ছায়া, সে দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং 'ঘটানুরূপ অভিমানে' অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তি-জালে বদ্ধ হইয়া, ভোগবাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে।

এখন দেখ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই ছায়া এই অহংজ্ঞানকে ভগবান্ আপনার পরা অর্থাৎ প্রধানা প্রকৃতিরূপে, আর তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু ভাব, অর্থাৎ ভূতপঞ্চ, মন, চিত্ত, বিবেক ও অহঙ্কারকে আপনার অপরা অর্থাৎ অধমা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন আরও বলিতেছেন যে, ঐ জীবরূপা পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখন এই স্থলে আর একটি সংশয় উঠিতে পারে যে, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি, তাঁহারই ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব, ইহা স্বীকার করিলাম; কারণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে, ও জ্ঞানস্বরূপ জীবভাবে তেমন মারাত্মক ভেদ নাই; কিন্তু জড়স্বভাব ক্ষিত্যাদি ভূতগণকে চিৎস্বরূপ ভগবানের প্রকৃতিরূপে কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায়? কোথায়

সেই চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম আর কোথায় এই মাটি, জল, অগ্ন্যাদি জড়স্বভাব ভূতগণ! ইহারা কি প্রকারে ভগবানের প্রকৃতি হইতে পারে? এখন স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ, ক্ষিত্যাদি ভূতভাব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই বিষয়পঞ্চের উপরে কি না? সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ভূত 'আকাশে'র অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দের উপরে। আকাশাপেক্ষা স্থূল ভূত মরুতের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে কর্ণ ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ ও স্পর্শের উপরে। মরুৎ অপেক্ষা স্থূল ভূত অগ্নির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষু, এই তিন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ ও রূপের উপরে। অগ্ন্যপেক্ষা স্থূল ভূত জলের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের উপরে। জলাপেক্ষা স্থূল ভূত মাটির অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উপরে। এখন বিচার করিয়া দেখ, এই শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ কি? ইহারা এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, কি? না, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, ও গন্ধজ্ঞান। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এই পঞ্চ মূলজ্ঞানের অন্তর্গত এবং প্রত্যেকটিই এক এক প্রকার জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। একখানা প্রস্তরও জ্ঞানসমষ্টি মাত্র প্রস্তরের কাঠিন্য, আকার ও বর্ণাদি যাহা কিছু তাহাতে আছে সে সমস্তই এক এক প্রকার ভাব বা জ্ঞান নহে কি? নিশ্চয়ই তাই; অর্থাৎ প্রস্তরখানি কতকগুলি ভাব বা জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত পদার্থই জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির দুই মূর্ত্তি; এক মূর্ত্তি জীবভাব, আর অন্যটি জড়ভাব। এই মহাশক্তিই মায়ানাম্নী, জগৎপ্রসবিনী, ব্রহ্মশক্তি বা চিৎস্বরূপ পুরুষের নানাশ্রয়া প্রকৃতি। এই মহামায়াশক্তিই দুই মূল মূর্ত্তিতে চরাচর-বিশ্বরূপে

প্রকাশ পাইতেছেন; তাঁহার এক মূর্ত্তি ঐ সচেতন জীবভাব, আর অন্য অচেতন জড়ভাব। এক মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য রহিয়াছে, আর অন্য মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন যেন চৈতন্য নাই। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান।

ভগবান্ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান কিরূপে? সর্ব্বত্র, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানময়ী মহাশক্তির সর্ব্বমূর্ত্তিতে, এক, অদ্বিতীয় সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই যখন জ্ঞানরূপিণী মহা-শক্তির মূর্ত্তি, তখন সর্ব্বত্র বলিতে, সেই জ্ঞানমূর্ত্তিরই সর্ব্বাংশে ব্যতীত আর কি বুঝাইবে? এখন একবার দেখা যাউক সাক্ষীস্বরূপের অর্থ কি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ মূলজ্ঞান লইয়াই জগৎ কিন্তু এই পঞ্চের পঞ্চত্ব অর্থাৎ এই পঞ্চপ্রকারের ভেদজ্ঞান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ বোধের উপরে। জ্ঞান যত প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার বোধ এক। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারের বটে, কিন্তু তাহার বোধ এক না হইলে, জ্ঞানের নানাত্ব থাকিতেই পারে না। দ্রষ্টা এক না হইলে দৃশ্য পদার্থের ভেদ থাকিবে কি প্রকারে? সাক্ষ্য অনেক প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী এক। এই জগৎ সমস্তই জ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অসংখ্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। এই জগতের এবং এই সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষী এক, অদ্বিতীয় বোধস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য বা আত্মা। এই বোধস্বরূপ আত্মা সর্ব্বত্রই অর্থাৎ জ্ঞানের জীব ও জড় সকল মূর্ত্তিতেই বিরাজিত। ঐ জীব ও জড়রূপিণী জ্ঞানময়ী মহাশক্তিই এই জগন্মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতেছেন এবং শ্রীভগবান্ ঐ সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ, এক অদ্বিতীয় বোধ বা আত্মারূপে ঐ সকলকে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বোধস্বরূপ নির্ম্মল আত্মার উপরেই জ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তির এই জগৎক্রীড়া।

এখন দেখা গেল, যাহাকে জড় বলা হয়, তাহা জ্ঞানেরই এক মূর্ত্তি;

সুতরাং বোধস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে আর বাধা কি ? জীবভাবকে ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে জড়ভাবকেও ব্রহ্মেরই প্রকৃতিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য ; কারণ ঐ উভয়ই জ্ঞানেরই মূর্ত্তি। জ্ঞানেরই ঐ দুই মূর্ত্তির মধ্যে জীব মূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিতেছেন পরা অর্থাৎ প্রধানা এবং আরও বলিতেছেন যে, ঐ পরাই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব স্ফুরিত না হইলে জড়ভাবের অস্তিত্ব কোথায় ? সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মস্তকই অহংজ্ঞান, অর্থাৎ অগ্রে অহং পরে ত্বং বা তৎ। অহংজ্ঞান স্ফুরিত না হইলে, অন্য কোন ভাবেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ; আমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ যখন স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, এমন প্রগাঢ় নিদ্রা হয় যে, তখন অহংজ্ঞানও অব্যক্ত কারণশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অস্তিময় ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত হয় ও নাস্তিকে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। তখন তাহার নিকটে কোন ভাবই বিদ্যমান নাই ; কেবল সকল ভাবের নাস্তিত্ব অর্থাৎ অভাবমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। যতক্ষণ আমার পৃথক্ ব্যক্তি আছে, ততক্ষণ অমার পৃথক্ 'এমন' আছে। অর্থাৎ 'এমন' না থাকিলে আমি থাকিতেই পারি না ; 'এমনে'র উপরেই আমার অস্তিত্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ লইয়াই আমার 'এমনত্ব'। অহমের শরীরাভিমান অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিও ঐ শব্দস্পর্শাদিকে লইয়াই বিদ্যমান। উহাদিগের সহিত অহমের সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলেই অহমের 'এমনত্ব' সরিয়া যায় এবং অহং নাস্তিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের যখন অপ্রগাঢ়-নিদ্রাবস্থা অর্থাৎ অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা নিদ্রাবৃত্তি যখন অন্তঃশরীরে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, মাত্র ইন্দ্রিয়গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার জাগ্রতভাবে কর্ম্ম করিতেছে, তখন স্বপ্নাবস্থা। পরক্ষণেই যখন নিদ্রাবৃত্তি আরও অগ্রসর বা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তমনকে গ্রাস করিল, তখন আর স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকিল না অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের পর্য্যন্ত কর্ম্মরুদ্ধ হইয়া সুষুপ্তি উপস্থিত

হইল। স্বপ্নাবস্থাতেও অহঙ্কারবৃত্তি, 'অহংকে' কর্তৃত্বাভিমান করাইতেছিল, কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থায় আর পারিল না; তখন চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই নিশ্চল, অর্থাৎ কাহারও ক্রিয়া নাই, সুতরাং অহঙ্কারবৃত্তি আর কাহার কর্ম্মকে লইয়া অহংকে কর্তৃত্বাভিমান করাইবে? তখন শব্দস্পর্শাদি বিষয়-পঞ্চের অভাবহেতু অহমের নিকট হইতে অস্তিরূপ জগদ্ভাব সরিয়া গেল, কারণ বিষয়পঞ্চ লইয়াই জগৎ; সুতরাং অহং আপনার 'এমনত্ব'রূপ ব্যক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া, সর্ব্ববিষয়ের অভাবরূপ নাস্তিকে অলিঙ্গনকরতঃ মৃতবৎ রহিল। এই সময়ে অহমের একটি বিশেষ লাভ ঘটে; অর্থাৎ সুখদুঃখরূপ জ্বালাময় দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পায়, ও আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আপনি যাঁহার ছায়া, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের শান্তিপূর্ণ, সুধাময় আনন্দধারা পান করতঃ পুষ্ট হইয়া, পুনঃ জাগরণকালে দ্বন্দ্বভোগে সক্ষম হইয়া উঠে। 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এই উভয় ভাবই অহমের, সুতরাং জ্ঞানেরই ঐ দুই মূর্ত্তি। অস্তিকে লইয়া অহমের, ব্যক্তি, আর নাস্তিকে লইয়া অহমের অব্যক্তি। বোধস্বরূপ আত্মা, এই উভয় হইতেই মুক্ত ও ঐ উভয়েরই সাক্ষীস্বরূপ সমভাবে বিদ্যমান। আত্মা অস্তিরও সাক্ষী নাস্তিরও সাক্ষী, অর্থাৎ অহমের ব্যক্তির সহিত জগতের ব্যক্তিকেও দেখিতেছেন আবার অহমের অব্যক্তির সহিত জগতের অব্যক্তিকেও দেখিতেছেন। কিন্তু ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই, অর্থাৎ তিনি ব্যক্তও হন না, অব্যক্তও হন না। ব্যক্তি বা অব্যক্তি, কেবল অহংজ্ঞানরূপ জীবেরই ঘটে এই জন্য আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী বোধরূপ ভগবানই পুরুষ, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই মস্তকস্বরূপ, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত তাঁহারই ঘটাকারাকারিত ছায়া অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব তাঁহার পরাপ্রকৃতি এবং ঐ অহংজ্ঞান যাহাদিগকে লইয়া ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান, শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও মন-বুদ্ধি অহঙ্কার তাঁহার অপরাপ্রকৃতি। আত্মারূপী ভগবান্ কোন প্রকৃতিরই অন্তর্গত নহেন; অন্তর্য্যামিত্বহেতু জড় ও জীব, উভয় ভাবেরই সাক্ষীমাত্র। শব্দাদি বিষয়পঞ্চ রূপ জড়জ্ঞান ও জীবরূপী

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

[৬ অন্বয়ঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ।]

অহংজ্ঞান, উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তিপ্রসূত ভেদপূর্ণ পরিণামী ভাবমাত্র। এই জন্যই শ্রীভগবান্ উভয়কেই প্রকৃতি, এবং উভয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান আপনি স্বয়ং বলিয়া উভয়কেই 'আপনার' প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পরা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপ জীব, চিৎস্বরূপ ভগবানের ছায়া হইয়াও ঐ অপরার সহিত জড়িত থাকাহেতু, মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে মাত্র। অপরার সহিত জড়িত হইয়াই পরার শরীরাভিমান ও ঐ শরীরের দ্বারা অপরাকে ভোগ করিবার বাসনাই পরার বন্ধনশৃঙ্খল। সেই জন্যই ভগবান্ এই পরা ও অপরাকে উত্তমরূপে বুঝিবার আদেশ করিলেন। পরাকে বুঝিতে পারিলেই, আপনাকেও বুঝিতে পারিবে, এবং তখন ঐ বন্ধনস্বরূপিণী অপরাকে বুঝিতে পারিয়া উহার সঙ্গ পরিত্যাগকরতঃ অর্থাৎ আপনাকে অপরাকাররূপ মিথ্যা 'এমনত্ব' হইতে মুক্ত করিয়া আত্মারূপ চিদানন্দে যুক্তকরতঃ পরমানন্দে ভাসমান হইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

(যদিও পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব পরা, অপরা ও আত্মারূপী পুরুষসম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিলেন বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা এ বিষয়ে সম্যক-জ্ঞান উদিত হওয়া অতি কঠিন। যাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত জ্ঞানামৃত-প্রসাদ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন তাঁহারাই জানেন সেই জ্ঞানুপ্রসাদ কতই বিস্তৃত ও কতই তৃপ্তিকর। ফলতঃ আমার কথা এই যে, এ সকল রহস্য বুঝিতে হইলে, সদ্‌গুরু আবশ্যক)। ইতি প্রকাশক।

৬। এই পরা ও অপরা হইতেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের উৎপত্তি

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি। ইদং সর্ব্বং সূত্রে মণিগণাঃ ইব ময়ি প্রোতম্।]

[৮ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অহম্ অপ্‌সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি।]

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই এই পরা ও অপরার মধ্যে, আর আমি এই জগদ্ভাবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ-স্বরূপ।

৭। হে অর্জ্জুন! আমাপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। (সকল প্রকার জ্ঞানেরই যখন সাক্ষী, তখন সর্ব্বসাক্ষী আত্মা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম বা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে? কল্পনাশক্তি যতদূর সূক্ষ্মত্বের দিকে অগ্রসর হউক না, অবশেষে সেই সাক্ষীস্বরূপ আত্মাতেই উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই)। জগতের সমস্ত ভাবই, সূত্রে যেমন মুক্তাবলী গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। (ভেদপূর্ণ জাগতিক সমস্ত চঞ্চল ভাবই যে ভেদমুক্ত এক অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাই সাক্ষীস্বরূপ আত্মা।)

৮। হে অর্জ্জুন! আমি জলে রস, সূর্য্যচন্দ্রাদিতে কিরণ, বেদে প্রণব (ওঙ্কার), আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষভাব (উদ্যম)।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। পৃথিব্যাং চ পুণ্যোগন্ধঃ, বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্ব-ভূতেষু জীবনং, তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি।]

[১০ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং চ তেজঃ অস্মি।]

[১১ অন্বয়ঃ। অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং ; হে ভরতর্ষভ! অহং ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি।]

৯। আমি মৃত্তিকাতে সুগন্ধ, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, প্রাণিগণে জীবন, এবং তপস্বিগণেতে তপস্যা।

১০। আমি সর্ব্বভূতের আদিকারণ বলিয়া জান, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজঃ।

১১। আমি বলবান্‌গণের ভোগাসক্তি ও কামনাবর্জ্জিত বল অর্থাৎ যে বলের কারণ, আসক্তি ও 'আরও হউক' 'আরও হউক,' ইত্যাকার তুষ্টিশূন্য দুরাকাঙ্ক্ষা নহে, যে বল মাত্র কর্ত্তব্যসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত, সেই সাত্ত্বিকী বল ; নতুবা ভোগলালসা পূর্ণ করিবার জন্য, পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল নহে। হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত) কামও (আত্মজ লিপ্সাও) আমি।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

[১২ অন্বয়ঃ। যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, ভাবাঃ তান সর্ব্বান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি, তেষু অহং ন তু, তে ময়ি।]

[১৩ অন্বয়ঃ। এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ, এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি।]

[১৪ অন্বয়ঃ। এষা গুণময়ী মম দৈবী মায়া হি দুরত্যয়া ; যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে, তে এতাং মায়াং তরন্তি।]

১২। হে পার্থ ? সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকার যে ভাব, আমা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি, কিন্তু আমি সে সকলে নাই।

১৩। উক্ত তিন প্রকার গুণযুক্তা মায়াশক্তিদ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যাজন্য শরীরাভিমান ও মমতাভিমানরূপ ভ্রান্তিহেতু বিড়ম্বিত হইয়া সমস্ত লোকই এই সকল ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে আমি, আমার সে সর্ব্বসাক্ষী অব্যয়-ভাবকে গ্রহণ করিতে পারে না।

১৪। আমার ঐ ত্রিগুণা দুর্জ্জেয়া মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। যে সকল সাধক আমাকে অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ ভগবানের এক অচঞ্চল সাক্ষীভাবকে পরোক্ষ-বিচার ও অপরোক্ষ-সাধনদ্বারা ঠিক বুঝিতে পারিয়া, সেই পরম আত্মস্বরূপকে হৃদয়ে রাখিতে পারেন তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে।]

[১৬ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে।]

১৫। মায়ামোহিত, আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন, যে সকল মূঢ় ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মস্তকে পদার্পণ করিয়া ভোগলালসা পূরণার্থ যথেচ্ছ ব্যবহার করে এমন দুরাচার, নরাধম পশুগণ কখনই আমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

১৬। হে অর্জ্জুন! চারিপ্রকার সুপ্রারব্ধবান্ লোকে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে, আর্ত্ত অর্থাৎ যাহারা জন্মজন্মান্তরীন্ সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে জর্জ্জরিতহৃদয়ে, এই জন্মে শান্তিপিপাসু হইয়া সকাতরে এই জ্বালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সমুৎসুক। এই অবস্থাকেই বলে স্বাভাবিক বৈরাগ্য এবং এই বৈরাগ্যই ভাগবতী রতির কারণ। সাধকের হৃদয়ে প্রথমে এই 'আর্ত্তি'রূপ বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়; এবং এই বৈরাগ্যের সহিত সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত সাধনমার্গে অগ্রসর হইলেই, চরমে পরমাগতি লাভ হয়। নচেৎ বৈরাগ্যহীন সখের জ্ঞানার্জ্জন বা সখের সাধনে কোন ফলই লাভ করা যায় না। দ্বিতীয়ে, "জিজ্ঞাসু" অর্থাৎ ঐরূপ "আর্ত্তি" বা বৈরাগ্যবান্ লোকে ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে এই জ্বালাময় সংসারকারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি? কাতরহৃদয়ে যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতেই, ক্রমে ভগবানের

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

[১৭ অন্বয়ঃ। তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ; স চ মম প্রিয়ঃ।]

[১৮ অন্বয়ঃ। এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ, তু জ্ঞানী আত্মা এব মে মতম্; হি যুক্তাত্মা সঃ মাম্ এব অনুত্তমাং গতিম্ আস্থিতঃ।]

কৃপাদৃষ্টিহেতু সদ্গুরু লাভ করে ও সেবাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রশ্নদ্বারা সংশয়চ্ছেদকরতঃ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে থাকে। তৃতীয়ে, "অর্থার্থী" অর্থাৎ, যদিও সদ্গুরুপ্রদত্ত বিচারজ্ঞানদ্বারা সংশয়চ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু এখনও সেই পরমরসকে আস্বাদ না-করা-জন্য, পরমার্থজ্ঞান আইসে নাই। তাহার পর যখন সদ্গুরুদেব, কৃপা করিয়া পরম সাধনদীক্ষা দানকরতঃ শিষ্যকে উত্তরোত্তর উন্নীত করিতে লাগিলেন, তখন 'আরও প্রবেশ করি' 'আরও প্রবেশ করি' এইরূপ সাত্ত্বিকী আকাঙ্ক্ষাজন্য অর্থার্থী। চতুর্থে জ্ঞানী অর্থাৎ ক্রমে যখন সাধনের চরম লক্ষ্য, ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দরসে হৃদয় তৃপ্ত, আপনার নির্ম্মল সত্ত্বা স্মৃতিমধ্যে সতত জাগ্রত, রাগদ্বেষমুক্তহৃদয়ে ন্যায় ও সত্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়া যাইতেছেন, এমন যে জ্ঞানকর্ম্মযোগী তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।

১৭। উক্ত চারিপ্রকার ভক্ত সাধকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞানী আমাকে বড়ই ভালবাসেন, এবং আমিও তাঁহাকে তদ্রূপ ভালবাসি।

১৮। উক্ত চারিশ্রেণীর সাধকগণ মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে জ্ঞানী এত শ্রেষ্ঠ যে, জ্ঞানী আমার আত্মাস্বরূপ। জ্ঞানীকে আমার আত্মাস্বরূপ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

[১৯ অন্বয়ঃ। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি মাং প্রপদ্যতে ; স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।]

১৯। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে জ্ঞানলাভকরতঃ জগতের যাবতীয় ভাবেই আমার দর্শন লাভ করেন। এরূপ উচ্চ-সাধনভাবপূর্ণ জ্ঞানী অতি দুর্লভ।

'প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই কতকগুলি ভাবের সমষ্টিমাত্র এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানপ্রপঞ্চের সাক্ষী এক, অদ্বিতীয়, বোধস্বরূপ আত্মা', এ পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের কথা এখানে ভগবান্ বলিতেছেন না। সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত থাকিয়া, ব্রহ্মানন্দতৃপ্ত, ব্রহ্মময় সাধক, যেরূপে বহির্দৃষ্টিযোগেও সর্ব্বত্র ভগবৎসত্ত্বাকে প্রকাশিত দেখেন, যে ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, সেই স্বয়ংবেদ্য স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

[এই স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিস্ফুরণরূপ একখানি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারা গেল না। তাহা এই, (ইতি প্রকাশক)

বাহার। একতালা।

প্রাণ ভরে হেরি তোমায় একবার, দাঁড়াও হে শ্রীহরি
লুকায়োনা মায়ান্তরে—(ওনাথ্, দাঁড়াও হে)
সদা সর্ব্বত্র রাজিত, বেদে এ মহিমা গীত
তবে কেন পাইনা দেখা,—সতত তোমারি ॥
নহে মিথ্যা বেদবাণী, আমি না দেখিতে জানি,
কি দেখিতে কি দেখি নাথ্,—সে ত্রুটী আমারি ॥
এ বিশ্ব তোমারি মায়া, সত্য-আবরণী ছায়া,
ছায়ামাঝে ঐ যে আমার—মোহন মুরারি ॥]

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

[২০ অন্বয়ঃ। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে।]

[২১ অন্বয়ঃ। যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাম্ অহং বিদধামি।]

[২২ অন্বয়ঃ। সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্যাঃ আরাধনম্ ঈহতে, ততঃ চ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে।]

২০। অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ভোগকামী মূঢ়গণ, নিজ নিজ প্রকৃত্যানুযায়ী কামনামুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ কেহ পুত্র, কেহ পত্নী, কেহ পতি, ধন, ইত্যাদি ভোগ্যলাভের কামনায় সকাম কর্ম্মের যে সকল নিয়মাদি পালনের বিধি আছে তাহা পালনকরতঃ নানাপ্রকার দেবদেবীর উপাসনাসহ বারব্রতাদি সকাম কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে।

২১। যে যে সকাম ব্যক্তি, নিজ নিজ কামনানুযায়ী যে যে দেবদেবীর অর্চ্চনা শ্রদ্ধাসহ করে, তাহার সেই শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ় করিয়া দিই।

২২। সেই সকামকর্ম্মিব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধাসহ দেবার্চ্চনাদি করিলে, তাহার কামনাস্বরূপ ফলপ্রাপ্তি, আমার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

[২৩ অন্বয়ঃ । তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎফলম্ অন্তবৎ ভবতি ; হি দেবযজঃ দেবান্ যান্তি ; মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি ।]

[২৪ অন্বয়ঃ । মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অবুদ্ধয়ঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে ।]

[২৫ অন্বয়ঃ । অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ, সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন । অয়ং মূঢ়ঃ লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যক্তং ন অভিজানাতি ।]

২৩। অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রাশয়গণ ঐরূপ সকাম কর্ম্মসকল করিয়া অতি সামান্য, অনিত্য ভোগসুখ লাভ করে। কিছুদিন দেবলোকে বাসই তাহাদের সর্ব্বোচ্চ ফললাভ। কিন্তু আমার ভক্তসাধকগণ; আমাকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ অক্ষয় পরমানন্দ ভোগ করেন) ।

২৪। অল্পবুদ্ধিগণ আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরম, অব্যক্ত (অর্থাৎ এই মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত এক, অদ্বিতীয় সদ্রূপী ব্রহ্ম) ভাবকে বুঝিতে না পারিয়া স্থূলশরীরবিশিষ্ট নানা মূর্ত্তিতে আমাকে কল্পনা করে ।

২৫। আমি যোগমায়ার অন্তরালে অর্থাৎ আমার জ্ঞানরূপিণী মায়াশক্তির অন্তরালে আছি ; সকলের নিকটে আমি প্রকাশিত নহি জন্মমৃত্যুর অতীত, আমার সেই পরম, নিত্যস্বরূপকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভোগকামিগণ কখনই বুঝিতে পারে না ।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

[২৬ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন ! অহং সমতীতানি, বর্ত্তমানানি, ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ ; তু কশ্চন মাং ন বেদ ।]

[২৭ অন্বয়ঃ। হে ভারত ! হে পরন্তপ ! সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি ।]

[২৮ অন্বয়ঃ। যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপং অন্তগতং, দ্বন্দ্ব-মোহনির্ম্মুক্তাঃ তে দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে ।]

২৬। হে অর্জ্জুন ! আমি এই জগতের সকলেরই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবগত আছি ; কিন্তু আমার সকল বিষয় কেহই বুঝিতে পারে না ।

২৭। হে শত্রুন্তপ অর্জ্জুন ! ভোগের অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তি হইতে যে দ্বন্দ্বভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই জীবের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিয়া ভগবানের দিকে ফিরিতে দেয় না ; শরীরাভিমানগ্রস্ত থাকাহেতু সংসারের মোহেই আবদ্ধ হইয়া অধোগতিলাভ করে ।

২৮। যে সকল পবিত্রকর্ম্মা পুণ্যান্তঃকরণ ব্যক্তি (অর্থাৎ যাঁহারা ন্যায়, সত্য, দয়া ও সারল্যসহ, অবশ্যকর্ত্তব্য বিহিতকর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, নতুবা নানাপ্রকার বারব্রতাদির তামসী অনুষ্ঠান করিতেছে বটে, কিন্তু স্বার্থসাধনস্থলে, ন্যায়, সত্য ও সারল্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না ; অনায়াসে উহাদিগকে পদদলিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে রত হয়, এরূপ পশুগণ নহে) পুণ্যাচরণদ্বারা, স্বাপনাপন প্রকৃতিকে

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[২৯ অন্বয়ঃ। যে জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি, তে তৎ ব্রহ্ম কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ।]

[৩০ অন্বয়ঃ। যে চ মাং সাধিভূতং, সাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ বিদুঃ, প্রয়াণকালে অপি তে যুক্তচেতসঃ মাং বিদুঃ।]

মালিন্যরহিত করিয়াছেন তাঁহারাই আসক্তি ও বিরক্তিরূপ দ্বন্দ্বোত্থিত মোহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া, দৃঢ়-অধ্যবসায়সহ আমার সাধনে নিযুক্ত হন।

২৯। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণকরতঃ পুনঃ পুনঃ জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু-প্রাপ্তিরূপ অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য, যে সকল বৈরাগ্যবান্ সাধক, আমাতে একান্তা ভক্তি রাখিয়া দৃঢ়তাসহ অধ্যাত্ম-সাধনেরত হন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম সাধন কি প্রকার এবং নির্ম্মল জ্ঞানযোগসহ সাংসারিক কর্ম্মসমূহই বা কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

৩০। যাঁহারা আমাকে অধিভূতসহ, অধিদৈবসহ, অধিযজ্ঞসহ জানেন সর্ব্বদাই আমার ভাবযুক্ত সেই সাধকগণ শরীরত্যাগকালেও আমাতেই স্থির থাকেন।

অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি, তাহা পরেই, অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমেই, অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জন্যই এ স্থলে ও-সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয় নাই।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

[১।২ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে পুরুষোত্তম! তদ্‌ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? কর্ম্ম কিম্? অস্মিন্ দেহে অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞঃ কঃ, অত্র কথং? প্রয়াণ-কালে চ নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি?]

[৩ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম, স্বভাবঃ অধ্যাত্মং উচ্যতে, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।]

১।২। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? এই শরীরে অধিভূত কি, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে এবং হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞরূপে কে কি প্রকারে বিদ্যমান? আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, যোগযুক্ত সাধকগণ শরীরত্যাগকালে তোমাকে কি ভাবে গ্রহণ করেন?

৩। ভগবান্ কহিলেন (১) পরম অক্ষর পুরুষই ব্রহ্ম অর্থাৎ জগৎ বিদ্যমান থাকুক, বা না থাকুক, সেই এক অদ্বিতীয়, নামরূপবর্জ্জিত চিৎস্বরূপ

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। হে দেহভৃতাংবর! অত্র দেহে ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতং, পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্, অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ।]

পুরুষ, যিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য ইহাতে 'আত্মা' এই উপাধিও প্রযুক্ত হয় না; কারণ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই সাক্ষীস্বরূপ "আত্মা" উপাধি প্রযুক্ত হইতে পারে; আর জগদ্ভাব অর্থাৎ বিষয়পূর্ণ জ্ঞানভাব, বিদ্যমান না থাকিলে, তাঁহাতে "আত্মা" উপাধিও প্রযুক্ত হইতে পারে না; কারণ তখন আর তিনি কিসের সাক্ষী হইবেন? এই জন্য যিনি 'আত্মা' উপাধিরও অতীত তিনিই পরব্রহ্ম। (২) নিজভাবই অর্থাৎ বিষয়মুক্ত, পরমানন্দ বা ব্রহ্মের সহিত অভেদে বিরাজিতা মুলা অব্যক্তা প্রকৃতিই 'অধ্যাত্ম'। (৩) আর ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়ভাবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বিসর্গঃ বা সঙ্কল্প অর্থাৎ 'আমি বহু হইব', ইত্যাকার ভগবদিচ্ছাই 'কর্ম্ম'। (জীবভাবেও সঙ্কল্পই যথার্থ কর্ম্ম; ইন্দ্রিয়দ্বারা পরে প্রকাশিত বা সম্পাদিত হয় মাত্র)।

৪। হে মানবশ্রেষ্ঠ! (৪) এই শরীরে, ক্ষরভাব অর্থাৎ ভূতপঞ্চদ্বারা গঠিত ইন্দ্রিয়গণযুক্ত স্থূলশরীর, ও মন, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপী সূক্ষ্মশরীর, যাহাদের পরিণামস্রোতঃ অবিরামগতিতে বহিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও যাহারা একভাবে স্থির নহে, সেই অপরাপ্রকৃতিনাম্নী পরিণামী ভাবতরঙ্গই আমার "অধিভূত" মূর্ত্তি। (৫) পুরুষই অর্থাৎ কারণশরীরে বিদ্যমান সাক্ষীস্বরূপ অপরিণামী আত্মাই আমার 'অধিদৈব' মূর্ত্তি। (৬) আর 'অহমই' অর্থাৎ উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের কৃতকর্ম্মসকলে 'আমি'ই করিতেছি, ইত্যাকার ভ্রান্তিযুক্ত, শরীরাভিমানী অহংজ্ঞানরূপ জীব বা পরাপ্রকৃতিই আমার অধিযজ্ঞ' মূর্ত্তি। (উক্ত তিন মূর্ত্তিতেই যিনি ভগবানকে সতত দর্শন করেন, তিনি সদাযুক্ত)।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

[৫ অন্বয়ঃ । অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রযাতি, সঃ মদ্ভাবং যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি ।]

[৬ অন্বয়ঃ । হে কৌন্তেয় ! অন্তে যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তম্ এব এতি ।]

---

৫ । শরীরত্যাগকালে, যে সাধক আমার ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বাহির হইতে পারেন, তিনি শরীরত্যাগান্তে আমাকে প্রাপ্ত হন ।

৬ । সর্ব্বদা যিনি যে ভাবের ভাবী, অর্থাৎ সতত যাঁহার হৃদয়ে যে ভাব বিদ্যমান, মৃত্যুকালেও সেই ভাবেই তাঁহাতে স্ফুরিত থাকে এবং যিনি যে ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহার ভাবীপরিণামও তাই ।

অধিকাংশ সময় যাহাতে যে ভাব স্ফুরিত থাকে, সেই ভাবই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অভ্যস্ত ভাব । যেমন, একজন সাধারণ মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ ভাব এই যে, 'আমি এই শরীর', এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার গৃহাদি ধনসম্পত্তি । মৃত্যুকালেও তাহাতে, এই অজ্ঞানভাবই স্থির থাকিল সুতরাং "আমি এই শরীর" ইত্যাকার ভ্রান্তি এবং আমার এই সমস্ত পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি ইত্যাকার আসক্তি, এই উভয় ভাবদ্বারা তাহার সূক্ষ্মশরীর ভাবিত থাকিল এবং ইহারই পরিণামস্বরূপ, তাহাকে পুনরায় ঐ ভাবেই গঠিত হইতে হইল । 'আমি শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে, এবং 'আমার এই সমস্ত' ইত্যাকার আসক্তিজন্য, সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বজীবনের কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইতে

হইল। পক্ষান্তরে একজন উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন সাধক, অর্থাৎ জ্ঞান ও সাধনদ্বারা যাঁহার শরীরাভিমান বিদূরিত, আত্মভাব ব্রহ্মাকারাকারিত, হৃদয়ে 'আমার আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিজন্য আসক্তি আদৌ নাই, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে, বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্যসকল করিয়া যাইতেছেন এবং ভগবান্‌কে 'সাধিদৈব', 'সাধিভূত' ও সাধিযজ্ঞ' এই তিন মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বিদ্যমান দেখিয়া নির্ম্মলা ভক্তিপ্রবাহে যাঁহার হৃদয় সতত প্লাবিত রহিয়াছে, এমন মুক্ত সাধকের স্বতঃসিদ্ধ ভাব পূর্ণ ভগবন্ময় অর্থাৎ ভগবদ্ভাবসাগরে তাঁহার নিজ ভাবপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া একাকার লাভ করিয়াছে। এরূপ উচ্চ সাধকের ভগবন্ময়ত্ব মৃত্যুকালেও স্থির থাকে ও ভগবদ্প্রাপ্তিই তাঁহার সুধাময় পরিণাম। এরূপ উচ্চ সাধকের বহিরাচরণ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে বুঝিতে পারা কঠিন, কারণ তাঁহার বাহিরের কর্ম্ম সকল অভিনয়মাত্র; তাহার সহিত তাঁহার অন্তর্ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্।

উক্তপ্রকারে উচ্চ সাধককে যদি কোন কারণবশতঃ শবদাহকারী বা বিষ্ঠাভারবাহী চণ্ডালের গৃহে শরীর ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না; তিনি নির্ব্বিকারহৃদয়ে ব্রাহ্মীস্থিতিতে শরীর ত্যাগ করতঃ মুক্তপুরুষদিগের গতিকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, একজন সংসারাসক্ত, শরীরাভিমানী, অজ্ঞান লোকের মহাতীর্থে মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়। তবে মৃত্যুকালে একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন শরীরাভিমানী ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়বর্গ গঙ্গাতীরে আনিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভগবন্নামকীর্ত্তন হইতেছে, এরূপ অবস্থায় আসন্নকালে তাহার হৃদয়ে যদি কিছু উদাসবৈরাগ্যভাবের ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরজীবনে তাহার হৃদয়ের গতি ভগবানের দিকে কতকটা ফিরিতে পারে, এইরূপ সাধু উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, মনীষিগণ কর্ত্তৃক, মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে বা অন্য কোন পবিত্রনাম ক্ষেত্রে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে লইয়া আসিবার প্রথা

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর, যুদ্ধ্য চ, ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি।]

[৮ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন ন অন্যগামিনা চেতসা পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং (গতিং) যাতি।]

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর শেষজীবনে কাশ্যাদি ক্ষেত্রে বাস করিবার প্রথার মূল, গুপ্ত-উদ্দেশ্যসংসজলাভ ও তজ্জন্য নিজপ্রকৃতির অনুসরণ, এবং মোহের সাক্ষাৎ কারণসমূহ, অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ ও ধন সম্পত্ত্যাদি হইতে দূরে অবস্থিতিজন্য সংসারাসক্তির হ্রস্বতাসাধন। তবে যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিসহ তীর্থে বাস করেন, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে, তাঁহাদের লাভ অতি সামান্য।

৭। অতএব, হে অর্জ্জুন! আমাকে সর্ব্বদা স্মৃতির মধ্যে রাখিয়া যুদ্ধ কর; (এখানে এ যুদ্ধের অর্থ, সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে হৃদয়কে স্থির রাখিবার চেষ্টা) মন, বুদ্ধি যদি আমাতেই পড়িয়া থাকে, নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

৮। হে অর্জ্জুন! যদি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ ঐরূপ অভ্যাসযোগ-যুক্ত, থাকে, তাহা হইলে শরীরত্যাগ কালেও তাহা, সেই অভ্যাস হইতে বিমুখা হইবে না; আত্মারূপী পরমপুরুষেই অর্থাৎ আমার আধিদৈব মূর্ত্তিতেই সংযুক্ত থাকিবে ও দেহত্যাগান্তে দিব্যগতি লাভ করিবে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্ ॥ ১০ ॥

[৯।১০। অন্বয়ঃ। প্রয়াণকালে, অচলেন মনসা ভক্ত্যা, যোগবলেন চ এব যুক্তঃ ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য, যঃ তমসঃ পরস্তাৎ কবিং, পুরাণম্, অনুশাসিতারম্, অণোঃ অণীয়াংসম্, অচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং সর্ব্বস্য ধাতারম্ অনুস্মরেৎ, সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি।]

৯।১০॰। যিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী, পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, সর্ব্ব-নিয়ন্তা অর্থাৎ যাঁহার শাসনে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও জীবসকল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া, পরিণতিচক্রে যথানিয়মে ঘুরিতেছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সর্ব্বস্রষ্টা, যাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইলে, মন আপনাকে হারাইয়া ফেলে এবং যিনি প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষরূপী স্বপ্রকাশ আত্মা, শরীর ত্যাগকালে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে উন্নয়নকরতঃ স্থিরান্তঃকরণে নির্ম্মলা ভক্তির সহিত অভ্যস্তসাধনগুণে তাঁহাতে আপনাকে যুক্ত করিয়া যিনি শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হন।

(এসকল অপরোক্ষ সাধনতত্ত্ব, সদ্‌গুরুর নিকট হইতে জানিয়া, ক্রমে ক্রমে ইহাতে উঠিতে হয়। ইহা আপনাপনি হইবার নহে)।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

[১১ অন্বয়ঃ। বেদবিদঃ যং অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যং বিশন্তি, যং ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎপদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।]

[১২।১৩ অন্বয়ঃ। সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য, মূর্দ্ধ্নি প্রাণম্ আধায়, আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ, 'ওঁ' ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্, মাম্ অনুস্মরন্, দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি, সঃ পরমাং গতিং যাতি।]

১১। বেদবেত্তাগণ যাঁহাকে অক্ষর আত্মারূপে বর্ণন করেন, ভোগাসক্তি-বর্জ্জিত উচ্চ সাধকগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাগরে আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দেন এবং যে প্রবেশলাভরূপ মহাসিদ্ধিকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য করেন অর্থাৎ ক্ষমার্জ্জবদয়াসন্তোষসত্যের সহিত, আহারবিহারাদির নিয়মরক্ষারূপ বহির্ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মযোগসাধনরূপ অন্তর্ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই পরম পুরুষের বিষয়ই তোমাকে সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

১২।১৩। মনকে হৃদয়ে অর্থাৎ আত্মসাধনভাবে অবরুদ্ধকরতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকেও রুদ্ধ করিয়া (কারণ, মনের বহির্গতি রুদ্ধ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বিফল হইয়া পড়ে) অভ্যস্ত সাধনভাব, অর্থাৎ ব্রাহ্মীগতি অবলম্বন করিলেই, প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগত হইবে। সেই অবস্থায়, 'ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি'

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

[১৪ অন্বয়ঃ। যঃ অনন্যচেতাঃ সততং নিত্যশঃ মাং স্মরতি, হে পার্থ! তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ।]

[১৫ অন্বয়ঃ। পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ, মাম্ উপেত্য পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং চ জন্ম ন আপ্নুবন্তি।]

[১৬ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনঃ আবর্ত্তিনঃ; হে কৌন্তেয়! তু মাম্ উপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।]

এই স্মৃতির সহিত প্রণব উচ্চারণকরতঃ শরীরত্যাগ করিলেই সাধক পরমা গতি লাভ করিবেন।

১৪। যে সাধকের চিত্ত সর্ব্বদা আমাকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মের সহিত যাঁহার ভাগবতী স্মৃতি মিলিত থাকে তিনি সর্ব্বদাই যুক্তভাবাপন্ন। ঐরূপ যোগীর পক্ষে আমি সুলভ অর্থাৎ তিনি শরীরত্যাগ-কালে বিনাক্লেশেই আমার স্বরূপাবস্থিতিকে হৃদয়স্থ রাখিতে পারেন।

১৫। যে মহাত্মাগণ, পরমা সিদ্ধির সহিত অর্থাৎ অভ্রান্ত সাধনগুণে, পূর্ণস্বরূপ, এক, অচঞ্চল ব্রহ্মসত্বাতে, আপনার জীবাভিমানরূপ মিথ্যা সত্বাকে মগ্ন করিয়া শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আগারস্বরূপ অনিত্য পুনর্জ্জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ পান।

১৬। সকাম-কর্ম্মিগণ ব্রহ্মার স্থিতিস্থান প্রাপ্ত হইলেও, ভোগকালান্তে

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

[১৭ অন্বয়ঃ। সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ, যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং [যে] বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।]

পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কেবল যে জ্ঞানযোগিগণ যোগফলস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

১৭। সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক দিবাভাগ, এবং পুনঃ সহস্র যুগ পর্য্যন্ত এক রাত্রিভাগ। এই দিবারাত্রিকে যিনি বুঝেন, তিনিই দিবা-রাত্রির তত্ত্বজ্ঞ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে এক পূর্ণযুগ। এইরূপ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবা ও অন্য সহস্রযুগে এক রাত্রি। এই দিবাই যথার্থ দিবা; কারণ এই দিবাভাগেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদিপূর্ণ এই বিশ্বভাবের প্রকাশ। আর ঐ ব্রহ্মার রাত্রিই যথার্থ রাত্রি; কারণ ঐ ব্রাহ্মী রাত্রিকালে, সমস্ত বিশ্বভাবই অব্যক্ত কারণসমুদ্রে ডুবিয়া যায় ও কিছুর প্রকাশ থাকে না। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যরশ্মির প্রাপ্তিকেই দিবা ও তাহার অপ্রাপ্তিকেই রাত্রি বলি; কিন্তু ইহা যথার্থ দিবা বা রাত্রি নহে। কারণ, আমাদের যখন রাত্রি, তখন এই পৃথিবীরই অন্যত্র, যেমন আমেরিকাতে, দিবা; অন্যান্য লোকের ত কথাই নাই। আবার দেখ, এই রাত্রিকালে যদিও অন্ধকার হয় বটে, কিন্তু কিছুরই অপ্রকাশ থাকে না; চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্র এবং আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত জগদ্ভাবই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এ রাত্রি রাত্রিই নহে। আর ব্রহ্মার যে রাত্রি তাহাই যথার্থ রাত্রি; কারণ তখন কিছুরই প্রকাশ থাকে না। আমাদের সুষুপ্তিকালে যেমন কিছুরই প্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মার সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিশ্বভাবই

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

[১৮ অন্বয়ঃ। অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, রাত্র্যাগমে তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে।]

[১৯ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে; অহরাগমে অবশঃ প্রভবতি।]

[২০ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।]

অব্যক্ত তমোসাগরে ডুবিয়া যায়। প্রভেদ এই, ইহা অল্পক্ষণ, তাহা অধিকক্ষণ এবং ইহাও কল্পনার মধ্যে।

১৮। ব্রহ্মার দিবা উপস্থিত হইলেই সমস্ত বিশ্বভাব প্রকাশ পায়, এবং রাত্রি আসিলেই সমস্ত অব্যক্তে অর্থাৎ কারণ-সাগরে ডুবিয়া যায়।

আমাদের সুষুপ্তিকালে, যেমন ব্যষ্টি অহংজ্ঞান সমস্ত জগদ্ভাবকে লইয়া কারণে প্রবেশকরতঃ নাস্তিকে প্রাপ্ত হয়; বিরাট সমষ্টি ব্রহ্মাও তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বভাবকে লইয়া কারণাভ্যন্তরে প্রবেশকরতঃ নাস্তিকে লইয়া থাকেন।

১৯। অতএব হে পার্থ! সমস্ত ভূতভাবই অর্থাৎ জ্ঞানেরই দুই মূর্ত্তি জড়ভাব ও জীবভাব পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবাভাগে প্রকাশ পায় ও রাত্রি-ভাগে কারণে প্রবেশ করে।

২০। ঐ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে এক সনাতন পরভাব সমভাবে

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌ ॥ ২২ ।

[২১ অন্বয়ঃ । অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তং পরমাং গতিম্‌ আহুঃ, যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম ।]

[২২ অন্বয়ঃ । হে পার্থ ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি, যেন ইদং সর্ব্বং ততং, সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ ।]

বিদ্যমান তাহা সমস্ত ভূতভাবের (জীব ও জড়ভাবের) বিনাশেও নাশপ্রাপ্ত হয় না।

'অস্তি'ই ব্যক্তভাব ও 'নাস্তি'ই অব্যক্তভাব। এই অস্তি ও নাস্তি উভয় ভাবেরই সাক্ষীস্বরূপ পরম আত্মভাব চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান। তিনি অহমের অস্তিময় ব্যক্ত ও নাস্তিময় অব্যক্তি, জ্ঞানের এই দুই মূর্ত্তিকেই অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, কিন্তু ঐ উভয় ভাবের সাক্ষীস্বরূপ আত্মা। এইজন্যই আত্মারূপী পরমপুরুষ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত।

২১। সেই অব্যক্ত অক্ষর ভাবকেই সকলের গতি বলা হইয়া থাকে। ঐ পরম ভাবকে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ সাধনের ঐ উচ্চতম ভাবকে আশ্রয় করিয়া শরীর ত্যাগ করিতে পারিলে আর ফিরিতে হয় না ; কারণ উহাই আমার স্বরূপ।

২২। হে অর্জ্জুন ! এই পরমপুরুষ সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং সমস্ত ভূতভাবই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ঐকান্তিকী-ভক্তিসহ সাধন করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

[২৩ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ ! যত্র কালে প্রযাতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামি।]

[২৪ অন্বয়ঃ। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ, ষণ্মাসাঃ, উত্তরায়ণং তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি।]

২৩। হে অর্জ্জুন! এইবার আমি দুইটি পন্থার কথা বলিতেছি, কোন যোগী যাহার একটিকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন, আর কোন যোগী অন্যটিকে আশ্রয় করিয়া আর পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

২৪। যাহাতে অগ্নির্জ্যোতি, দিবা, শুক্ল, ছয়মাস, উত্তরায়ণ বর্ত্তমান, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণ শরীরত্যাগান্তে, তাহাতে গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ অর্থাৎ যাঁহারা পরোক্ষ-জ্ঞানলাভকরতঃ বিচারদ্বারা বুঝিয়াছেন যে, আপনি কি, ব্রহ্মই বা কি, এবং পরে অপরোক্ষ সাধনদ্বারা আত্মাস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ভগবানে আপনাকে যুক্ত করিয়া জীবাভিমানরূপ ভ্রান্তিকে সেই পরম যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদানকরতঃ ব্রহ্মা-কারাকারিত 'অহং'-রূপে এই শরীরকারাগার হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করেন অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কিছুকাল মহামায়ার এই অনন্ত জগদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় লীলা দর্শনকরতঃ বিচরণ করেন, তাহার স্থিতিকাল ছয়মাস। এ ছয়মাস আমাদের ছয়মাস নহে; ইহা ব্রাহ্মবৎসরের অর্দ্ধ অর্থাৎ আমাদের যে আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসরে

ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি, সেই দিবারাত্রিতে এক দিন ধরিয়া তাহার ত্রিশ দিনে এক মাস এবং এই মাসের ছয়মাস কাল তাঁহারা যে অবস্থায় থাকেন তাহকেই শুক্লাবস্থা বলা হয়। সে অবস্থা তমোময়ী নহে, পূর্ণজ্ঞানময়ী। আবার সে জ্ঞানও শরীরীজীবের মত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান বহুবিস্তৃত, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য-গ্রহ, নক্ষত্রাদি যাবতীয় লোকের ব্যাপার যথা তাহাদের আকৃতি, স্থিতি, গতি ও যে সকল পদার্থ তাহাদের মধ্যে আছে, সমস্তই সে জ্ঞানের অন্তর্গত। আমাদের সৌর জগতের মত অগণ্য সৌরজগৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে এক এক পৃথক্ চক্ররূপে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত সৌরজগতের সমস্ত ব্যাপার তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে দর্শন করিবেন। এখনই বৃহস্পতিলোকে আছেন, হঠাৎ ইচ্ছা হইল "শুক্রলোকে যাই"। যেমন ইচ্ছার উদয়, অমনি তাহার পূরণ অর্থাৎ তৎক্ষণেই শুক্রলোকে উপস্থিত। আবার তথা হইতে ইচ্ছা করিলেন, অরুন্ধতি বা হরিতালীক্ষেত্রে যাই, অমনি তন্মুহূর্ত্তেই তথায় উপস্থিত; এইরূপে এই অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শনের বহিরানন্দও তাঁহারা যথেচ্ছ উপভোগ করেন। ইহাই তাঁহাদের পুরস্কার। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য, যথা 'সবা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে। য এতে ব্রহ্মলোকে তং ব্রা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি"। ছান্দোঃ প্রঃ।৮।খঃ ১২।মঃ ৫।৬।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, "মুক্তজীব বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রদ্বারা এবং বিশুদ্ধ মনদ্বারা যাহা ইচ্ছা দর্শন করেন ও যাহা ইচ্ছা ভোগ করেন। তথায় ব্রহ্মস্থ সেই দেবপুরুষগণ পরমাত্মারই সেবা করেন এবং সেই পরমাত্মার কৃপায় সমস্ত লোকই তাঁহাদের আয়ত্ত ও সর্ব্বপ্রকার ভোগেচ্ছাই তাঁহাদের পূর্ণ। ঐ অবস্থায় পরমাত্মার অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বসকল তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।"

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

[২৫ অন্বয়ঃ। ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং, তত্র যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।]

শ্রুতিও দেবযানপথের মুক্তপথিকগণের উক্তপ্রকার মহা পুরস্কারের ঘোষণা করিতেছেন। এই সকল মুক্ত পুরুষগণের অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত শরীরমুক্ত অহংজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ? জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডবৎ। সে অপূর্ব্ব জ্ঞানাগ্নির দীপ্তি অতি ভাস্বর এবং সৌরকরবৎ প্রকাশময়। সে জ্ঞানজ্যোতিঃ কখনও কোন প্রতিবন্ধের দ্বারা আবরিত হইবার নহে, তাহা দিবালোকবৎ সতত সর্ব্বপ্রকাশী। এই জন্য সে জ্ঞানের নিকটে, রাত্রিবৎ অজ্ঞান-তমোভাবের আবরণীশক্তি আদৌ স্থান পায় না। সেই ব্রহ্মানন্দময় জ্ঞানাগ্নিপিণ্ডসকল অনন্ত ব্রহ্মসাগরে ভাসমান থাকিয়া অনন্ত বিশ্বব্যাপার দর্শন করেন; তাঁহাদের এই অবস্থা সগুণ মুক্তাবস্থা, কারণ তখনও "অহংরূপ" বিশেষত্ব আছে। যদিও সে "অহং" ব্রহ্মানন্দময়, তথাপি জলে ভাসমান জলবিম্ববৎ তাহাতে এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে যাহা হউক, পরে উত্তরোত্তর তাঁহাদের সেই বিশেষত্ব খণ্ডিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্ব উপস্থিত হয় ও 'অহং' একেবারে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

এই শরীর ধারণ করিয়া, এই উত্তরায়ণগতিকে বুঝিবার চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ তাহা শরীরান্তে মুক্ত মহাপুরুষগণের ভোগ্যাবস্থা। সে রাজ্যে কি আছে, বৃথা কল্পনাদ্বারা তাহার মূর্ত্তিরচনাপেক্ষা, যাহাতে যত শীঘ্র সে রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সে আনন্দ গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাই বিবেকবান্ পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য।

২৫। যাহাতে ধূমরাত্রি, কৃষ্ণাগতিযুক্ত ছয়মাস দক্ষিণায়ন, তাহাতে চান্দ্রজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া যোগী পুনরায় এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

[২৬ অন্বয়ঃ। জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী হি শাশ্বতে মতে; একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে।]

এ যোগী কোন্ যোগী? পূর্ব্বেই তো জ্ঞানযোগীর শুক্লাগতিলাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; তাহা হইলে তো এ যোগী জ্ঞানযোগী নহে, সকাম কর্ম্মযোগী। যাঁহারা ভোগফললাভের কামনায়, কূপতড়াগাদিখনন, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়াদিপ্রতিষ্ঠা, আতুরাশ্রমাদিস্থাপনরূপ লোকহিতকর নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্ষমা, সত্য, সারল্য, দয়া ও ন্যায়ের সহিত সংসারকর্ম্ম সম্পাদনকরতঃ সকাম-ভক্তিসহ ভগবানের পূজার্চ্চনাদি করেন তাঁহারাই কর্ম্মযোগী এবং তাঁহারাই শরীরত্যাগান্তে এই কৃষ্ণাগতি লাভ করেন। এই কৃষ্ণাগতি তমোময়ী, অর্থাৎ ইহাতে জ্ঞানসূর্য্যের বিকাশ নাই এবং ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতভোগও নাই। ইহাতে ভোগ প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু সে ভোগ ইন্দ্রিয়ের ভোগ। ইহারা শরীরযুক্ত, কিন্তু সে শরীর তাপযুক্ত শরীর নহে, তাপমুক্ত দেবশরীর, অর্থাৎ তাহাতে রোগশোকাদি দুঃখভোগের উৎপাত নাই কেবল বহুবিধ ভোগসুখে পূর্ণ। তাঁহাদের এই প্রকাশ চান্দ্রজ্যোতিবৎ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার ক্রমে হ্রস্বতার দিকে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে। এই জন্যই এই অবস্থাকে দক্ষিণায়নগতি বলা হয়; আর শুক্লাগতিতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে, এই জন্যই উহাকে উত্তরায়ণ বলা হইয়া থাকে।

২৬। এই শুক্লা ও কৃষ্ণাগতি জগতের আদি হইতেই বিদ্যমান আছে একটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, আর অন্যটিতে হয় না। অর্থাৎ কৃষ্ণাগতিতে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ পুনরায় এই মানুষী শরীর ধারণ করিতে হয়, আর শুক্লাগতিতে ব্রহ্মানন্দময়ী মুক্তি।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[২৭ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব।]

[২৮ অন্বয়ঃ। বেদেষু যজ্ঞেষু, তপঃসু চ, দানেষু এব যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম্ ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি আদ্যং পরং স্থানং চ উপৈতি।]

২৭। ঐ উভয় প্রকার গতিরহস্য বুঝিয়া জ্ঞানযোগী ভ্রান্ত হন না অর্থাৎ সকামাভক্তি ও সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্কামাভক্তি বা বৈরাগ্যপূর্ণ ভালবাসাসহ জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে অধ্যাত্মসাধনপথে আপনাকে উন্নত করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! সকল সময়েই যোগযুক্ত থাকিবার অর্থাৎ ভগবল্লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইবার) অভ্যাস কর।

২৮। বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে সমস্ত পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানকর্ম্মযোগী সাধক সে সকলের রহস্য বুঝিয়া সেসকল কর্ম্মফলকে অতিক্রমকরতঃ সেই পরমানন্দময় আদিস্থান প্রাপ্ত হন।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, বিজ্ঞানসহিতম্ ইদং গুহ্যতমং জ্ঞানং তু অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে।]

[২ অন্বয়ঃ। ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যম্ অব্যয়ং কর্ত্তুং সুসুখম্।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার বাক্যে তুমি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্; সেইজন্য তোমাকে অতি গুপ্ত বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানোপদেশ দান করিতেছি অর্থাৎ অপরোক্ষ সাধনতত্ত্বপূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি; এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

২। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ; রাজযোগিগণের অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মযোগিগণের হৃদয়ের গুপ্তধন; ইহা অতি উচ্চ, অতি পবিত্র এবং আমার সাক্ষাৎ অবগতিস্বরূপ। ইহার সাধনে (হটযোগাদির ন্যায়) কোন কষ্ট নাই; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারবিশিষ্ট নহে এবং ইহার পরম ফল মুক্তি।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

[৩ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে।]

[৪ অন্বয়ঃ। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং; সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি, অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ।]

[৫ অন্বয়ঃ। মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য; ভূতানি চ মৎস্থানি ন, মম আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবনঃ চ, ন ভূতস্থঃ।]

৩। হে শত্রুনাশন! এই রাজযোগরূপ পরম ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে না পাইয়া এই জন্মমৃত্যুপূর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করে।

৪। আমার অব্যক্ত-মূর্ত্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূতভাবই আমাতে রহিয়াছে; কিন্তু আমি সে সকলে নাই।

(৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

৫। আমার আশ্চর্য্য ঐশীপ্রভাব দর্শন কর যে, কোন ভূতভাবই আমাতে নাই এবং আমিও কোন ভূতভাবেই নাই, অথচ আমি ভূতভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি ও পালন করিতেছি।

সাক্ষীস্বরূপ আত্মভাব জাগতিক কোন ভাবের সহিতই লিপ্ত নহে; অথচ আত্মভাব না থাকিলে জাগতিক কোন ভাবেরই প্রকাশ থাকিতে

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

[৬ অন্বয়ঃ। সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ যথা নিত্যম্ আকাশস্থিতঃ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়।]

[৭ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি ; পুনঃ কল্পাদৌ তানি বিসৃজামি ॥]

পারে না। ভাবমাত্রেরই অস্তিত্ব 'অহংজ্ঞানের উপরে এবং অহমের অস্তিত্ব বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। অহমের প্রকাশ না থাকিলে অন্য কিছুরই প্রকাশ থাকে না এবং বোধস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অহমেরও প্রকাশ নাই। অতএব আত্মভাবই সকল ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পালন করিতেছে। কিন্তু আত্মা কিছুরই সহিত লিপ্ত নহেন, কারণ জাগতিক কোন ভাবের অস্তিত্বের সহিতই তাঁহার অস্তিত্ব, বা নাস্তিত্বের সহিত তাঁহার নাস্তিত্ব ঘটে না। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উভয় ভাবেরই অতীত, কিন্তু উভয়ের ভাবকেই সাক্ষীস্বরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

৬। সর্ব্বত্র গতিশীল বায়ু যেমন আকাশে রহিয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত ভূতভাবই আমাতে বিদ্যমান। এইরূপে আমার স্থিতিকে বুঝ।

৭। কল্পান্তে (প্রলয়কালে) সমস্ত ভূতভাবই আমার ('অব্যক্তা) প্রকৃতিতে প্রবেশ করে (যেমন আমাদের সুষুপ্তিকালে ঘটে), আবার কল্পারম্ভে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

[৮ অন্বয়ঃ। প্রকৃতের্বশাৎ স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য ইমং কৃৎস্নম্ অবশং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি।]

৮। আমি স্বভাববশে নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ এই ভূতভাবসকলকে সৃজন করি।

চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ ; তন্মধ্যে চিৎস্বরূপই পুরুষ, আর আনন্দই তাঁহার প্রকৃতি। এই প্রকৃতিপুরুষে কোন ভেদ নাই, নির্ব্বিশেষে একাকারে বিরাজিত। এ আনন্দ, শব্দস্পর্শাদি বিষয়জনিত নহে, সুতরাং ইহাতে ভেদ নাই। এ আনন্দ, পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অনুভূত হইবার নহে ; অপরোক্ষ সাধনের উচ্চতমসীমায়, এই পরমানন্দের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র। এই পরমানন্দই চিৎস্বরূপ পুরুষের অব্যক্তা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি হইতেই ভূতভাবের উৎপত্তি, অর্থাৎ এই আনন্দরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিই বহির্মুখী হইয়া 'অহং'জ্ঞানরূপ জীবে পরিণত হয়। প্রকৃতির এই বহির্মুখীগতি ত্রিগুণা, অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বিশিষ্টা। চিৎস্বরূপ পুরুষের আনন্দ-রূপিণী প্রকৃতির জ্ঞানমূর্ত্তিতে বহিস্ফুরণই মায়া এবং এই জগৎ অর্থাৎ জড় ও জীবভাব, এই মায়াশক্তিরই মূর্ত্তি। যাহা আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এবং এখনও পরিণামিত্ব হেতু যাহাকে নাই বলিলেই হয়, এমন যে ভূতভাব তাহাকে মায়া বা মিথ্যা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ?

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ চ উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।]

[১০ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে; অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে।]

৯। হে ধনঞ্জয়! এই সকল কর্ম্মে আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃতির এই সকল কর্ম্মে আমি নির্লিপ্ত, কেবল সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছি মাত্র। কোন কর্ম্মেই আমার আসক্তি নাই।

১০। আমার সাক্ষাত্বের উপরে, প্রকৃতি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বভাবকে প্রসব করে। হে অর্জ্জুন! এই বিশ্বভাবের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও লয়ের ইহাই কারণ!

স্বর্ণকার যেমন একটি লৌহপিণ্ডের (ইহাকে কুট বা সাধারণ কথায় নেহাই বলে) উপরে রাখিয়া স্বর্ণের নানাপ্রকার মূর্ত্তি, অর্থাৎ অলঙ্কার সকল প্রস্তুত করে, কিন্তু লৌহপিণ্ডট যেমন ছিল, তেমনই থাকে, তাহার কোন পরিবর্ত্তনই হয় না, তদ্রূপ মায়ানাম্নী প্রকৃতি সাক্ষীস্বরূপ পুরুষের উপরেই জ্ঞানের অসংখ্যপ্রকার মূর্ত্তি—এই ভেদপূর্ণ জগদ্ভাবের রচনা করে। ইহাতে সাক্ষীস্বরূপ পুরুষের কোন পরিণামই হয় না। এইজন্যই আত্মাকে কূটস্থ-চৈতন্য বা অপরিণামী পুরুষ বলে। বোধস্বরূপ পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত এই জগদ্ভাবরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে,

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

[১১ অন্বয়ঃ। মূঢ়াঃ মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মানুষীং তনুম আশ্রিতং মাম অবজানন্তি।]

[১২ অন্বয়ঃ। মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ রাক্ষসীম আসুরীং চ মোহিনীং প্রকৃতিং শ্রিতাঃ।]

জ্ঞানেরই অসংখ্যপ্রকার মূর্ত্তি এই জগদ্ভাব দাঁড়াইয়া আছে বোধস্বরূপ আত্মার উপরে। এইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন 'আমার সাক্ষীত্বের উপরেই প্রকৃতি এই বিশ্বভাবকে প্রসব করে' এবং এই বিশ্বভাব প্রকৃতিরূপিণী মায়াকর্ত্তৃক রচিত বলিয়াই ইহা পরিণামী ও পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়।

১১। আমার সর্ব্বভূতেশ্বর পরমভাবকে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বভাবের একমাত্র আশ্রয়, আমার সাক্ষীস্বরূপ আত্মভাবকে বুঝিতে না পারিয়াই অজ্ঞান লোকে আমাকে মনুষ্যশরীরধারীবৎ অর্থাৎ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানুষাকারে কল্পনাকরতঃ অধমভাবে জানে।

১২। আমার অন্তর্য্যামী পরমভাবকে বুঝিতে না-পারা-জন্যই অজ্ঞান-লোকে মোহকরী, রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বৃথা ভোগাশা তৃপ্ত করিবার জন্য হত্যাদিপূর্ণ বৃথাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহাদের সমস্তই বৃথা।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

[১৩ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ অনন্যমনসঃ মহাত্মানঃ তু মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ং জ্ঞাত্বা ভজন্তি।]

[১৪ অন্বয়ঃ। নিত্যযুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ চ ভক্ত্যা মাং সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ, যতন্তঃ, নমস্যন্তঃ চ মাম্ উপাসতে।]

[১৫ অন্বয়ঃ। অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ বিশ্বতোমুখং মাম্ একত্বেন, পৃথক্ত্বেন, বহুধা উপাসতে।]

১৩। দৈবী-প্রকৃতিসম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, এমন মহাত্মাগণ আমার পরম সনাতন অপরিণামী আত্মভাবকে বুঝিয়া, একান্ত ভক্তিসহ আমারই সাধন করেন।

১৪। উক্ত প্রকার দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন সাধকগণ সর্ব্বদাই আমার কথা বলিতে ভালবাসেন, ব্রহ্মচর্য্যসহ শমদমাদি যোগাঙ্গসকলের রক্ষণে যত্নশীল হন, প্রাণের ভক্তির সহিত আমাকে প্রণাম করেন ও সর্ব্বদাই আমার ভাবকে হৃদয়ে রাখিয়া বৈরাগ্যপূর্ণহৃদয়ে জীবিতকাল অতিবাহিত করেন।

১৫। উক্ত প্রকার জ্ঞানযোগিগণের মধ্যে যাঁহারা সাধনের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও একভাবে, কখনও পৃথক্ভাবে, এবং কখনও বহুভাবে, বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভাবই যাঁহার সম্মুখে, সেই আমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সতত যোগযুক্ত থাকেন। যখন সাধক যোগাসন গ্রহণকরতঃ নির্দ্দিষ্ট সাধনে নিযুক্ত হইয়া, সেই একম্

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

[১৬ অন্বয়ঃ । অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহম্ ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্ ।]

[১৭ অন্বয়ঃ । অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ, ঋক্ সাম যজুঃ এব চ ।]

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মসত্তাতে আপনার আমিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া তদাকারাকারিত্ব লাভ করেন এবং জাগতিক সমস্ত ভাবই সেই অখণ্ড ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া এক পরমানন্দপূর্ণ অচঞ্চল সত্তামাত্র বিদ্যমান থাকে, তখনই সাধকের একত্বসাধন। কিন্তু সর্ব্বদাই ঐরূপ গভীর সাধনে নিযুক্ত থাকিতে কেহই পারেন না; সুতরাং অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন অন্য কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকেন, তখন পৃথক্‌ভাবে বা বহুভাবে তাঁহারা ভগবদ্ভাবকে রক্ষা করিয়া চলেন। আপনি পৃথক্ থাকিয়া, ব্রহ্মরূপদর্শনই "পৃথক্ত্বেন"—সাধন এবং এই বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের বিকাশদর্শনই "বহুধা"-সাধন। এ সকল সাধনরহস্য সদ্গুরুর কৃপা লাভকরতঃ অধ্যাত্মসাধনপথে প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যায়; নতুবা ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য নহে।

১৬। আমিই ক্রতু (শ্রৌত অগ্নিষ্টোমাদি) আমি যজ্ঞ (বৈশ্বদেবাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ) আমিই স্বধা (পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদি) আমিই ঔষধ (ব্রীহিযবাদি) আমি মন্ত্র, আমিই আজ্য (হোমাদি করণ) আমিই অগ্নি; আমিই হুত (হোমাহুতি)।

১৭। আমিই এই জগতের পিতা (চেতনভাবরূপ বীজনিষেক-কর্ত্তা)

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

[১৮ অন্বয়ঃ। [অহং] গতিঃ, ভর্ত্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণম্, সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানং, নিধানম্, অব্যয়ং বীজঞ্চ।]

[১৯ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! অহং তপামি, অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি, উৎসৃজামি চ, অমৃতং মৃত্যুঃ চ, সৎ অসৎ চ।]

আমিই মাতা (ঐ বীজরূপগর্ভধারিণী প্রকৃতি) আমিই বিধাতা (জগতের নয়মরূপ শৃঙ্খলাস্থাপক) আমিই পিতামহ (ব্রহ্মা) আমিই বেদ্য (জানিবার বিষয়) আমিই পাপনাশন প্রণব (ওঙ্কার) এবং আমিই চতুর্ব্বেদ।

১৮। আমিই গতি (পরিত্রাণার্থ অবলম্বন) আমিই পালক, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষীস্বরূপ আত্মা, আমিই আধার, আমিই আশ্রয়, আমিই সুহৃদ্, আমিই উৎপত্তি, আমিই লয়, আমিই স্থিতি, আমিই সত্ত্বা, আমিই অপরিণামী মহাকারণ।

১৯। আমিই তাপদান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি ও পুনরায় বর্ষণ করি; আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ এবং আমিই অসৎ।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

[২০ অন্বয়ঃ। ত্রৈবিদ্যাঃ সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ; তে পুণ্যম্ সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেব-ভোগান্ অশ্নন্তি।]

[২১ অন্বয়ঃ। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে।]

২০। যে সকল ভোগকামী অজ্ঞানলোকে ভোগকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি অবলম্বনকরতঃ সকাম-যজ্ঞদ্বারা স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে, তাহারা সকাম পুণ্যসঞ্চয়দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য বহুপ্রকার সুখভোগ করে।

২১। তাহারা তাহাদের পুণ্যকর্ম্মানুরূপ নিয়মিতকাল, বিশাল স্বর্গ-লোকে সুখভোগকরতঃ পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্তলোকে আসিতে বাধ্য হয়। ভোগকামী সকামকর্ম্মিগণ এইরূপে ঊর্দ্ধগমন ও অধঃপতন লাভ করে।

যদি কেহ মনে করেন যে, কিছুকাল ইন্দ্রিয়সুখের চরম ভোগ করাই

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥

[২২ অন্বয়ঃ। যে জনাঃ মাম্ অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে, নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমম্ অহং বহামি।]

[২৩ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ যে ভক্তাঃ অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে তেঽপি মাম্ এব অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তি।]

বা মন্দ কি? তাহার উত্তরে তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করি যে, এটিও একবার বিবেকসাহায্যে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, অবিরত ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ কতদিন ভাল লাগিতে পারে? কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাতে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে ও সে সুখভোগকে আর সুখ বলিয়াই জ্ঞান হইবে না। তাহার পরে পুণ্যক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে যখন অধোগতি লাভ করিয়া এই ত্রিতাপতপ্ত মর্ত্ত্য সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইবে, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কি ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে, তাহাও অনায়াসেই অনুমান করিতে পারা যায়।

২২। সতত আমাতেই অন্তর্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে সকল নিষ্কাম জ্ঞান-কর্ম্মযোগিগণ প্রাণের ভক্তির সহিত আমার সাধনে নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণের যোগরক্ষার ভার আমিই বহন করি অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের সাধনভাব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার উপায়বিধান ও বাধাবিঘ্নাদির অপসারণ আমিই করিয়া দিই।

২৩। যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাসহ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করে। তবে সে পূজা বিধিপূর্ব্বক হয় না (কারণ তাহা

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

[২৪ অন্বয়ঃ। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ এব চ, তু তে মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি ; অতঃ চ্যবন্তি।]

[২৫ অন্বয়ঃ। দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তিঃ, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্যাজিনঃ অপি মাম্ যান্তি।]

[২৬ অন্বয়ঃ। যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অশ্নামি।]

অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আমাতে প্রযুক্ত না হইয়া পরোক্ষ বা অসাক্ষাৎভাবে আমাতেই প্রযুক্ত হয়।

২৪। সমস্ত যজ্ঞেরই ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা আমি। আমার যথার্থ তত্ত্ব না-জানা-হেতুই, অজ্ঞান লোকে, সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়।

২৫। দেবযাজিগণ দেবভাব, পিতৃযাজিগণ পিতৃভাব, ভূতযাজিগণ ভূতভাব, এবং আমার সাধকগণ আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।

২৬। কোন নির্ম্মলান্তঃকরণ, নিষ্কাম, ভক্তিমান্ সাধক ভক্তির সহিত আমার উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল নিবেদন করিলে, সেই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন আমি গ্রহণ করি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

[২৭ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব।]

[২৮ অন্বয়ঃ। এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে, বিমুক্তঃ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা মাম্ উপৈষ্যসি।]

২৭। হে অর্জ্জুন! তুমিও যাহা কিছু করিবে, অর্থাৎ যাহা কিছু ভোজন করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যাহা কিছু হোম করিবে, যাহা কিছু ব্রহ্মচর্য্য করিবে, সমস্তই আমাতে ঐরূপে নিবেদন করিবে।

এই নিবেদন বড় কঠিন ব্যাপার। মাত্র বাক্যে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলেই এ নিবেদন সাধিত হয় না। ইহা তো একটা অভিনয়মাত্র। যে নির্ম্মলান্তঃকরণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্বাকে দেদীপ্যমান দেখিতেছেন, যাঁহার নিকটে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সেই ভগবানেরই মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যিনি একটি প্রস্ফুটিত কুসুমে ভগবন্মূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়া আনন্দাশ্রুগলিতনয়নে উন্মত্তভাবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করেন এবং ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া অনন্ত ব্রহ্মসাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, এইরূপ উচ্চ সাধকই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকৃত সমস্ত কর্ম্মরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপকে ভগবানে অর্পণ বা প্রশান্ত ভগবৎসমুদ্রে নিমজ্জিত করণে সক্ষম।

২৮। সন্ন্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ অধ্যাত্মসাধনবলে, যিনি ব্রাহ্মীস্থিতিতে আপনাকে স্থাপিত করিয়া সঙ্কল্পরহিতহৃদয়ে, নিবাতনিকম্প দীপশিখাবৎ

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

[২৯ অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ, মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ চ ন অস্তি, যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি, তেষু অপি অহং।]

[৩০ অন্বয়ঃ। চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ মাং ভজতে, স ন সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ।]

[৩১ অন্বয়ঃ। [সঃ] ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি; হে কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি, প্রতিজানীহি।]

অচঞ্চলা প্রজ্ঞারূপে জ্বলিতে সক্ষম, এমন নির্ম্মলহৃদয় সাধক শরীরের কৃত সমস্ত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমাকে লাভ করেন। (এইরূপ সাধকই ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে পারেন)।

২৯। আমি, সর্ব্বভূতেই এক, সমভাবে বিদ্যমান; আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। যে নির্ম্মলহৃদয় সাধক, ভক্তিপূর্ণ অন্তরে, আমাকে সতত হৃদয়ে রাখেন, আমিও তাঁহাতে এবং তিনিও আমাতে।

৩০। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যাসক্তি পরিত্যাগকরতঃ আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া আমার সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সৎসঙ্কল্পজন্য, সে ব্যক্তি তখন হইতে সাধুরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য অর্থাৎ অন্যে না স্বীকার করিলেও, আমি তাহাকে সাধুরূপে গ্রহণ করি।

৩১। সে ব্যক্তি শীঘ্রই পবিত্রান্তঃকরণ হয় এবং সাধনদ্বারা, শেষে পরমা

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

[৩২। অন্বয়ঃ। হে পার্থ! স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ অপি যে পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং হি যান্তি।]

[৩৩ অন্বয়ঃ। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ পুনঃ কিং? অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব।]

শান্তিলাভ করে। হে অর্জ্জুন! নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত-সাধক কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অধোগতি লাভ করে না।

৩২। হে অর্জ্জুন! অনন্যাসক্তহৃদয়ে আমাকে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট হইতে আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া বৈরাগ্য ও ভক্তিসহ আমার সাধনে নিযুক্ত হইলে বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী, শূদ্র ও বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই পরমা গতি লাভ করিতে পারে।

৩৩। পবিত্রান্তঃকরণ (ব্রহ্মজ্ঞানলাভকরতঃ মোহমুক্তহৃদয়, যথার্থ) ব্রাহ্মণগণ ও উক্ত ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ যখন বর্ণসঙ্কর, স্ত্রী ও শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই আমার সাধনদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব তুমি এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় মানবজীবন আমার সাধনেই অতিবাহিত কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

[৩৪ অন্বয়ঃ। মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু ; মৎপরায়ণঃ আত্মানং এবং যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি।]

৩৪। তোমার মনকে আমাতেই রাখ, ভালবাসা আমাতেই অর্পণ কর, তোমার কর্ম্ম সকল আমিময় হউক, এবং তোমার মস্তক আমার প্রণামে অবনত থাকুক্। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে আমাতেই যুক্ত রাখিতে পারিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু ; যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি।]

[২ অন্বয়ঃ। সুরগণাঃ মহর্ষয়ঃ চ মে প্রভবং ন বিদুঃ ; হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ।]

[৩ অন্বয়ঃ। যঃ মাম্ অজম্ অনাদিং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবীর। পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্যে তৃপ্তিলাভ করিতেছ, সেইজন্যই তোমার মঙ্গলার্থ বলিতেছি।

২। আমার বিকাশ যে কি প্রকার, তাহা ঋষিগণ ও দেবতাগণের মধ্যেও কেহই জানেন না ; সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণের আমিই আদিকারণ।

৩। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সমস্ত বিশ্বের ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি জীবগণের মধ্যে অভ্রান্তজ্ঞানী, এবং সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

[৪।৫ অন্বয়। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসংমোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ম্ অভয়ং চ এব, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ দানং, যশঃ, অযশঃ, ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি।]

[৬ অন্বয়ঃ। সপ্ত মহর্ষয়ঃ, পূর্ব্বে চত্বারঃ তথা মনবঃ, মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ, লোকে যেষাম্ ইমাঃ প্রজাঃ।]

৪।৫। বুদ্ধি (চিত্ত ও বিবেকাত্মিকা ভগবচ্ছক্তি), জ্ঞান (চিত্ত ও বিবেকের দ্বারা অর্জ্জিত ধারণাসমষ্টি), অসংমোহঃ (অধ্যাত্ম বিজ্ঞান), ক্ষমা, সত্য, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), শম (মনোনিগ্রহ), সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (লয়), অহিংসা (হত্যাদি পরপীড়নাভাব), সমতা (সর্ব্বভূতেই সমদৃষ্টি রক্ষা), তুষ্টি (যে অবস্থাই আসুক তাহাতেই আনন্দ), তপঃ (সংযম ও নিয়মাদি পালনসহ ব্রহ্মযোগসাধনরূপ ব্রহ্মচর্য্য, কিম্বা রাজস সকাম কষ্টগ্রহণ, যেমন গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিত করতঃ, তন্মধ্যে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকা কিম্বা দারুণ শীতকালে জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপাদি করণ, ইত্যাদি অজ্ঞানকৃত আসুরাচরণ), দান, যশ, অপযশ প্রভৃতি যে সমস্ত পৃথক পৃথক ভাব তত্তৎ প্রাণিগণের মধ্যে লক্ষিত হয় সে সমস্তই আমা হইতেই স্ফুরিত।

৬। আমার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন ভৃগ্বাদি সপ্তমহর্ষি এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহামহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু ! ইঁহারা

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে; অত্র সংশয়ঃ ন।]

[৮ অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ; মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে; ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ মাং ভজন্তে।]

সকলেই আমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, এই লোক সকল সৃজন করিয়াছেন।

৭। আমার এই সকল বিভূতি অর্থাৎ কোন কোন জীবভাবের ব্যক্তিতে আমার ঐশী শক্তির বিস্তার এবং আমার যোগরহস্য অর্থাৎ সমস্ত জীবভাবের সহিত আত্মারূপী আমার সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই জীবাত্মসংযোগ যিনি তত্ত্বের সহিত অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানযোগীই পরম অচঞ্চল যোগে যুক্ত হইতে অর্থাৎ দেহাভিমানমুক্ত ও ব্রহ্মাকারাকারিত অচঞ্চল প্রজ্ঞাস্বরূপে স্থিতে সক্ষম; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

৮। আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং সমস্ত বিশ্বভাবপ্রবাহ আমা হইতেই উঠিয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে ছুটিতেছে। আমার পরম ভাবের সাধক জ্ঞানযোগিগণ এই রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বাধার ও সর্ব্বকারণস্বরূপ আমাতেই একান্ত অনুরক্ত হন।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

[৯ অন্বয়ঃ । মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ চ, তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।]

[১০ অন্বয় । সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি ।]

[১১ অন্বয়ঃ । তেষাং অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি ।]

৯। আমিগতপ্রাণ ও আমিগতজ্ঞান ভক্ত সাধকগণ পরস্পর পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন ও পরস্পরে আমার কথাতেই নিযুক্ত থাকিয়া পরমা তৃপ্তিলাভকরতঃ আমার ভাবেই মিলিত থাকেন।

১০। সানন্দে আমার সাধনে রত ও সর্ব্বদাই আমার ভাবযুক্ত, সেই ভক্ত সাধকগণকে আমিই নির্ম্মল জ্ঞানযোগ দান করি, যাঁহার প্রভাবে, তাঁহাদিগের হৃদয়ে, আমার নির্ম্মল সত্ত্বা উদ্ভাসিত হয়।

১১। সেই ভক্ত সাধকগণের প্রতি কৃপাবশ হইয়া, আমি তাঁহাদের সাধনরত অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানদীপরূপে প্রজ্বলিত হই ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া আমার নির্ম্মল সত্ত্বাকে প্রস্ফুরিত করি।

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

[১২।১৩ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্রং। সর্ব্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুং চ আহুঃ, স্বয়ং চ মে ব্রবীষি।]

[১৪ অন্বয়ঃ। হে কেশব! মাং যৎ বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং মন্যে; হি ভগবন্! তে ব্যক্তিং দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ।]

[১৫ অন্বয়ঃ। হে পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ।]

১২।১৩। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয় এবং পরম পবিত্র। সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে অপরিণামী, আদিদেব, জন্মরহিত ও সর্ব্বেশ্বররূপে বর্ণন করিয়াছেন। আপনিও নিজতত্ত্ব আমাকে ঐরূপেই বুঝাইয়াছেন।

১৪। হে কেশব! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য। আপনার প্রভাব দেবতা ও দানবগণের মধ্যে কেহই জানেন্ না।

১৫। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ্বর! হে বিশ্বপতে!

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

[১৬ অন্বয়ঃ। ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ হি বক্তুম্ অর্হসি।]

[১৭ অন্বয়ঃ। হে যোগিন্! সদা পরিচিন্তয়ন্ ত্বাম্ অহং কথং বিদ্যাং? হে ভগবন্! ময়া কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যঃ অসি?]

[১৮ অন্বয়ঃ। হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি।]

হে দেবাদিদেব! একমাত্র আপনিই আত্মানুভূতিদ্বারা আপনাকে জানেন।

১৬। আপনার যে বিভূতিদ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই বিভূতি সকল আমাকে বলুন।

১৭। হে মহাযোগেশ্বর! সতত আপনাকে কি প্রকারে, কোন্ কোন্ রূপে, এবং কি কি ভাবে দেখিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

১৮। হে জনার্দ্দন! আপনার নিজযোগ ও বিভূতির তত্ত্বসকল সবিস্তারে আমাকে পুনরায় বলুন। আপনার বাক্যসুধা পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছা আরও প্রবল হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

[১৯ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ; হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি; হি মে বিস্তরস্য অন্তঃ ন অস্তি।]

[২০ অন্বয়ঃ। হে গুড়াকেশ! অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা; অহং ভূতানাম্ আদিঃ চ, মধ্যং চ অন্তঃ এব চ।]

[২১ অন্বয়ঃ। অহম্ আদিত্যানাম্ বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ; নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী।]

১৯। শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার অনন্ত বিভূতির সংখ্যা নাই; তবে তোমাকে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভূতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২০। হে কুঞ্চিতকেশ! আমি সর্ব্বভূতেই আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত আমি অর্থাৎ আমা হইতেই সমস্ত ভূতভাবের উৎপত্তি, আমাতেই স্থিতি ও আমাতেই লয়।

২১। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামা আদিত্য; জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে শশিনামা নক্ষত্র।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

[২২ অন্বয়ঃ । [অহং] বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি ।]

[২৩ অন্বয়ঃ । রুদ্রাণাং শঙ্করঃ অস্মি ; যক্ষরক্ষসাং চ বিত্তেশঃ, বসূনাং পাবকঃ চ অস্মি, শিখরিণাম্ অহং মেরুঃ ।]

[২৪ অন্বয়ঃ । হে পার্থ ! মাং পুরোধসাং চ মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি ; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি ।]

---

২২ । বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন (ইন্দ্রিয়াধিপতি) এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চৈতন্যভাব ।

২৩ । রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্করনামক রুদ্র, যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ।

২৪ । পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়, এবং জলাশয়গণের মধ্যে আমি সমুদ্র ।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

[২৫ অন্বয়ঃ । অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি ; যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি ।]

[২৬ অন্বয়ঃ । সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ ।]

[২৭ অন্বয়ঃ । অশ্বানাং মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং বিদ্ধি, গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং, নরাণাং চ নরাধিপম্ ।]

---

২৫ । মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে আমি একবাক্য প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ।

২৬ । বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি ।

২৭ । অশ্বগণের মধ্যে আমি সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন (ইন্দ্রবাহন উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে সম্রাট্ ।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

[২৮ অন্বয়ঃ। আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি, প্রজনঃ চ কন্দর্পঃ অস্মি, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি।]

[২৯ অন্বয়ঃ। নাগানাং চ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং বরুণঃ অহং, পিতৃণাম্ অর্য্যমা চ অস্মি, সংযমতাম্ অহং যমঃ।]

[৩০ অন্বয়ঃ। দৈত্যানাং চ প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাম্ অহং কালঃ, মৃগাণাং চ অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং বৈনতেয়ঃ চ।]

২৮। অস্ত্রসকলের মধ্যে আমি বজ্র; গাভিগণের মধ্যে আমি কামধেনু (কপিলা) উৎপত্তির কারণ সকলের মধ্যে আমি কাম (আসঙ্গলিপ্সা) এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।

২৯। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা এবং সংযমিগণের মধ্যে আমি যম (শম অর্থাৎ মনোনিগ্রহ ও দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই উভয় নিগ্রহ ঘটিলেই অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইয়া একাকার লাভ করিলেই, তাহাকে যমাবস্থা বলা যায়। মৃত্যুও মহাযমাবস্থা)।

৩০। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, হ্রাসবৃদ্ধিকারিগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি বৈনতানন্দন (গরুড়)।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

[৩১ অন্বয়ঃ । পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাম্ অহং রামঃ, ঝষাণাং চ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি ।]

[৩২ অন্বয়ঃ । হে অর্জ্জুন ! সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহং এব, বিদ্যানাম্ অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদঃ অহম্ ।]

৩৩ অন্বয়ঃ । অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা ।]

---

৩১ । বেগবান্‌গণের মধ্যে আমি পবন, অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, এবং স্রোতস্বতীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা ।

৩২ । হে অর্জ্জুন ! এই সংসারের অর্থাৎ জগদ্ভাবের আদিও আমি, মধ্যও আমি এবং অন্তও আমি । বিদ্যাসকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের মধ্যে আমি খণ্ডনযুক্তি !

৩৩। অক্ষর সকলের মধ্যে আমি 'অ'কার, সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব' সমাস. ('দ্বন্দ্বের' প্রতি ভগবানের অনুগ্রহবাক্যের কারণ এই যে, 'দ্বন্দ্বে'র যথার্থ অর্থ যোগ বা মিলন । এই মিলনই জগতের সর্ব্বস্ব, কারণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগই সৃষ্টি এবং এই সংযোগ বা 'দ্বন্দ্ব' ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই নাই) আমি সর্ব্বসাক্ষী বিধাতা অর্থাৎ শৃঙ্খলাসহ জগদ্ভাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি অক্ষয় কাল !

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

[৩৪ অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ, নারীণাং ঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ, ক্ষমা চ।]

ভগবান্ কালকে 'অক্ষয়' বলিলেন কেন? কাল অক্ষয় কিরূপে? কাল ত সততই পরিণামী; কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ পরিণামদ্বারাই ত বুঝা যাইতেছে যে, ইহা ক্ষয়শীল। তাহা হইলে ভগবান্ কালকে অক্ষয় বলিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলি; একটু নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা দেখ দেখি, কাল বা সময়ের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভূতভাবের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশরূপ পরিণামস্রোতকে অবলম্বন করিয়াই এই 'কাল'-সংজ্ঞা কল্পিত হইয়াছে কি না? দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদি, যাহা কিছু বিভাগ আমরা কল্পনা করি, তাহা কি এই ভূতভাবের পরিণাম ধরিয়াই করি না? কোন একটি ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল 'ইহা অতীত কালের ঘটনা' কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি এই 'অতীতি,' কালের কি ঘটনার, কাহার হইয়াছে? এই অনন্ত ভেদপূর্ণ বিশ্বভাবের পরিণামস্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও রুদ্ধ নহে; অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। এই পরিণামস্রোতকে অবলম্বন করিয়াই আমরা দিন, মাস, বৎসর ও যুগাদি বিভাগসম্বলিত, কাল বা সময়ের কল্পনা করি মাত্র। এই জগদ্ভাবকে, অর্থাৎ জড় ও জীবভাবকে উঠাইয়া লইলে কালের অস্তিত্ব কোথায়? তখন কাল, ব্রহ্মেরই সহিত এক হইয়া যায় কি না? ব্রহ্মেরও পরিণাম নাই, কালেরও পরিণাম নাই। সেই জন্যই ভগবান্ বলিলেন 'আমিই অক্ষয় কাল,' অর্থাৎ যাহাকে কালরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা আমি, এবং আমারও পরিণাম নাই, সুতরাং কালেরও পরিণাম নাই।

৩৪। আমি সর্ব্বহর মৃত্যু অর্থাৎ এই শরীরপরিবর্ত্তনরূপ মিথ্যা মৃত্যু

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

[৩৫ অন্বয়ঃ । অহং সাম্নাং বৃহৎসাম ; অহং ছন্দসাং গায়ত্রী ; অহং মাসানাং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ ।]

[৩৬ অন্বয়ঃ । ছলয়তাং দ্যূতম্ অস্মি, তেজস্বিনাং তেজঃ অহম্, অহং জয়ঃ অস্মি, অহং ব্যবসায়ঃ অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্ ।]

নহে ; প্রলয়কালে যখন সমস্ত বিশ্বভাবই ডুবিয়া যায়, কিছুর প্রকাশ থাকে না, সেই সর্ব্বগ্রাসী অব্যক্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, আমি সর্ব্বহর মৃত্যু ; ভবিষ্যৎ সকলের মধ্যে আমি উৎপত্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি (অর্থাৎ সৎকর্ম্ম—যেমন জলাশয় দান ও রথ্যাদি নির্ম্মাণ), সৌন্দর্য্য, সুমিষ্টবাক্য, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি, ধৈর্য্য ও ক্ষমা । (কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোক গুণবতী ও দেবী হয়, এই প্রসঙ্গে ভগবান্ তাহারই উল্লেখ করিলেন ।)

৩৫ । সামগণের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম ; ছন্দসকলের মধ্যে আমি গায়ত্রীছন্দ ; মাসসকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্তঋতু ।

৩৬ । প্রবঞ্চকগণের মধ্যে আমি পাশক্রীড়া ; তেজস্বিগণের আমিই তেজ ; আমিই জয়, আমিই ব্যবসায় (উদ্যম) ; সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণও আমি ।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

[৩৭ অন্বয়ঃ। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাম্ অপি অহং ব্যাসঃ, কবীনাম্ উশনাকবিঃ।]

[৩৮ অন্বয়ঃ। দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং চ মৌনম্ এব অস্মি, অহং জ্ঞানবতাং জ্ঞানম্।]

[৩৯ অন্বয়ঃ। যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং, তৎ অহম্। হে অর্জ্জুন! ময়া বিনা যৎ স্যাৎ, তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি।]

৩৭। যদুবংশীয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব পুত্র কৃষ্ণ; পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি অর্জ্জুন; মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস; জ্ঞানিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।

৩৮। দমনকারিগণের আমি দণ্ড; জয়েচ্ছুগণের আমি সুযুক্তি; গোপনে কর্ম্মকৃদ্‌গণের আমি মৌন, এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান।

৩৯। আমি এই সমস্ত ভূতভাবের আদিকারণ। আমার আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

[৪০ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতিনাম্ অন্তঃ ন অস্তি। এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।]

[৪১ অন্বয়ঃ। বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ ঊর্জ্জিতম্ এব বা যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ অবগচ্ছ।]

[৪২ অন্বয়ঃ। অথবা হে অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ।]

৪০। আমার অলৌকিক বিভূতির সীমা নাই; আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, ইহা আমার বিভূতির অতি সামান্য অংশমাত্র।

৪১। শ্রীমান্, শক্তিমান্ ও গুণবান্ ইত্যাদির মধ্যে যে স্থানে অসাধারণত্ব দেখিবে, সেই স্থানেই আমার কিছু বিভূতি আছে ইহা নিশ্চয় জানিবে।

৪২। অথবা, হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার প্রয়োজন কি; এই তত্ত্ব জানিয়া রাখ যে, আমার একচতুর্থাংশে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

[১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং, তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ।]

[২ অন্বয়ঃ। হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ।]

[৩ অন্বয়ঃ। হে পরমেশ্বর! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ এতৎ এবং; হে পুরুষোত্তম! তে ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি।]

১। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা করিয়া যে সকল পরম গুপ্ত অধ্যাত্ম যোগরহস্য উপদেশ করিলেন, তাহার দ্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে।

২। হে কমললোচন কৃষ্ণ! আপনা হইতেই যে, এই চরাচর ভূত-ভাবের উৎপত্তি ও আপনাতেই লয়, এই তত্ত্ব, এবং আপনার আরও অনেক অপূর্ব্ব অক্ষয় মহিমার বিষয় পুনঃ পুনঃ বিস্তৃতভাবে শুনিলাম।

৩। হে পরমেশ্বর! আপনি নিজতত্ত্ব আমাকে যে ভাবে বুঝাইয়াছেন,

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। হে প্রভো! যদি তৎ ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ হে যোগেশ্বর! ত্বং মে, অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়।]

[৫ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ! মে দিব্যানি নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য।]

[৬ অন্বয়ঃ। হে ভারত! আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য, বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য।]

তাহাই সত্য। হে পরমপুরুষ! অধুনা আমার এই ইচ্ছাটি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে যে আমি একবার আপনার ঈশ্বরমূর্ত্তিকে এই বহিশ্চক্ষুদ্বারা দর্শন করি।

৪। প্রভো! যদি আমাকে সেই রূপ দর্শনে সক্ষম বিবেচনা করেন, তাহা হইলে,আমাকে সেই অব্যয় অপূর্ব্বরূপে দর্শন দিন।

৫। শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, হে অর্জ্জুন! শতসহস্র ভাবপূর্ণ নানা-প্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, আমার অদ্ভুত রূপ দর্শন কর।

৬। হে ভারত! আমার এই অত্যদ্ভুত রূপরাশিমধ্যে, আদিত্যগণকে

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

[৭ অন্বয়ঃ । হে গুড়াকেশ ! ইহ মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ, অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি, অদ্য পশ্য ।]

[৮ অন্বয়ঃ । অনেন স্বচক্ষুষা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে, তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ।]

বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীদ্বয়কে, মরুদ্গণকে এবং আরও অদৃষ্টপূর্ব্ব বহুপ্রকার আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন কর ।

৭ । হে গুড়াকেশ ! এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তৎসমস্তই আমার এই শরীরে একত্র দর্শন কর ।

৮ । তোমার ঐ প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা, এই রূপ দর্শন করিতে পারিবে না । আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার অলৌকিক ঐশ্বর বিভূতি দর্শন কর ।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে দিব্যচক্ষু দান করিলেন, তাহা কি ? অর্জ্জুনের কি, আর একটি চক্ষু ললাটে প্রকাশ পাইল ? তিনি কি ত্রিনেত্র হইলেন না কি ? না;—তাহা নহে ; এই চক্ষুতেই দিব্য দর্শনশক্তি লাভ করিলেন । এই দিব্য-দৃষ্টিটি কি ? ইহাই কি যোগদৃষ্টি ? তাহাই বা বলি কি-প্রকারে ? যোগদৃষ্টির অর্থ ত অন্তর্দৃষ্টি ; অর্থাৎ যোগিগণ যে দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের সেই নির্ম্মল স্বরূপ, অর্থাৎ জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত প্রশান্ত, এক,

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ, হে রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা, ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস।]

অব্যয়, পরমভাবকে হৃদয়স্থ করেন, তাহাই তো অন্তর্দৃষ্টি। তাহাতে নানাপ্রকার ভাব কোথায়? তাহা হইলে ইহা যোগদৃষ্টি নহে। অর্জ্জুন এই চক্ষুদ্বারাই সে মহান্ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যোগদৃষ্টির সাহায্য লইতে হয় নাই। তাঁহার এই চক্ষেই দিব্য দর্শনশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি মানুষী দৃষ্টির অতীত দেবদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সাধারণ চক্ষের যে দৃষ্টি, তাহা লৌকিক দৃষ্টি; অর্থাৎ স্থূল ব্যতীত, সূক্ষ্ম কিছুই ইহাদ্বারা লক্ষিত হয় না। যেমন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি তৈজস বা বায়বীয় শরীরধারী কোন জীবকেই আমরা দেখিতে পাই নাই। আমাদের সম্মুখে থাকিয়াও, তাঁহারা আমাদের এই দৃষ্টির গোচর হন না। আমাদের এই চক্ষের মানুষী দৃষ্টি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু দেবতারা সমস্তই দর্শন করেন; তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে কিছুই বাদ পড়ে না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই দেবদৃষ্টি দান করিলেন, এবং সেই দৃষ্টির প্রভাবেই অর্জ্জুন, দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি সূক্ষ্মশরীরধারী জীবগণকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সে দৃষ্টি বহুতরবিস্তৃত এবং তাহার চক্রবাল এক সৌরজগতের সীমার শেষ পর্য্যন্ত।

৯। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করাইলেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

[১০ অন্বয়ঃ । অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেক অদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ।]

[১১ অন্বয়ঃ । দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।]

[১২ অন্বয়ঃ । যদি দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ ।]

১০ । সেই রূপ, বহুমুখ, বহুনেত্র এবং বহু প্রকার অপূর্ব্বদৃশ্যবিশিষ্ট । তাহাতে অনেক প্রকার দিব্য অলঙ্কার ও অলৌকিক উদ্যত প্রহরণসকল শোভা পাইতেছে ।

১১ । সেই বিরাট শরীরে দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র শোভা পাইতেছে ; দিব্য গন্ধদ্রব্যসকল অনুলিপ্ত রহিয়াছে । সকল দিকই যে রূপের সম্মুখবর্ত্তী, সেই অনন্ত রূপরাশিমধ্যে, আশ্চর্য্য যাহা কিছু হইতে পারে, তৎসমস্তই প্রকাশ পাইতেছে ।

১২ । যদি আকাশে একবারে সহস্র সূর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যেরূপ দীপ্তির বিকাশ হইতে পারে, সেই তেজোময় মহারূপরাশির দীপ্তিও তদ্রূপ ।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

[১৩ অন্বয়ঃ। তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপশ্যৎ।]

[১৪ অন্বয়ঃ। ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা, শিরসা দেবং প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত।]

১৩। তখন অর্জ্জুন, অসংখ্যপ্রকার ভেদপূর্ণ এই জগদ্ভাবকে, এই দেবাদিদেবের শরীরে, একত্র বিদ্যমান দেখিলেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে মহাভয়ঙ্কর বিরাটরূপ দর্শন করাইলেন, অর্থাৎ যাহাতে সহস্রসূর্য্যপ্রভ, কালানলময়, বিশাল মুখবিবর প্রকাশ পাইতেছে, যে মুখবিবরে সমস্ত বিশ্বই প্রবেশ করিতেছে, যে মুখের বিকট দংষ্ট্রা সকলে, হস্তী, অশ্ব ও নরমস্তকসকল গ্রথিত রহিয়াছে; যে মুখের উভয় পার্শ্ব দিয়া শোণিতস্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে, যে বদনমণ্ডলে চক্ষুদ্বয় চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে, এবং যে অনন্ত রূপরাশিমধ্যে অসংখ্য-প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে, তাহাই কি ভগবানের স্বরূপ? না—কখনই নহে। একম্ অদ্বিতীয়ং চিদানন্দই তাঁহার স্বরূপ। ইহা ভগবানের মায়ামূর্ত্তি। অর্জ্জুনের হৃদয়ে, তাঁহার ঐশীশক্তির অনন্ত মাহাত্ম্য প্রকটিত করিবার, এবং 'আমি মারিতেছি' 'অমুক মরিতেছে' ইত্যাকার ভ্রান্তি বিনষ্ট করিবার জন্যই এই মায়াময়ী মহাবিভূতি দর্শন করাইলেন। ভগবানের স্বরূপ নহে। মহাযোগিগণই তাঁহার সেই মায়াতীত, পরমানন্দময়, প্রশান্ত স্বরূপকে যোগদৃষ্টিদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে দেব! তব দেহে, সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্ উরগান্ চ, ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি।]

[১৬ অন্বয়ঃ। হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। ন পুনঃ তব অন্তং ন মধ্যং, ন আদিং পশ্যামি।]

১৪। ইহাতে অর্জ্জুন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবর, আভূনতমস্তকে, সেই দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন।

১৫। অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেবাদিদেব! তোমার এই অনন্ত রূপরাশিমধ্যে দেবগণকে, সমস্ত জড় ও জীবরূপ ভূতভাবকে, সমস্ত দেবর্ষি-গণকে, মহাসর্পসকলকে, পদ্মাসনস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এবং মহেশ্বরকেও বিদ্যমান দেখিতেছি।

১৬। হে বিশ্বমূর্ত্তিধারী, বিশ্বেশ্বর! বহু-বাহু, বহু উদর, বহুমুখও

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥ ১৮ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজো-রাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্, অপ্রমেয়ং ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি।]

[১৮ অন্বয়ঃ। ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং; ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং; ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা; ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ।]

বহুনেত্রবিশিষ্ট, তোমার অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি, এবং তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত কিছুই দেখিতেছি না।

১৭। কিরীট, গদা ও চক্রযুক্ত, সর্ব্বত্র প্রকাশমান, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, তেজোরাশিস্বরূপ তোমার অতুলনীয় রূপরাশি চতুর্দ্দিকেই দেখিতেছি।

১৮। হে বিভো! তুমিই পরম অক্ষর পুরুষ, তুমিই একমাত্র জানিবার বিষয় এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমিই একমাত্র অপরিণামী ও পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। তুমিই যে অনাদি পরমপুরুষ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং।
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

[১৯ অন্বয়ঃ। অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্; অনন্তবাহুং, শশিসূর্য্যনেত্রং, দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।]

[২০ অন্বয়ঃ। মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরং সর্ব্বাঃ দিশঃ চ, একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং; তব ইদম্ অদ্ভুতম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং।]

১৯। তোমার আদি মধ্য বা অন্ত কিছুই নাই। তোমার শক্তি অনন্ত, তোমার বাহু অসংখ্য, তোমার চক্ষে চন্দ্রসূর্য্য জ্বলিতেছে, তোমার মুখমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময় এবং তোমার তেজে সমস্ত বিশ্ব সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

২০। হে পরমাত্মন্! স্বর্লোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, এবং দিঙ্মণ্ডল এই সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া একমাত্র তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত ঘোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি।
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

[২১ অন্বয়ঃ। অমী হি সুরসঙ্ঘাঃ ত্বাং বিশন্তি; কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি; মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি।]

[২২ অন্বয়ঃ। রুদ্রাদিত্যাঃ, বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ চ উষ্মপাঃ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে।]

২১। দেবতাগণ তোমার রূপরাশিমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছেন; কেহ কেহ শঙ্কিতচিত্তে যোড়করে তোমার স্তব করিতেছেন; মহর্ষিগণ ও সিদ্ধাচারণগণ "মঙ্গল হউক" এই বাক্য বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।

২২। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, ঋতুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, এবং সিদ্ধগণ সকলেই যেন হতজ্ঞান হইয়া তোমাকে অর্থাৎ তোমার এই বিরাটমূর্ত্তিকে দর্শন করিতেছেন।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

[২৩ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো! তে বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহং।]

[২৪ অন্বয়ঃ। হে বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা অহং ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি।]

২৩। হে মহাশক্তিমান্ বিভো! তোমার এই বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুহস্ত, বহু উরু, বহুচরণ, বহু উদর, বহুদন্তদ্বারা অতি ভীষণ দর্শন অত্যদ্ভূত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমস্ত লোকই সন্ত্রস্ত, এবং আমিও মহাভীত হইয়াছি।

২৪। হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার গগণব্যাপী, তেজোময়, নানাপ্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট, বিশাল নেত্রযুক্ত, মহাদীপ্তিময় ব্যাদিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিভ্রান্ত হওয়াতে, আমি অস্থিরহৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

[২৫ অন্বয়ঃ। হে দেবেশ! দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম চ ন লভে; হে জগন্নিবাস! প্রসীদ।]

[২৬।২৭ অন্বয়ঃ। অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ অবনিপাল সঙ্ঘৈঃ সহ; তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ, ত্বরমাণাঃ তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি। কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে।]

২৫। ভীষণ দন্তসকলদ্বারা ভয়ানক মুখমণ্ডল, যেন বিশ্বগ্রাসী অনলের মত জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া এমন অস্থির হইয়াছি যে, আমি আদৌ দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং শান্তিও পাইতেছি না। হে জগদাশ্রয় দেবাদিদেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

২৬।২৭। সমস্ত রাজগণসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি ॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

[২৮ অন্বয়ঃ। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ অভিমুখাঃ সমুদ্রম্ এব দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ তব বিজ্বলন্তি বক্ত্রাণি অভি বিশন্তি।]

[২৯ অন্বয়ঃ। যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি; তথা সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।]

মহাবীরত্রয়, এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ, ভীষণ দন্তসকল-দ্বারা অতি ভয়ানক তোমার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছেন কেহ কেহ চূর্ণমস্তকে তোমার ভীষণ দন্তে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

২৮। যেমন নদীসকলের অসীম জলরাশি সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সমস্ত বীরগণ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসমুদ্রবৎ তোমার মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। যেমন পতঙ্গগণ মৃত্যুর জন্য বেগে ধাবমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সমস্ত লোকই, মৃত্যুর জন্য তোমার ঐ করাল মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

[৩০ অন্বয়ঃ। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমন্তাৎ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ লেলিহ্যসে। হে বিষ্ণো! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি।]

[৩১ অন্বয়ঃ। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ মে আখ্যাহি, তে নমঃ অস্তু; হে দেববর! প্রসীদ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, হি তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি।]

৩০। হে বিষ্ণো! তুমিও প্রজ্জ্বলিত বদনে চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত লোককে আকর্ষণকরতঃ গ্রাস করিতেছ। তোমার অসীম তেজে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই তীব্র তেজোরাশির ভীষণ তাপে সমস্তই যেন সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৩১। হে উগ্রমূর্ত্তে! তুমি কে? হে দেবাদিদেব! তোমার চরণে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া ঐটি আমাকে বুঝাইয়া দাও। সর্ব্বকারণ-স্বরূপ তোমার অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু আমি যে তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

[৩২ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি; লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ। ত্বাম্ ঋতে অপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি।]

অর্জ্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সংশয়ের কারণ এই যে, পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আপনার নির্ম্মল তত্ত্ব, অর্থাৎ পরমানন্দময় অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের অমৃতপূর্ণ জ্ঞানোপদেশ অর্জ্জুনকে দান করিয়াছেন; আবার এখানে এই ভয়ঙ্করী, সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাহা হইলে কোন্‌টি তাঁহার স্বরূপ, ইহাই অর্জ্জুন স্থির করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্যই সভয় বিস্ময়ে কহিতেছেন "আমি যে, তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ পূর্ব্বে তোমার যে নির্ম্মল তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়াছ, তাহাই তোমার সত্যস্বরূপ, না ইহাই তোমার সত্যস্বরূপ? পূর্ব্বে তোমার যে অপরিণামী চিদানন্দ-স্বরূপ আমাকে বুঝাইয়াছ, তাহাই যে তোমার সত্য তত্ত্ব তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু তাহা হইলে, এ কি দেখিতেছি? ইহা তোমার কোন্ মূর্ত্তি?" ইহাই অর্জ্জুনের সংশয়।

৩২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তিমান্ কালমূর্ত্তিতে সমস্ত সংহার করিতেছি। ঐ দেখ, তুমি না মারিলেও, তোমার বিপক্ষ-পক্ষীয় বীরগণ কেহই থাকিবে না।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

[৩৩ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব, এতে ময়া পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ ; হে সব্যসাচিন্ নিমিত্তমাত্রং ভব।]

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন, "এই যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, ইহা আমার স্বরূপ নহে, ইহা মায়াময় করাল কালমূর্ত্তি। আমার যে অব্যক্তা মায়াময়ী মহাশক্তি অলক্ষ্যে এই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশসাধন করিতেছে, তাহারই একাংশ অর্থাৎ সেই মহাশক্তির সর্ব্বসংহারিণী ভাবকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সকলকেই সেই শক্তির কবলগ্রস্ত হইতে হইবে। তুমি প্রিয় শিষ্য, সেই জন্যই আমি এই মায়াময়ী ছবিটি অঙ্কিত করিয়া, তোমার হৃদয়ে এই ভাবটি প্রতিফলিত করিতেছি যে, এই জগৎরূপ মায়াময় ভাবসমুদ্রে যত অসংখ্যপ্রকার ভেদরূপ তরঙ্গোৎক্ষেপ লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্তই উঠিতেছে, পড়িতেছে ও বিলীন হইতেছে ; আবার ভিন্ন আকারে উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। ইহাই এই মায়াময় ভাবসমুদ্রের স্বভাবসিদ্ধা গতি। তুমিও মারিতেছ না এবং উহারাও মরিতেছে না। 'আমি মারিতেছি,' 'অমুক মরিতেছে' এ সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত ভ্রমমাত্র।"

৩৩। অতএব হে অর্জ্জুন! উত্থিত হও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর। এই তো দেখিলে, তোমার পূর্ব্বেই আমি এই সকলকেই বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তুমি উপলক্ষ্যমাত্র হও।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুদ্ধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্‌ ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

[৩৪ অন্বয়ঃ । ত্বং ময়া হতান্‌ দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং, তথা অন্যান্‌ অপি যোধবীরান্‌ জহি ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ, রণে সপত্নান্‌ জেতাসি, যুদ্ধ্যস্ব ।]

[৩৫ অন্বয়ঃ । সঞ্জয় উবাচ, কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা, বেপমানঃ কিরীটী কৃষ্ণং কৃতাঞ্জলিঃ নমস্কৃত্য, ভীতভীতঃ প্রণম্য ভূয়ঃ এব সগদ্গদং আহ ।]

৩৪ । ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি বীরগণ, সকলেই আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে । এক্ষণে তুমি সেই মদ্বিনষ্ট বীরগণকে জয় কর । অবসন্ন হইও না, যুদ্ধ কর । তোমার শত্রুগণকে অনায়াসেই জয় করিতে পারিবে ।

৩৫ । সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীভগবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীটধারী অর্জ্জুন, কম্পিতকলেবরে ভগবান্‌কে প্রণামকরতঃ মহাভীতচিত্তে করযোড়ে পুনরায় বলিতে লাগিলেন ।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥৩৭॥

[৩৬ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে হৃষীকেশ! তব প্রকৃত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি, অনুরজ্যতে চ রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি, সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি, স্থানে।]

[৩৭ অন্বয়ঃ। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্ত্রে চ তে কস্মাৎ ন নমেরন্? সৎ অসৎ পরং যৎ অক্ষরং তৎ চ ত্বং।]

৩৬। অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমা কীর্ত্তিত হইলে, জগৎ কল্যাণপ্রাপ্ত হইয়া তোমাতেই ভক্তি লাভ করে। রাক্ষসগণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিহীন, হিংসাপরায়ণ আসুরপ্রকৃতির লোকগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে এবং ভক্তিপরায়ণ সিদ্ধচারণগণ তোমার চরণে প্রণত হন।

৩৭। হে অনন্ত! হে দেবাধিপতে! হে জগদাধার! তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মারও পূজ্য ও আদিকারণস্বরূপ। তোমাকে দেবগণ প্রণাম করিবেন

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥৩৯॥

[৩৮ অন্বয়ঃ । হে অনন্তরূপ ! ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ, অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, বেত্তা, বেদ্যং চ, পরং চ ধাম অসি, ত্বয়া বিশ্বং ততম্ ।]

[৩৯ অন্বয়ঃ । ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহঃ চ, তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু । পুনঃ চ নমঃ, ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ।]

ইহাতে আবার কথা কি ? তুমিই পরিণামী, তুমিই অপরিণামী এবং তুমিই অক্ষর পরম পুরুষ ।

৩৮ । হে অনন্তমূর্ত্তে ! তুমিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই জগতের একমাত্র আধার, তুমিই সর্ব্ববিৎ, তুমিই জানিবার বিষয়, তুমিই পরমাগতি এবং এই জগতের সমস্ত পদার্থেরই অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র তুমিই বিরাজ করিতেছ ।

৩৯ । তুমিই বায়ু, তুমিই যম, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই চন্দ্র, তুমিই প্রজাপতি ব্রহ্মা, আবার তুমিই ব্রহ্মারও জনক ; অতএব তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি, আবার প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েনবাপি ॥৪১॥

[৪০ অন্বয়ঃ। হে সর্ব্ব! তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ, তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু, হে অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি, ততঃ সর্ব্বঃ অসি।]

[৪১ অন্বয়ঃ। তব ইদং মহিমানম্ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি, সখা ইতি মত্বা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব! হে সখা ইতি প্রসভং যৎ উক্তম্।]

৪০। হে সর্ব্বমূর্ত্তে! তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে এবং চতুর্দ্দিকেই প্রণাম করি, কারণ তুমি চরাচর বিশ্বব্যাপী। তোমার তেজ অনন্ত, শক্তিও অনন্ত এবং যাহা কিছু বিদ্যমান, সে সমস্তই তুমি।

৪১। তোমার এই অপূর্ব্ব মহিমা না জানা হেতুই, আমি, অজ্ঞানতা-বশতঃ মিত্রভাবে তোমাকে, "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" এইরূপ কত অনুপযুক্ত সম্বোধন করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

[৪২ অন্বয়। হে অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অহং অপ্রমেয়ং ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে।]

[৪৩ অন্বয়ঃ। হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ গরীয়ান্ চ অসি। অতঃ লোকত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ।]

৪২। হে অচ্যুত! ক্রীড়াকালে, শয়নকালে, উপবেশনকালে ও ভোজনকালে, তোমার একাকী-অবস্থিতিসময়ে বা সখীগণের সম্মুখে আমি পরিহাসচ্ছলে কত অন্যায়বাক্য প্রয়োগ করিয়া তোমার অসম্মান করিয়াছি। হে বিভো! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

৪৩। হে অসীমশক্তে! তুমি এই চরাচর বিশ্বের জনক; তুমি সকল লোকেরই, পরম পূজ্য গুরু, গুরুতর ও গুরুতম। এই ত্রিজগতে তোমার সমানই কিছু নাই, সুতরাং তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আবার কি হইবে?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

[৪৪ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ হে দেব! অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য, ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে। পিতা ইব পুত্রস্য, সখা ইব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ, সোঢ়ুম্ অর্হসি।]

[৪৫ অন্বয়ঃ। হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং ; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তৎ এব রূপং মে দর্শয় ; প্রসীদ।]

৪৪। অতএব হে দেব! তোমাকে পরম বন্দনীয় ঈশ্বররূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আমার কৃত অন্যায় ব্যবহার গ্রহণ করিও না।

৪৫। হে পরম দেবতা! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ও ভয়, এই উভয় ভাবেরই যুগপৎ উদয় হইতেছে। অতএব হে জগদাধার! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পূর্ব্বমূর্ত্তিতে অর্থাৎ সেই কৃষ্ণরূপ লীলামূর্ত্তিতে দর্শন দাও।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন নদৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

[৪৬ অন্বয়ঃ। অহং ত্বাং তথা এব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। হে সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব ভব।]

[৪৭ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবানুবাচ, হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ ইদং তেজোময়ম্ অনন্তম্ আদ্যং মে পরং বিশ্বং রূপং (বিশ্বরূপং) তব দর্শিতং; যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।]

৪৬। আমি সেই কিরীটমস্তক, গদাচক্রধারিরূপে তোমাকে দেখিতে চাহিতেছি; হে অসংখ্যবাহো বিশ্বমূর্ত্তে! আমাকে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দাও।

৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার যোগমায়াকে আশ্রয়করতঃ এই মহাতেজোময়, আদি, অনন্ত, বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। আমার এই রূপ একমাত্র তুমিই দেখিলে; আর কেহ কখনও দেখেন নাই।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

[৪৮ অন্বয়ঃ। হে কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ।]

[৪৯ অন্বয়ঃ। মম ঈদৃক্ ঘোরম্ ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা বিমূঢ়ভাবঃ চ মা; ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ চ পুনঃ ত্বং মে ইদং তদ্রূপং এব প্রপশ্য।]

ভগবানের বিশ্বরূপ মার্কণ্ডেয়, যশোদা, অক্রূর, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি অনেকেই দেখিয়াছেন; তবে এই করাল কালমূর্ত্তি আর কেহ দেখেন নাই বটে।

৪৮। হে কুরুবীর অর্জ্জুন! মানবগণের মধ্যে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দানক্রিয়া, পরোপকাররূপ সৎকর্ম্ম, কিম্বা উগ্র তপস্যাদিদ্বারা এ রূপের দর্শনলাভ ঘটে না। ইহা মাত্র তোমার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

৪৯। আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, তোমাতে যে ভয় ও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর হউক। নিঃশঙ্কচিত্তে, প্রসন্নহৃদয়ে সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

[৫০ অন্বয়ঃ; সঞ্জয় উবাচ, বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস; মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা পুনঃ ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস।]

[৫১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে জনার্দ্দন! তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ প্রকৃতিং গতশ্চ অস্মি।]

৫০। সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীভগবান্ এই বলিয়া, (অর্জ্জুনের দৃষ্টি হইতে এই বিশ্বরূপকে অন্তর্হিতকরতঃ) সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন ও প্রসন্নবদনে সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা, তাঁহার ভয়ব্যাকুলহৃদয়ে শান্তিদান করিলেন।

৫১। অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম অর্থাৎ আমি যে অর্জ্জুন, তুমি যে আমাদের সেই শ্রীকৃষ্ণ, এটি যে যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই আমাদের সৈন্য, ঐ উঁহাদের সৈন্য ইত্যাদি পূর্ব্বস্মৃতি আমাতে উপস্থিত হইল। এতক্ষণ এই সকলের স্মৃতি আমাতে বিদ্যমান ছিল না।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা [যন্মম] ॥৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

[৫২ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবানুবাচ, মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎরূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।]

[৫৩ অন্বয়ঃ। যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ।]

[৫৪ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ। হে অর্জ্জুন। অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ।]

৫২। শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি আমার এই যে ভয়ঙ্কর বিরাটরূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন করা অতি কঠিন। দেবতাগণও এইরূপ দর্শন-লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত।

৫৩। তুমি আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিলে ইহা বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দানকর্ম্ম কিম্বা তপশ্চরণ কিছুরই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৫৪। হে অর্জ্জুন! অনন্যাভক্তির সহিত আমার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে হয়।

অনন্যাভক্তি কি? অনন্যাভক্তি তাহাকেই বলা যায়, যখন পূর্ব্ব-

জীবনের শুভহেতু, আপনা হইতেই হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হয় যে, ভগবদ্ভাব, ভগবদ্‌কথা, ভক্তসঙ্গ যত ভাল লাগে সংসারের কোন বস্তু, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র বা ধনসম্পত্তি, কিছুই তত ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী গতি প্রবাহিত হইতে থাকে; তখনই হৃদয়ে অনন্যাভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে নিশ্চিত। ঐ ভক্তি, জ্ঞান ও সাধনযোগে ক্রমেই প্রবলা হইতে থাকে ও সাধককে সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া, একমাত্র ভগবান্‌কেই সাধকের হৃদ্‌সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—ইহারই নাম অনন্যাভক্তি; নতুবা সকামা বা কর্ত্তব্যান্তর্গতা কিম্বা সখের ভক্তি কখনই অনন্যাভক্তি হইতে পারে না। অনন্যাভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি সকামা বা কর্ত্তব্যান্তর্গতাভক্ত রাজসীভক্তি আর লোককে দেখাইবার জন্য কপট বা সখের ভক্তি তামসী ভক্তি। রাজসী ও তামসী ভক্তির দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনাদি কিছুই সফল হইতে পারে না। ভক্তি বৈরাগ্যমূলা না হইলে, তাহাকে ভক্তিই বলা যায় না। বৈরাগ্যমূলা ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি অর্থাৎ ভক্তসাধক ভগবানের নিকট হইতে কোন ভোগফলপ্রাপ্তিরই কামনা রাখেন না; মাত্র ভগবান্‌কে চাহেন। ভাগবতী শান্তিলাভই হৃদয়ের সাত্ত্বিকী পিপাসা এবং সেই পরম প্রাণনাথের সঙ্গই পরমানন্দময় পরিণাম। সেই প্রেম উপস্থিত হইলে সাধকের সর্ব্বস্ব সুধাময় হইয়া যায়। নারদ বলিয়াছেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ভগবানের দিকে হৃদয়ের স্বাভাবিকী নিষ্কামা অনুরক্তিই ভক্তি। এই সাত্ত্বিকী ভক্তিলাভই জ্ঞানার্জ্জনের শুভ ফল; নতুবা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা সাধনাদি সমস্তই বিফল হইয়া যায়। এই জন্যই মাত্র শাস্ত্রপণ্ডিতগণের সকাম শুষ্কজ্ঞানার্জ্জন বা বৈরাগ্যহীন সাধকের অধ্যাত্মসাধনাদি মরুক্ষেত্রে বপিত বীজবৎ নিষ্ফল। সাত্ত্বিকী অনন্যাভক্তি ব্যতীত, ভগবানের শুভদৃষ্টি সাধকের উপরে পতিত হয় না এবং ভগবৎকৃপার অভাবে ভগবানের যথার্থতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না।

ভগবান্ এই শ্লোকে বলিলেন যে, 'অনন্যাভক্তিসহ আমাকে তত্ত্বের সহিত জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে হইবে'। ইহাদ্বারাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, 'আমার এই লীলার বিষয় জানিলেই বা আমার এই মায়াময় লীলামূর্ত্তি দর্শন করিলেই হইবে না; আমার যথার্থ তত্ত্ব সদ্গুরুর নিকটে বুঝিতে হইবে।' নেতি নেতি বিচারের দ্বারা সেই নির্ম্মল তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করাকেই বলিতেছেন "জ্ঞাতুম্"। তাহার পর সদ্গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া যখন 'তৎপদং' দেখাইয়া দিবেন, তখন সাধকের ভগবদ্দর্শনলাভ ঘটিবে; ইহাকেই বলিতেছেন "দ্রষ্টুম্"। তাহার পর গুরুসেবা-পরায়ণ ভক্তিমান্ সাধক, যখন গুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইয়া জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত শান্তিসুধাময় ভগবৎ সমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, সেই পরমানন্দময় পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন "প্রবেষ্টুম্"। এই তিন প্রকার ফললাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞানার্জ্জন ভগবদ্দর্শনলাভ ও ভগবানে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পরমাসঙ্গিনী অনন্যাভক্তিকে চাই। তিনি সঙ্গে না থাকিলে পরিশ্রমই সার, কিছুই ফললাভ ঘটিবে না; সেই জন্যই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম॥

হে বিভো! যাহারা পরমাগতিস্বরূপা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া পর জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তুষাবঘাতবৎ (তণ্ডুলশূন্য তুষে পাদ দেওয়ার ন্যায় তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা হয়।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

---:•:---

[৫৫ অন্বয়ঃ। হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ, মদ্ভক্তঃ সর্ব্বভূতেষু নির্বৈরঃ চ, সঃ মাম্ এতি।]

৫৫। হে অর্জ্জুন! যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম আমিময়, যাঁহার আমিই একমাত্র অবলম্বন, আমার ভক্তিরসেই যাঁহার হৃদয় প্লাবিত রহিয়াছে, সংসারাসক্তি যাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত এবং কোন প্রাণীতেই যাঁহার শত্রুভাব নাই, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করেন।

দ্বাদশোঽধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১॥

[১। অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে, যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।]

১। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ঐরূপ (অর্থাৎ ঐ যে বলিলেন, যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই আমিময়, আমিই যাঁহার অবলম্বন ইত্যাদি রূপে) যে সকল ভক্ত সাধক সর্ব্বদাই তোমাতে যুক্ত থাকিয়া সাধন করেন আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ভাবের সাধন করেন, ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উচ্চ অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট সাধকগণের মধ্যেও দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর সাধকের সাধন এই প্রকার যে, তাঁহারা ভগবানে অবিচলিত নির্ম্মলা ভক্তি ও পূর্ণ ভগবন্নির্ভরতাসহ সাধন করিতে করিতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্ত্বাতে সমস্ত জগদ্ভাবকে ডুবাইয়া দিয়া একমাত্র ভগবৎসত্ত্বাকেই বিদ্যমান দেখেন ও আপনার নির্ম্মল সত্ত্বাকেও সেই পরমানন্দরসে মগ্ন করিয়া ভেদমুক্ত আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। পরম সাধনভাবের এই যে আভাস প্রকাশ করা হইল, ইহার দ্বারা সে অপূর্ব্ব সাধনানন্দের কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে অপূর্ব্ব আনন্দ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে। তাহা স্বয়ংবেদ্য। শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন "স্বয়ং বেদ্যঞ্চ তদ্ব্রহ্ম কুমারী মৈথুন যথা"। শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন—

"সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ন্তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥"

'অর্থাৎ নির্ম্মলান্তর (জীবাভিমানমুক্ত) সাধক, পরম অদ্বয় অধ্যাত্মভাবে নিমগ্ন হইয়া যে মহানন্দ ভোগ করেন, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবার নহে ; তিনি স্বয়ংই অন্তরে অন্তরে তাহা গ্রহণ করেন মাত্র।"

ইহা তো গেল এক শ্রেণীর জ্ঞানীসাধকের কথা ; অন্য শ্রেণীর সাধকগণ, তাঁহারাও উচ্চ পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন ও অধ্যাত্মসাধননিরত। ইঁহারা ভক্তিকে গ্রাহ্য করেন না ; ইঁহারা জ্ঞানসর্ব্বস্ব ও প্রথম হইতেই নিজ পুরুষকারের উপর নির্ভর করেন। ইঁহারা বলেন ভক্তির দ্বারা কি হইতে পারে ? দয়া করিয়া কেহই তোমাকে মুক্ত করিবেন না ; তুমি নিজ পুরুষার্থের উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে মুক্ত কর। তুমি সেই নির্ম্মল আত্মা বা পুরুষ ; কেবল প্রকৃতির সঙ্গবশতঃই, মলিন হইয়া এই ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। সাধনদ্বারা এই প্রকৃতিসঙ্গ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, নির্ম্মলসত্বায় বাহির হইয়া চলিয়া যাও। জ্ঞানার্জ্জনকরতঃ আপনার নির্ম্মল তত্ত্ব বুঝিয়া লও ও সাধনদ্বারা অব্যক্ত আত্মস্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম কর। তুমি স্বয়ংই আত্মা-রূপী ব্রহ্ম ; আবার ভক্তি করিবে কাহাকে ?' প্রথম শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা ব্যঙ্গকরতঃ কহেন 'তোমরা কি ভ্রান্ত! এ দিকে তোমরা স্বীকার করিতেছ যে, জীবাভিমান ভ্রান্তিমাত্র ; আমি সেই নির্ম্মল আত্মা, তবে আবার কাঁদাকাটি কর কি জন্য ? নির্ম্মল আত্মজ্ঞানের উপর সাধনদ্বারা আপনার অব্যক্ত পরম-ভাবকে হৃদয়ঙ্গমকরতঃ সেই সমাধিসমুদ্রে, জীব, ঈশ্বর ও জগদাদিরূপ ভেদপূর্ণ নিখিল জ্ঞানকে ডুবাইয়া দাও।'

উক্ত উভয় শ্রেণীর সাধকই উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন। পরোক্ষ-জ্ঞানসম্বন্ধে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য নাই ; কেবল ভগবদ্ভাব ও ভক্তি লইয়াই

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥

[২ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ, মে মতাঃ।]

উভয়ের বিরোধ। প্রথম শ্রেণীর সাধকগণের ভগবানই সর্ব্বস্ব এবং তাঁহাদের জ্ঞানকর্ম্ম ও সাধনাদি যাবতীয় ব্যাপারই ভগবন্ময়। পরমানন্দময়, এক অদ্বিতীয় ভগবৎসত্ত্বাতে তাঁহারা আপনার জীবাভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া অমৃতভোগ করিতে চাহেন। ইহার অধিক সাধনবিষয়ক কর্ত্তব্য তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস, ভগবৎকৃপা ব্যতীত জ্ঞান বা সাধনাদি কিছুই সফল হইতে পারে না। ভগবৎকৃপাতেই সাধনের উক্তপ্রকার উচ্চতম সীমায় আপনাকে উন্নীত করিতে পারিয়াছেন এবং ইহার পরে ভগবৎকৃপাতেই যাহা হইবার তাহা হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণ আপনার পুরুষার্থের উপরই সমস্ত নির্ভর করেন এবং সাধনদ্বারা জ্ঞানের নাস্তিময় অব্যক্ত পরিণামে, ভগবান্ ও জগদাদি সমস্ত অস্তিভাবকেই নিমগ্নকরতঃ সুপ্তবৎ বিরাজ করিতে চাহেন। এই উভয় শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে "উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" নতুবা এ প্রশ্নের অর্থ এরূপ নহে যে, "সাকার ও নিরাকার এই উভয় প্রকার সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাতেই মনকে সমাহিতকরতঃ পরমা ভক্তির সহিত সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫॥

[৩।৪ অন্বয়ঃ। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ যে তু ইন্দ্রিয়-গ্রামং সংনিয়ম্য সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যম্ অব্যক্তম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং কূটস্থং পর্য্যুপাসতে তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি।]

[৫ অন্বয়ঃ। তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ, হি দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে।]

৩।৪। সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বমঙ্গলাভিলাষী যে সকল সাধক, ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখীকরতঃ, সর্ব্বত্রপরিপূর্ণস্বরূপ, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অতীত, সর্ব্বসাক্ষী, অচঞ্চল, মায়াতীত, অপরিণামী, উপাধিমুক্ত ও আকারবর্জ্জিত পরম ভাবের সাধনে নিযুক্ত, তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হন।

উক্ত ৩।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রথম শ্রেণীর ভক্তিমান সাধকগণের সাধনের ভাব ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন।

৫। মাত্র অব্যক্তাসক্তচিত্ত সাধকগণের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তিহীন দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণের সাধন বহুং ক্লেশময়। শরীর ধারণকরতঃ অব্যক্ত ভাবকে হৃদগত করিতে অত্যন্ত দুঃখ পাইতে হয়। 'অস্তি'ময় আত্মভাবের উপর 'নাস্তি' ভাবকে আনয়ন করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। তৃতীয় ও পঞ্চম উভয় শ্লোকেই ভগবান্ 'অব্যক্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত উভয় শ্লোকের "অব্যক্ত" একার্থবাচক

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

[৬।৭ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য, মৎপরাঃ অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে; ময়ি আবেশিতচেতসাম্ তেষাং অহং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি।]

[৮ অন্বয়ঃ। ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি, সংশয়ঃ ন।]

নহে। তৃতীয় শ্লোকোক্ত "অব্যক্ত" শব্দের অর্থ মানবাদিরূপ আকারমুক্ত, আর পঞ্চম শ্লোকোক্ত "অব্যক্তের" অর্থ অস্তিভাববর্জ্জিত। তৃতীয় শ্লোকোক্ত "অব্যক্তে"র ভাব যে কি, তাহা সেই ভক্তিমান্ ব্রহ্মযোগিগণই জানেন; বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ্য নহে। তাহা কেবলমাত্র 'অব্যক্তং' নহে; তাহার সহিত "ধ্রুবং" ও "কূটস্থং" আছে।

৬।৭। আমাতেই একান্ত নির্ভরশীল যে সকল ভক্ত সাধক সমস্ত কর্ম্ম আমাতেই অর্পণকরতঃ সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়স্থ রাখিয়া, আমার ধ্যানে যুক্ত থাকেন, মদ্গতপ্রাণ সেই সকল ভক্ত সাধককে, জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গ-সমাকুল সংসারসমুদ্র হইতে আমিই শীঘ্র উদ্ধার করি। (পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিলেন)।

৮। আমার ভাবেই মন, বুদ্ধিকে সর্ব্বদা ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা কর;

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

[৯ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়ঃ! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ।]

[১০ অন্বয়ঃ। অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, মৎকর্ম্মপরমঃ ভব; মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি।]

যদি তাহা পার, তাহা হইলে (দেহত্যাগান্তে) শ্রেষ্ঠাগতিদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

৯। যদি একান্ত আমাতে অর্থাৎ সর্ব্বগ পূর্ণস্বরূপ, অচঞ্চল, অদ্বিতীয় ভগবৎসত্ত্বায় চিত্তকে সমাহিত করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগের অর্থাৎ ভগবানের দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পনাকরতঃ, তাহাতেই মন, বুদ্ধিকে স্থাপন করিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা চিত্তমনের স্থৈর্য্য সাধিতকরতঃ, ক্রমোন্নতিক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় উপস্থিত হইয়া আমাকে পাইবার জন্য যত্ন কর।

১০। যদি উক্তপ্রকার অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হও; অর্থাৎ একাদশ্যাদি ব্রতাচরণ এবং নামসংকীর্ত্তন ও জপাদি কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সম্পন্ন কর। সকামভাবে করিলে, কর্ম্ম ভগবানের হইবে না, তোমারই হইবে, এবং তাহার দ্বারা ভগবৎসাধনে শক্তিলাভকরতঃ ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আপনাকে উন্নীত করিতে পারিবে না। বৈরাগ্যের সহিত অর্থাৎ 'কি প্রকারে সেই শান্তিময় পরম নাথকে প্রাপ্ত হইব,' 'কতদিনে এই অশান্তিপূর্ণ তাপদগ্ধ

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

[১১ অন্বয়ঃ। অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান্, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু।]

[১২ অন্বয়ঃ। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ, ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্।]

সংসার-কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব' ইত্যাকার সাত্ত্বিকী আসুরক্তির সহিত ঐ সকল কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় সাধন-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও তোমার অধ্যাত্মোন্নতির যাবতীয় সুযোগই তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে; আমার জন্য (মাত্র আমাকে পাইবার জন্য, কোন প্রকার ভোগলাভার্থ নহে) কর্ম্ম করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিবে।

১১। যদি আমার কর্ম্ম করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে সংযতচিত্তে আমার সাধনে নিযুক্ত হও ও সমস্ত কর্ম্মেরই ফলকে পরিত্যাগ কর।

সাধনের উচ্চ অবস্থায়, জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণ, যেরূপ আচরণ করিতে সক্ষম হন, তাহাই অসমর্থ পক্ষে ভগবান্ উপদেশ করিলেন কেন; আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে, তাহার সঙ্গতি আবিষ্কৃত হইল না।

১২। সাকার ধ্যানাপেক্ষা পরোক্ষজ্ঞানার্জ্জন শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানাপেক্ষা

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

[১৩।১৪ অন্বয়ঃ। সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ করুণঃ এব চ, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ মে ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।

[১৫ অন্বয়ঃ। যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে, লোকাৎ চ যঃ ন উদ্বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।]

[১৬ অন্বয়ঃ। অনপেক্ষঃ শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ গতব্যথঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।]

ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ, এই ধ্যানযোগের দ্বারাই কর্ম্মফলত্যাগের শক্তিলাভ হয় এবং ত্যাগরূপ সন্ন্যাসযোগের দ্বারাই শান্তি উপস্থিত হয়।

১৩।১৪। যাঁহার, কাহারও প্রতি দ্বেষভাব নাই, যিনি সকলের সহিত মিত্র-ভাবাপন্ন, সদয়-হৃদয়, ক্ষমাশীল, সুখদুঃখে অবিচলিতলক্ষ্য, যে অবস্থাই ভোগ করুন তাহাতেই সন্তুষ্ট, সংযতেন্দ্রিয়, স্থিরজ্ঞান, 'আমি করিতেছি' এবং 'আমার এই সমস্ত' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত এবং যাঁহার মনবুদ্ধি আমাতেই পড়িয়া রহিয়াছে, এমন যোগযুক্ত ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত।

১৫। যাঁহা হইতে কেহই পীড়া প্রাপ্ত হয় না এবং যাঁহাকে কেহই পীড়িত করে না, হর্ষ, বিষাদ, চিন্তা ও ভয়মুক্ত সেই সাধকই আমার প্রিয়।

১৬। যাঁহার আত্মভাব সাংসারিক কোন কারণেই ব্যাহত হয় না,

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

[১৭ অন্বয়ঃ। যঃ ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী, সঃ ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ।]

[১৮।১৯ অন্বয়ঃ। শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ।]

যিনি পবিত্রস্বভাব, কর্ত্তব্যনির্ব্বাহতৎপর, পক্ষাপক্ষভেদ-বুদ্ধিমুক্ত, সাংসারিক কোন কারণেই যাঁহাকে চিন্তিত করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার ভোগসঙ্কল্প-বর্জ্জিত সেই সাধকই আমার প্রিয় ভক্ত।

১৭। যিনি ইষ্টসমাগমে আনন্দিত বা অনিষ্টাগমে বিষাদিত না হন, যাঁহার অলাভে শোচনা ও লাভের কামনা নাই, সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গল যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এমন ভক্তিমান্ সাধকই আমার প্রিয়।

১৮।১৯। যাঁহার, শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, প্রশংসা বা নিন্দা উভয়কেই যিনি সমান দেখেন, যিনি সর্ব্বদা অনাসক্ত-হৃদয়ে প্রসন্নচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান মাত্র, 'ইহা আমার গৃহ' এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও যাঁহার নাই এবং যাঁহার বাক্য সংযত সেই অবিচলিতান্তঃকরণ ভক্তিমান্ সাধকই প্রিয়ভক্ত।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[২০ অন্বয়ঃ। যে তু শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ ইদং ধর্ম্মামৃতং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ।]

২০। যে সকল সাধকের আমিই মাত্র অবলম্বন এবং যাঁহারা আমার পূর্ব্বপ্রদত্ত উপদেশামৃত শ্রদ্ধার সহিত পান ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, তাঁহারাই আমার অতি প্রিয়ভক্ত।

ত্রয়োদশঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥২॥

[অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ, হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।]

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে ; যঃ এতৎ বেত্তি, তদ্বিদঃ তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি প্রাহুঃ।]

[২ অন্বয়ঃ হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং ক্ষেত্রজ্ঞং চ বিদ্ধি, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতম্।]

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি কি এবং পুরুষই বা কে, ক্ষেত্র কি এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে, জ্ঞান কি এবং জ্ঞেয়ই বা কে, জানিতে ইচ্ছা করি।

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞ-পণ্ডিতগণ এই শরীরকেই ক্ষেত্র এবং এই শরীরের সমস্ত ব্যাপার যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন।

২। সকল ক্ষেত্রেরই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আমি ; হে অর্জ্জুন! এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের মধ্যে ভেদ কি এবং সম্বন্ধই বা কি, এই তত্ত্বকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

ভগবান্ শরীরকে ক্ষেত্র এবং শরীরের যাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ আত্মা বা আপনাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিলেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, চর্ম্ম-রক্ত-বসা মাংস-অস্থি-মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুনির্ম্মিত স্থূল শরীরকে মাত্র লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিলেন। শরীর একটি নয়, তিনটি। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন শরীর লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিনকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ 'শরীর' উল্লেখ করিয়াছেন। চর্ম্মরক্তাদি সপ্তধাতুদ্বারা গঠিত এই যে দৃশ্যমান ভৌতিক দেহ, ইহাকেই স্থূলশরীর বলা হয়। এই স্থূল শরীর ব্যতীত আর একটি শরীর আছে, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। মন, চিত্ত, বিবেক ও অহঙ্কার লইয়াই এই সূক্ষ্ম শরীর! এই শরীরের দ্বারা বিষয়ের সূক্ষ্মত্বভোগ সাধিত হয়। যেমন স্বপ্নকালে তোমার স্থূল শরীর নিশ্চেষ্টভাবে কলিকাতায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তুমি বাটিতে যাইয়া তোমার পত্নীর পার্শ্বে উপবেশনকরতঃ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গনকরতঃ উপভোগ করিয়া স্পর্শসুখ ভোগ করিলে। তোমার স্থূল শরীর তো এখানে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া রূপভোগ, তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া শব্দভোগ, তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রসভোগ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনাদিদ্বারা স্পর্শ-সুখভোগ হইল কোন্ শরীরের দ্বারা? ঐ সূক্ষ্ম মনঃশরীরের দ্বারাই ঐ সকল ভোগ সাধিত হইয়াছে। যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্ম করে, তখন আমাদের জাগ্রত অবস্থা; যখন স্থূল শরীর কর্ম্ম করে না, কেবল ঐ সূক্ষ্ম শরীর কর্ম্ম করে, তখন আমাদের স্বপ্নাবস্থা; আর যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্ম করে না, তখনই আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা। ঐ সুষুপ্তি অবস্থাই আমাদের কারণ-শরীর নামক অব্যক্ত বীজভূত-শরীরকে দেখাইয়া দিতেছে। 'আমি আছি' ইত্যাকার জ্ঞানই অহংরূপী জীব (৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ) এবং ঐ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম,

উভয় শরীরের দ্বারাই ভোগাভিমান করিতেছিল ; কিন্তু সুষুপ্তিকালে উক্ত প্রকার ভোগাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অহং অব্যক্ত-কারণ-শরীরে প্রবেশ করিল, এবং যাবতীয় অস্তিভাবই নাস্তিময় তমোসাগরে ডুবিয়া গেল। তখন আমিও নাই, সুতরাং জগৎও নাই এবং সুখ বা দুঃখ কোন প্রকার ভোগাভিমানও আমাতে নাই। যতক্ষণ অহমের অস্তিত্ব, ততক্ষণ জগতেরও অস্তিত্ব, আবার যতক্ষণ অহমের নাস্তিত্ব ততক্ষণ জগতেরও নাস্তিত্ব। অগ্রে অহং, পরে ত্বং ও তং। জাগ্রতকালে অহমের স্থিরা-ব্যক্তি, স্বপ্নকালে অহমের অস্থিরা-ব্যক্তি এবং সুষুপ্তিকালে অহমের অব্যক্তি। সুষুপ্তিকালে যেখানে থাকিয়া, অহং শোকতাপের গ্রাস হইতে কিছুক্ষণ পরিত্রাণ পাইয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দের শান্তি-ধারা পান করিতে ছিল, তাহাই অহমের অব্যক্ত-কারণ-শরীর। অশ্বত্থবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে, অত বড় আর একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে নিশ্চয় ; কিন্তু তাহার কারণ-শরীর-রূপী ঐ বীজের মধ্যে অবস্থিতিকালে তাহার ব্যক্তি যেমন অব্যক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তেমনি অহমের ব্যক্তিও সুষুপ্তিকালে কারণ-শরীরে অব্যক্তের মধ্যে গুপ্ত থাকে। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন লইয়াই আমাদের শরীর এবং এই তিন শরীরের যাবতীয় ব্যাপারই ভগবান্‌কর্ত্তৃক 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রকে যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালের সমুদয় ভাবকেই যিনি অবিচ্ছেদে দেখিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা। এই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন, "সমস্ত ক্ষেত্রেই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আমি।" ভগবান্‌ই সর্ব্বপ্রকার ভাবের বা জ্ঞানের এবং অভাবের বা অজ্ঞানের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ আত্মা। তিনি ঐ আত্মারূপে সর্ব্বক্ষেত্রেই বা অহংরূপী যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ ঘটেই বিরাজ করিতেছেন ; অথচ কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই এবং কোন প্রকার বিকারই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬॥

[৩ অন্বয়ঃ। তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ, যাদৃক্ চ, যদ্বিকারি, যতঃ চ যৎ, সঃ চ যঃ, যৎপ্রভাবঃ চ তৎ মে সমাসেন শৃণু।]

[৪ অন্বয়ঃ। ঋষিভিঃ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ বহুধা গীতং; বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব।]

[৫-৬ অন্বয়ঃ। মহাভূতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ, দশেন্দ্রিয়াণি, একঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ, ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, চেতনা, ধৃতিঃ এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্।]

৩। এই ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যেরূপ বিকারগ্রস্ত, যেরূপে উৎপন্ন এবং যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের যাবতীয় ব্যাপারকে জানিতেছেন তিনি কিরূপ প্রভাববান্, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি মনোযোগসহ শ্রবণ কর।

৪। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বহুপ্রকার শ্রুতি-প্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রপদ-সকলের দ্বারা অর্থাৎ বেদান্তবিচারদ্বারা যুক্তিযুক্তরূপে সকল তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

৫।৬। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার অর্থাৎ জীবাভিমান, বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত ও

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭॥

[৭ অন্বয়ঃ। অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবম্, আচার্য্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈর্য্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ।]

বিবেকাত্মিকা মহাশক্তি, অব্যক্ত অর্থাৎ কারণ শরীর, দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এক অর্থাৎ উক্ত ইন্দ্রিয়দশের পর যে এক, বা ইন্দ্রিয়াধিপতি একাদশম্ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ বা বিষয়পঞ্চ, প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, সুখ ও দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ জীবাভিমানের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ, চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানভাব ও ধারণাশক্তি, এই বিকারি ভাবসমষ্টিকেই ক্ষেত্র বলা হয়। এই তোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্রের পরিচয় দিলাম।

(সপ্তম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখায় ঐ সকল তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে) ইতি প্রকাশক।

পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এইবার শ্রীভগবান্ জ্ঞান কি, অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইলে, সাধনপুষ্ট জ্ঞানী সাধকের অবস্থা কিরূপ হয়, সেই লক্ষণগুলি বলিতেছেন। যথার্থ সাত্ত্বিকী জ্ঞান স্ফুরিত হইলে, নিশ্চয়ই এই লক্ষণগুলি সাধকের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই। লক্ষণগুলি পর পর বলিতেছেন ; যথা—

৭। ১। অমানিত্ব অর্থাৎ যে মান লইয়া বিষয়ান্ধ লোকবিব্রত, যে মানের জন্য কত বিবাদ, কত দলাদলি সংঘটিত হইয়া ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিতেছে, যে মানের জন্য কত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া, কত দেশ, কত রাজ্যকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছে করিতেছে ও করিবে সেই মান-রক্ষাবিষয়ে ঔদাসিন্য। এই ঔদাসিন্য, বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতেই উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ব্রহ্মানন্দপূর্ণ প্রশান্ত হৃদয় হইতেই,

মানের মানকে তিরোহিত করিয়া দেয়। ২। অদম্ভিত্ব অর্থাৎ 'আমি ধনী,' 'আমি মানী' 'আমি জ্ঞানী' 'আমাপেক্ষা বলবান্ জনবান্ বা ধনবান্ আবার এখানে কে আছে,' 'আমি এখনই উহার সর্ব্বনাশ করিতে পারি,' ইত্যাকার আসুর ভাব, জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে স্থান পায় না। যথার্থ জ্ঞানের ফল কখনই উগ্রভাবাপন্ন হয় না; সুধাময় দীনভাবই যথার্থ জ্ঞানের ফল। ৩। অহিংসা অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকের হৃদয় সর্ব্বপ্রকার পীড়নভাবকেই পরিত্যাগ করে এবং পরপীড়নে বড়ই কাতর হয়। ৪। ক্ষান্তি অর্থাৎ, ক্রোধরূপ প্রচণ্ড অসুর, কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাসাধনের জন্য উত্তেজিত করিলেও এবং প্রতিফল দিবার শক্তি থাকিলেও জ্ঞানী সাধকের হৃদয় তাহা করিতে চাহে না। কারণ, ক্ষমাদেবী তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা; এবং তিনি প্রচণ্ড ক্রোধাসুর কর্ত্তৃক উত্তোলিত অগ্নিময় তরঙ্গসকলকে, আপনার বক্ষনিঃসৃত সুধাধারা ঢালিয়া নির্ব্বাণ করিয়া দেন। ৫। আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা; জ্ঞানসম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে, কৌটিল্য পিশাচের লীলা কখনই চলিতে পারে না। যদি কৌটিল্যই থাকিল, তাহা হইলে জ্ঞানার্জ্জন ও সাধনের ফল কি হইল? যে সাধকের জ্ঞান সাত্ত্বিকী, অর্থাৎ বৈরাগ্যসহ ভগবন্মুখী, সে জ্ঞানের নিকটে কৌটিল্য-পিশাচের স্থান নাই। সে জ্ঞান সদা সারল্যময়, শান্তিময় ও আনন্দময়। ৬। আচার্য্যোপসনা বা গুরুসেবা (জ্ঞানী সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য সদ্‌গুরুদেবের প্রয়োজন-সম্পাদন; অর্থাৎ গুরুদেবের কখন কি অভাব হইতেছে, কি প্রয়োজন পড়িতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হওয়া ও তাঁহার অশান্তি নিবারণ করাই জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ শিষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে সৎশিষ্য সদ্‌গুরুদেবের কৃপালাভ করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাধনবিষয়ক উপদেশরূপ সুধাময় গুরুপ্রসাদ পাইয়া, আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তাঁহার গুরুভক্তি ও গুরুসেবা স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যেখানে গুরুভক্তি ও গুরুসেবার যতটুকু অভাব লক্ষিত হইবে, সেখানে

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮॥

[৮ অন্বয়ঃ। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।]

সাত্ত্বিকী জ্ঞানলাভেরও ততটুকু অভাব আছে, ইহা নিশ্চিত)। ৭। শৌচ বা পবিত্রতা অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরকেই নির্ম্মল রাখা। কোন কোন অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, বিষ্ঠাদিমর্দ্দন ও অখাদ্যভক্ষণ যে করিতে পারে, সেই পশ্বাচারী ব্যক্তিই নির্ব্বিকার ও জ্ঞানসম্পন্ন সাধক। কিন্তু যথার্থতঃ তাহা নহে; সে ব্যক্তি অজ্ঞান পশুমাত্র। নির্ম্মল জ্ঞানযোগী সাধক, কথনই শূকর বা কুক্কুর নহেন; তিনি দেবতা। তাঁহার দেবশরীর সর্ব্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দেবভোগ্য পবিত্র সামগ্রীই তাঁহার ভোজ্য। তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই, একটি পবিত্র ও প্রসন্নভাব হৃদয়ে উদিত হয় এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এক অপূর্ব্ব-ভাগবতী-শ্রী তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। ৮। স্থৈর্য্য বা স্থিরভাব অর্থাৎ জ্ঞান-যোগী সাধকের ভাব, যেন সর্ব্বদাই অচঞ্চল। তিনি সাংসারিক কোন কারণেই চঞ্চল হন না, যে কারণই আসিয়া উপস্থিত হউক্ না; তিনি তাহাতে "কি করি," "কোথায় যাই" ইত্যাকার ব্যস্তভাবে চালিত হইয়া অস্থির হন না এবং তাঁহার স্থিতি, গতি সমস্তই ধীরভাবের পরিচায়ক। ৯। আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ আপনার বহির্ম্মুখী স্থিতিকে নিগৃহীতকরতঃ, সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখীভাবে আপনাকে সংস্থিত রাখিবার চেষ্টাই, জ্ঞানযোগী সাধকের মহাসাধন ও জ্ঞানবৃক্ষের শুভ ফল। এই অন্তর্ম্মুখী স্থিতিই আত্মবিনিগ্রহঃ

৮। বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা অর্থাৎ জ্ঞানযোগী সাধকের হৃদয়ে, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ভোগের প্রতি, একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা বা অনাসক্তি

আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই শান্তিময়, পরমানন্দের নির্ম্মল অমৃতধারাপান জন্য অপূর্ব্বা তৃপ্তিই, উক্তপ্রকার বিরক্তিকে আনয়ন করে। অনহঙ্কার অর্থাৎ কর্ণত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণের ও মনশ্চিত্তাদি অন্তর্বৃত্তিসকলের কৃতকর্ম্মে, 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি তাঁহাদের থাকে না। ঐরূপ ভ্রান্তি না থাকাই অহঙ্কার-রাহিত্য। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপভাব বিদ্যমান থাকে যে, এই ভূত-শরীরধারণকরতঃ সংসারকারাগারে বাস করা কি কষ্টকর! অহো! ইহাতে সুখ কোথায়? ইহা তো দুঃখের আগারস্বরূপ! এই শরীর ধারণকরতঃ কোনপ্রকারেই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই! কতশত বার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি ও কতশত বার কর্ম্মফলজন্য কতপ্রকার জীবরূপে এই মায়ারঙ্গাঙ্গনে অভিনয় করিয়াছি। এই শরীরে, কতপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া, কি ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। জরা আসিয়া আক্রমণ করিলে, অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া কিরূপ বিব্রত হইতে হয়, ভোগলালসাসত্ত্বেও, অক্ষমতাজন্য ভোগ করিতে না পারিয়া, কি দারুণ মনোকষ্টই ভোগ করিতে হয়; ত্রিতাপ যন্ত্রণা জন্মকাল হইতে সঙ্গের সাথী হইয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে; কোন উপায়েই ত্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। কামক্রোধাদি বৃত্তিদংশনজনিত আধ্যাত্মিক তাপ, স্থূল শরীরের যাবতীয় ব্যাধিজনিত আধিভৌতিক তাপ ও সর্পাঘাত বজ্রাঘাতাদিরূপ যে সকল বিপদ হঠাৎ উপস্থিত হইতে পারে তাহাদের আশঙ্কাজনিত আধিদৈবিক তাপ কোনপ্রকারেই নিবারিত হইবার নহে। এ তাপভোগ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, নীচ-উচ্চ, দুর্ব্বল-বলবান্ সকলেরই সমান। কি প্রকারে এ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইব, কতদিনে এ যন্ত্রণা নিবারিত হইবে, ইত্যাকার বিরক্তিভাব তাঁহাদের হৃদয়ে সতত বিদ্যমান থাকে।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ ; ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং চ।]

[১০ অন্বয়ঃ। ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশ-সেবিত্বং, জনসংসদি অরতিঃ।]

৯। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়বর্গ ও গৃহাদি সম্পত্তিসকলের ভোগে অনিচ্ছা, এবং উহাদিগের সহিত নির্লিপ্ত অর্থাৎ পত্নীর সামান্য উদরাময় হইলে আপনাকে বিসূচিকাগ্রস্তবৎ ; বা পুত্রের সামান্য জ্বরাক্রান্তিজন্য, আপনাকে বিকারগ্রস্তবৎ হইতে না দেওয়া ; এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিলে আপনাকে স্বর্গগত মনে না করা। শুভ বা অশুভ যাহাই আসুক, তাহাতেই হৃদয়ের সাম্যরক্ষা অর্থাৎ কোনপ্রকার সাংসারিক শুভ উপস্থিত হইলে আনন্দে কিম্বা কোনপ্রকার অশুভ উপস্থিত হইলে দুঃখে চঞ্চল হইয়া, আপনার পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হওয়া।

১০। আমাতে অনন্যযোগা অব্যভিচারিণী ভক্তি (অর্থাৎ সেই পরম প্রাণনাথের প্রতি প্রাণের ভালবাসা। সে ভালবাসাতে আপনার ভোগ-স্বার্থ, বা কোনপ্রকার কামনা নাই ; সে ভালবাসা, কোনপ্রকার সাংসারিক কারণ জন্য নহে ; কোনপ্রকার স্বার্থ সংযোগ বা কিছুরই প্রার্থনা তাহাতে নাই। সে ভালবাসা স্বভাবসিদ্ধা ও অহৈতুকী এবং কোন সঙ্কল্পিত কারণ ব্যতীতই সেই পরম প্রাণনাথের দিকে, প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। সাধক সাধনদ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই প্রাণনাথের যত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের পরমা স্থিতির ক্রম-সূক্ষ্ম পরমানন্দময় রহস্য, গভীর

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১॥

[১১ অন্বয়ঃ ; অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তং ; যৎ অতঃ অন্যথা অজ্ঞানম্ ।]

সাধনগুণে যত হৃদয়ে স্ফূরিত হইতেছে ততই সাধক আরও সেই নির্ম্মল সুধাধারা পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন ও জগদ্ভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেই পরমভাবের স্মৃতিকেই আপনার সহচরী করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। তখন ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই তাঁহার প্রাণের সামগ্রী এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহাতেই তাঁহার প্রাণের আনন্দ। সাধকের এইরূপ স্বার্থসংযোগমুক্তা নির্ম্মলা ভগবদানুরক্তি বা প্রাণের টানই, অনন্যযোগা অব্যভিচারিণী ভক্তি। নতুবা 'আমার পুত্রটি ভাল হউক, পাঁচ টাকার পূজা দিব,' কিম্বা আমার মামলাটিতে জয়লাভ হউক, জোড়া পাঁটা বলি দিব, অথবা দুর্গোৎসবের ফলে, ধন, মান ও যশোলাভ করিব, ইত্যাকার অজ্ঞানপ্রসূত উন্মাদোচিত নীচ সঙ্কল্পকে ভক্তি বলে না ; উহাই ব্যভিচারিণী ভক্তি বা ভক্তির ঘৃণিত তামসী অভিনয় মাত্র)। বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব, বা নিরুপদ্রবস্থানপ্রিয়তা (জ্ঞান বৈরাগ্যবান্-সাধকের হৃদয় সেই স্থানই ভালবাসে, যে স্থানে প্রকৃতির শান্তিময় ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে ও স্থানগুণে আপনা হইতেই হৃদয় একটি শান্তভাবের উদয় হয়)। অরতির্জনসংসতি বা লোক সংসর্গে বিরক্তি (সেই শান্তিপ্রিয় জ্ঞানবৈরাগ্যবান্ সাধক সংসারাসক্তচিত্ত, মোহান্ধ, ভক্তিহীন, বিষয়কীটগণের সংসর্গে অত্যন্ত কাতর হন। ঐ মোহান্ধ সংসার-কীট ব্যক্তি, যত বড় পদস্থই হউন না, তাঁহার বাক্‌পাণ্ডিত্য যত প্রসরই লাভ করুক না, তাঁহার সঙ্গ ঐ সাধকের পক্ষে বিষবৎ জ্বালাময়। ইহার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি, তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত)।

১১। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব বা আত্মজ্ঞানের অচঞ্চলা স্থিতি (সদ্-

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

[১২ অন্বয়ঃ। যৎ জ্ঞেয়ং, যৎজ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে তৎ প্রবক্ষ্যামি, তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে।]

গুরুদেবের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান—আমি কি, জগৎ কি এবং ভগবান্‌ই বা কি, এই বিষয়ের নির্ম্মল, পরোক্ষ তত্ত্ব অবগত হইয়া, আপনার বিবেকানুমোদিত বিচারদ্বারা, তাহাই যে সত্য তত্ত্ব, ইহা অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারা এবং অটলভাবে হৃদয়ে সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব)। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন বা যে জন্য তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন, সেই পরমবস্তুর দর্শনলাভ (অর্থাৎ যাঁহার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, যাঁহার জন্য বিচার, প্রমাণ ও মীমাংসা, সেই পরমরসকে সদ্‌গুরুপ্রদর্শিতঃ সাধনদ্বারা আস্বাদন করা। ইহাকে বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি আদৌ মিষ্টরস আস্বাদন না করিয়া থাকে, তাহাকে বাক্যের দ্বারা মিষ্ট যে কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যে প্রকার অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ। রসনার সাহায্যে, যেমন সেই মিষ্টরসকে অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেই পরমরসকেও তদ্রূপে সাধনরূপ রসনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপরোক্ষভাবে হৃদগত করিতে পারা যায়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। এই যে জ্ঞানের লক্ষণসকল বলা হইল, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ যাঁহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। এই সকলের সহিত যাহার কিছুই সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ বিপরীত ভাবাক্রান্ত, তাহাই অজ্ঞান।

১২। হে অর্জ্জুন! এইবার আমি তোমাকে সেই পরমজ্ঞেয় বস্তু যে কি, যাঁহাকে বুঝিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করা যায় সেই পরমপুরুষের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদ্যন্ত-রহিত পরব্রহ্ম এবং তাঁহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। সৎ অর্থে অপরিণামী, অর্থাৎ

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

[১৩, অন্বয়ঃ । সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ তৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ।]

কখনও কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর অসৎ অর্থে পরিণামী, অর্থাৎ যাহা বিকারী বা যাহাতে ভাবান্তর সংঘটিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে, ভগবান্ বিকারগ্রস্ত বা পরিণামী নহেন ইহা ধ্রুব সত্য এবং সেইজন্য অসৎ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, এ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত না হইবে কেন? ইহাতে দোষ কি? ইহাতে অতি সূক্ষ্ম দোষ এই যে অপরিণামী বা সৎ এই বাক্য-দ্বারায় যে ভাবটি বিশেষিত হইতেছে, তাহা কি এই অসৎ বা পরিণামীভাবের উপরই দাঁড়াইয়া নাই? পরিণামী বা অসৎ আছে বলিয়াই এই সৎ বা অপরিণামী বিশেষণ প্রযুক্ত হইতেছে। পরিণামী ব্যতীত অপরিণামীর অস্তিত্ব কোথায়? দুঃখ ব্যতীত সুখের অস্তিত্ব কই? এই সৎ ও অসৎ, দুইটি উপাধিই পরস্পরে পরস্পরাশ্রয়ী। সেইজন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি এই জগদ্ভাব থাকুক্ বা না থাকুক্, এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে চিরকালই বিদ্যমান, তাঁহাতে সৎ বা অসৎ কোন উপাধিই প্রযুক্ত হয় না। আর অহংজ্ঞানরূপী অসৎ আমি আছি বলিয়াই ভগবান্‌কে সৎ উপাধিতে বিশেষিত করিতেছি। আমি না থাকিলে সদসৎরূপ ভেদজ্ঞানকে কে উত্থিত করে?

১৩। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মস্তক, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিদ্যমান; অধিক কথা কি, তিনি সর্ব্বব্যাপী

সর্ব্বত্রই হস্ত, সর্ব্বত্রই পদ, সর্ব্বত্রই মস্তক ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হস্ত-পদাদি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোন আকারই

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

[১৪ অন্বয়ঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ অসক্তং সর্ব্বভৃৎ এব চ, নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।]

নাই ; কারণ যেস্থানে পদ সেই স্থানেই মস্তক, ইহা অসম্ভব। তবে, তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান এবং চক্ষু না থাকিলেও, তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা কর্ণ না থাকিলেও সর্ব্বশ্রোতা ইত্যাদিরূপ সর্ব্বশক্তিই তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে, ইহাই উক্ত বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম।

১৪। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ মনশ্চিত্তাদি-অন্তঃকরণের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বহিষ্করণের গুণাভাসস্বরূপ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান, মনোবৃত্তির সঙ্কল্প, অহঙ্কারবৃত্তির কর্ত্তৃত্বাভিমান, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ-স্পর্শন-দর্শন-রসন ও জিঘ্রণাদি ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কথন গ্রহণ-গমন-বিরেচন ও রমণাদি যাবতীয় কম্পপ্রবাহের বা জ্ঞান-চাঞ্চল্যের একমাত্র আধার-স্বরূপ। অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ সকলের ক্রিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অহংজ্ঞানরূপ জীব বা চিদাভাসের উপরে। অহংজ্ঞান না থাকিলে ঐ অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণসকলের অস্তিত্ব কোথায়? অহংজ্ঞানরূপী জীব, সেই চিৎস্বরূপ পুরুষেরই ঘটাকারাকারিত ছায়ামাত্র। সুতরাং সেই চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মই, জীবরূপ ছায়ামূর্ত্তিতে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণের অর্থাৎ চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়ারই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত, অথচ সমস্ত জগদ্ভাবেরই আধার অর্থাৎ জগদ্রূপ সমস্ত জ্ঞানমূর্ত্তিরই একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ তিনি গুণাতীত, অথচ সমস্ত গুণেরই অর্থাৎ, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ পরিণাম-সাধনী, প্রকৃতিরূপ তরঙ্গময়ী মহাশক্তির আশ্রয়স্থান।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। তৎ ভূতানাং বহিঃ চ অন্তঃ চ, অচরং চরম্ এব চ, তৎ সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং ; দূরস্থম্ অন্তিকে চ।]

[১৬ অন্বয়ঃ। তৎ অবিভক্তং চ, ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতং ; ভূতভর্ত্তৃ, গ্রসিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু চ জ্ঞেয়ম্।]

১৫। সর্ব্বভূতেরই অন্তরে ও বাহিরে তিনিই বিদ্যমান. এই স্থাবর ও জঙ্গম অর্থাৎ জড় ও জীবভাব তাঁহারই মূর্ত্তি। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত জ্ঞানাতীত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি সাধক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারে না ; তিনি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী অথাৎ অজ্ঞান, মোহান্ধ লোকে জানে যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষাতীত ভগবান্‌কে লাভ করা অসাধ্য, সেই জন্য তাহাদের পক্ষে অতি দূরবর্ত্তী ; আবার (জ্ঞানভক্তিমান্ সাধকের পক্ষে) অতি নিকটবর্ত্তী (কারণ জ্ঞানবান্ সাধক তাঁহাকে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরেই আত্মারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আমার আত্মা ও আমি কত নিকটস্থ, তাহা বাক্যে আর কি প্রকাশ পাইবে ?)

১৬। তিনি অবিভক্ত অর্থাৎ কোনপ্রকার ভেদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অবিচ্ছিন্ন একম্ অদ্বিতীয়ং, কিন্তু সর্ব্ব প্রাণীতেই যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতেছেন অর্থাৎ "আমি", "তুমি", "তিনি" ইত্যাকার অসংখ্য ঘটাকারাকারিত অহংরূপ জীবভাবেই যেন পৃথক পৃথক আত্মারূপে গৃহীত হইতেছেন। অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া, প্রত্যেক অহংবুদ্ধি 'আমার আত্মা পৃথক', 'আমার আত্মা পৃথক', এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা-দ্বারা তাঁহাকে বিভক্তবৎ ভাবিতেছে ও 'পুরুষবহুত্বের' কল্পনা করিতেছে।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ তমসঃ পরম উচ্যতে ; জ্ঞানং জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং, সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্।]

[১৮ অন্বয়ঃ। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তং। মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে।]

কিন্তু আত্মা বা ভগবান্ 'একম্ অদ্বিতীয়ং'। (৭ম অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। তিনিই এই ভূতভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান অর্থাৎ ভেদপূর্ণ জগদ্ভাব তাঁহা হইতেই উঠিতেছে, তাঁহাতেই থাকিতেছে এবং তাঁহাতেই লয় পাইতেছে।

১৭। সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি তাঁহা হইতেই স্ফুরিত অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা হইতেই এই আলোক ও অন্ধকারময় জগদ্ভাবের উৎপত্তি ; কোন প্রকার আবরণ বা মায়াকুহকই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বিষয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, তাঁহাকে বুঝিতেও পারা যায়। তিনি সর্ব্ব-হৃদয়েই অন্তর্য্যামী আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১৮। এই, তোমাকে ক্ষেত্র কি, জ্ঞান কি, এবং জ্ঞেয়ই বা কে, এই তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইলাম্। যদি আমাতে ভক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যমূলা প্রাণের আসক্তি থাকে, তাহা হইলে এই সকল রহস্যও বুঝিতে সক্ষম হয় ও সাধনগুণে আমার ভাবে ভাবিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত আত্মস্থিতি-দ্বারা আমাতেই প্রবেশ করে।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥
কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০॥

[১৯ অন্বয়ঃ। প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি। বিকারান্ চ গুণান্ এব চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি।]

[২০ অন্বয়ঃ। কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে, সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে পুরুষঃ হেতু উচ্যতে।]

১৯। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জান। বিকারসমস্ত ও গুণসকল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন।

বোধস্বরূপ আত্মাই পুরুষ, এবং জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তিই প্রকৃতি ঐ মহাশক্তিরই দুই মূর্ত্তি—পরা ও অপরা, গুণাবিশিষ্টা ও পরিণামী। (৭ম অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

২০। কার্য্য অর্থাৎ করণীয়, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ আমি এই সকল করিতেছি ইত্যাকার অভিমান, এই তিনের কারণ প্রকৃতি এবং সুখ ও দুঃখভোগের কারণ পুরুষ।

কার্য্য অর্থাৎ করণীয়ের উৎপত্তি সঙ্কল্প হইতে এবং সঙ্কল্পের উৎপত্তি মন ও চিত্ত হইতে। 'ইহা করিতে হইবে' ইত্যাকার সঙ্কল্প মন ও চিত্তেরই ধর্ম্ম এবং এই সঙ্কল্পই কার্য্য বা করণীয়। (মন ও চিত্ত কি, ৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে)। তাহার পরে, সেই সঙ্কল্পিত করণীয়ের বা কার্য্যের অনুষ্ঠান বা সম্পাদন হইবে কাহার দ্বারা? হইবে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা। ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াই সেই সঙ্কল্পকে, অর্থাৎ অন্তঃস্ফুট ভাবকে কর্ম্মে অর্থাৎ বহিঃস্ফুটভাবে বা আকারে পরিণত করিবে। এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই হইল 'করণ', আর এই ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে 'আমি করিতেছি'

ইত্যাকার অভিমানই হইল কর্ত্তৃত্ব। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান উঠিতেছে 'অহঙ্কার' বৃত্তি হইতে। তাহা হইলেই দেখ, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ, ইহারাই অপরা প্রকৃতিরূপে ৭ম অধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; অতএব কার্য্য, করণ ও কর্ত্তৃত্ব, এই তিন প্রকৃতি হইতে উঠিতেছে; সুতরাং ঐ তিনের কারণ প্রকৃতি।

এখন দেখা যাউক, সুখদুঃখভোগের কারণ পুরুষ কিরূপে? উক্ত কার্য্য-করণ-কর্ত্তৃত্বরূপ প্রকৃতির দ্বারা যে সুখ বা দুঃখরূপ ভোগ উপস্থিত হইল, তাহার ভোক্তা বা ভোগকর্ত্তা কে? যেমন, কাম-চালিত মনোবৃত্তি সঙ্কল্প করিল স্ত্রীসঙ্গ; অমনি বুদ্ধিরূপা মহাশক্তির করণ চিত্তবৃত্তি সেই স্ত্রীসঙ্গলাভের উপায় উদ্ভাবন করিল, এবং হস্ত, পদ ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই স্ত্রীসঙ্গলাভরূপ কার্য্য বা অন্তঃস্ফুট সঙ্কল্পকে কর্ম্মে বা বহিঃস্ফুট ভাবে পরিণত করিল। ঐ মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াতে, 'আমিই মনন করিলাম, উপায় আবিষ্কার করিলাম, গমন করিলাম, আলিঙ্গন করিলাম, ইত্যাদি অভিমান অহঙ্কারবৃত্তিদ্বারা সৃজিত হইল। এই যে সমস্ত ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাদের কারণ প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম-সাধনী-গতি-দ্বারাই এই সকল পরিণাম সাধিত হইল। কিন্তু উক্ত স্ত্রীসঙ্গলাভদ্বারা যে স্পর্শসুখের অনুভূতি আমাতে স্ফুরিত হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে? জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তি যাহা কিছু করিলেন, সে সমস্তই প্রকৃতির ক্রিয়া। তিনিই সঙ্কল্প করিলেন, তিনিই সম্পাদন করিলেন এবং তিনিই কর্ত্তৃত্বাভিমান করিলেন; কিন্তু সুখ বা দুঃখ ভোগ করিল কে? ভোগ করিল অহংজ্ঞান-রূপী জীব। এই অহংজ্ঞানরূপী জীবভাবকে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পরা প্রকৃতিরূপে ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ক্ষরপুরুষরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। একবার বলিতেছেন, এই জীবভাব পরা-প্রকৃতি আবার বলিতেছেন, ইহা ক্ষর-পুরুষ। ক্ষর-পুরুষ বা পরিণামী অহংজ্ঞানরূপ জীব, আর পরা-প্রকৃতি একই। কারণ, পরিণামই যখন রহিল, তখন ইহা আর

পুরুষ কিরূপে? যাঁহাকে কোনপ্রকার পরিণামই স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই পুরুষ বা আত্মা। তথাপি ভগবান্ জীবভাবকে ক্ষরপুরুষরূপে ব্যক্ত করিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, যখন এই অহংজ্ঞান ভূতভাবের সহিত মিলিত হইয়া ঘটাকারাকারিতরূপে, অর্থাৎ আমি এই শরীর ইত্যাকার ভ্রান্তিবশে, শরীরের কৃত সমস্ত কর্ম্মেই 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান করে এবং শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে যুবা বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা সুস্থ, কৃশ বা স্থূল, ইত্যাদি প্রকার অভিমান করে, তখন এই জীবভাব পরা প্রকৃতি; আবার যখন সুখদুঃখভোগের অভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা অধম পুরুষ। সুখ-দুঃখভোগরূপ জ্ঞান আমাতেই অর্থাৎ অহমেই স্ফুরিত হইতেছে, এবং অহম অভিমান করিতেছে যে, 'আমিই ভোগ করিতেছি'। কিন্তু এই ভোগপ্রতীতির কারণ কে? অহমে এই ভোগপ্রতীতি বা অনুভূতি উপস্থিত হইতেছে কোথা হইতে? বোধস্বরূপ আত্মা হইতে। জ্ঞান অসংখ্য আকারে ক্রীড়া করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষী বা বোধ এক বোধ এক না হইলে, জ্ঞানের নানাত্ব থাকিতেই পারে না (৭ম অঃ ৪।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। ঐ সুখ বা দুঃখরূপ ভোগজ্ঞানের কর্ত্তা অহংরূপী জীব এবং ভোগজ্ঞানের প্রতীতির কারণ বোধস্বরূপ আত্মা। আত্মার সাক্ষীত্ব ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্ব কোথায়? কর্তৃত্ব প্রকৃতির, ভোক্তৃত্ব অহমের এবং ভোক্তৃত্বের কারণত্ব বোধস্বরূপ আত্মার। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব, বোধস্বরূপ আত্মারই ছায়ামাত্র। এই ছায়া, যখন ভূতভাবের সহিত এক হইয়া, শরীরাকারে, ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসকলে, 'আমিই এই সমস্ত করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান করে, তখন ইহা পরা-প্রকৃতি এবং আবার যখন আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মারই আকারে অর্থাৎ জ্ঞানই যেন বোধ, বোধই যেন জ্ঞান, এইরূপ অভিন্নভাবে সমস্ত ভোগের অনুভূতি সহ ভোগাভিমান করে, তখন ইহা ক্ষর বা পরিণামী অধম পুরুষ। প্রকৃতির পরাত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব, এবং পুরুষের ক্ষরত্ব বা অধমত্ব প্রায় একই।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্‌।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহঽস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

[২১ অন্বয়ঃ। হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ ভুঙ্‌ক্তে; অস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু কারণং গুণসঙ্গঃ।]

[২২ অন্বয়ঃ। অস্মিন্‌ দেহে, পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা চ, ভর্ত্তা, অভোক্তা, মহেশ্বরঃ, পরমাত্মা ইতি চ অপি উক্তঃ।]

২১। পুরুষ, প্রকৃতিস্থ হইয়াই, প্রকৃতিজাত গুণসকলকে ভোগ করে। ঐ গুণসঙ্গই উক্ত পুরুষের সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ।

ক্ষর বা অধম পুরুষ অহংজ্ঞানরূপী জীবই, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি ভোগের অভিমান করে। ঐ গুণসঙ্গই, অর্থাৎ বিষয়-পঙ্কের ভোগাসক্তিই জীবকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মফলানুযায়ী, কখনও উত্তম, কখনও অধম যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

২২। এই শরীরে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেরই সাক্ষী-স্বরূপ আত্মা তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্তাদির ক্রিয়া-সকলকে এবং তাঁহারাই দ্বারা ঐ অহংজ্ঞানরূপী জীবের সুখদুঃখাদির ভোগাভিমানকে ও ঐ ভোগাসক্তিজন্য, জীবকে শুভাশুভ কর্ম্মফলানুযায়ী নানা যোনীতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতেছেন না। আমরা যেমন অন্যের সুখভোগ দর্শনে কথঞ্চিৎ সুখী ও দুঃখভোগদর্শনে দুঃখী হই, তিনি সেরূপ হন না। তাঁহার দর্শন কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে না, এই জন্যই যদিও তিনি দ্রষ্টা বটেন, তথাপি উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা। একটা সর্প একটা ভেককে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ সময়ে সর্পটা ব্যস্ত হইয়া চেষ্টা করিতেছে যে, 'কতক্ষণে

য়ঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

[২৩ অন্বয়ঃ। যঃ এবং পুরুষং, প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ বেত্তি, সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে।]

ইহাকে গ্রাস করি' ; আর ভেকটা ব্যাকুলভাবে শব্দ করিতেছে যে, 'হায়! আমি মরিলাম!' এই যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কে করিতেছে? সেই ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপী জীব। সর্পঘটাকারে আকারিত অহং ভাবিতেছে, 'আমি কতক্ষণে ইহাকে গ্রাস করি' এবং ভেকঘটাকারে আকারিত অহং ভাবিতেছে, 'আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, এইবার আমি মরিলাম!' সেই একই অহং উভয় প্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিরূপে এই সংঘর্ষ করিতেছে। এই জগতের যাবতীয় সংঘর্ষ বা সুখদুঃখময় ঘাত-প্রতিঘাত, ঐরূপেই সম্পাদিত হয়। এখন দেখ, যদিও ঐ উভয়ে, অর্থাৎ সর্পোঽহং ও ভেকোঽহং-রূপ ব্যক্তিদ্বয়ে সংঘর্ষ করিতেছে বটে, কিন্তু ঐ উভয় অহমেরই অন্তঃপুরে বা অন্তরালে সেই এক অব্যয় সাক্ষীস্বরূপ আত্মা, ঐ উভয় অহমেরই এই ব্যাপার নিশ্চেষ্ট ভাবে দর্শন করিতেছেন ও হাসিতেছেন। অহমের সুখদুঃখভোগের অভিমান, তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী, কিছুই করিতে পারিতেছে না। তিনি দ্রষ্টা হইয়াও উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র)। তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ অহমের যাবতীয় ব্যাপারেই, অনুমোদন করেন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেন না, নিবৃত্ত ও করেন না। তিনি ভর্ত্তা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানেরই সাক্ষীস্বরূপ আধার। তিনি অভোক্তা অর্থাৎ কোনপ্রকার ভোগাভিমানই তাঁহাতে নাই, তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্বামী, এবং সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন।

২৩। যে সাধক, উক্ত পরম পুরুষকে এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ঠিক

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

[২৪ অন্বয়ঃ। কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনা আত্মানম্ আত্মনি পশ্যন্তি, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন।]

বুঝিতে পারেন অর্থাৎ আপনার মধ্যেই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য ও সম্বন্ধকে, পরোক্ষ বিচার ও অপরোক্ষ সাধনদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না অর্থাৎ তাঁহার বাহিরের স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি যে প্রকারই হউক না তিনি আর জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না।

যিনি আপনাকে সাধনদ্বারা প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি-চাঞ্চল্য হইতে পৃথক্ করিয়া অচঞ্চল, এক ব্রহ্মভাবে, বা স্থিরা প্রজ্ঞাস্বরূপে স্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। আপনাকে অখণ্ড ব্রহ্মভাবে পূর্ণ রাখিতে পারিলে, সেই ব্রহ্মকারাকারিত্বহেতু, তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অন্য কর্ত্তব্য করিতে হইলেও তাঁহাতে সেই সাধনভাবের স্মৃতি সতত জাগ্রত থাকে।

২৪। কেহ কেহ ধ্যানযোগদ্বারা পরমাত্মস্বরূপকে আপনার অন্তরেই দর্শন করেন। কেহ কেহ দৃঢ় জ্ঞানালোচনারূপ জ্ঞানসাধনাদ্বারা বিচারগত পরম তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, আর কেহ কেহ জ্ঞানকর্ম্মযোগাশ্রয়ে সেই পরম পুরুষের সাধন করেন। (যদিও ভগবান্ সাধকদিগকে বিভক্ত করিলেন বটে, কিন্তু নিবৃত্তিপথের সাধন করিতে হইলে ঐ তিনেরই প্রয়োজন। যে আধারে ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই তিনেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি পরমার্থবিষয়ে বিচারগত পরোক্ষ জ্ঞান, সদ্গুরুর নিকটে অর্জ্জনকরতঃ তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন, যাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্যই জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যসহ সদ্ভাবে সম্পাদিত হয়, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক)।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

[২৫ অন্বয়ঃ। অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে, তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ মৃত্যুং এব চ অতিতরন্তি।]

[২৬ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি।]

[২৭ অন্বয়ঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং, বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।]

২৫। আবার এমন কতকগুলি উপাসক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিচারে অক্ষম, কিন্তু সদ্‌গুরুদেবের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞানের সারমর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাতেই অবিচলিত স্থির বিশ্বাস রাখিয়া সাধন করিতেছেন; তাঁহারাও এই জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

২৬। হে অর্জ্জুন! এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বুঝাইলাম এই উভয়ের যোগ, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত সম্বন্ধই, এই জড় ও জীবরূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তির কারণ। সেই সম্বন্ধের রহস্যকে উত্তমরূপে হৃদ্‌গত করিয়া রাখ। অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপ নির্ম্মল আত্মা কি প্রকারে অহংজ্ঞানরূপ ছায়ামূর্ত্তিতে এই শরীররূপক্ষেত্রে সুখদুঃখরূপ অবিদ্যাকল্পিত ভোগ লইয়া ক্রীড়া করেন, সেই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম কর।

২৭। যে জ্ঞানী সাধক, সেই পরম পুরুষকে, সর্ব্বভূতেই সদ্ভাবে এবং যাবতীয় পরিণামী ভাবেরই এক অপরিণামীরূপে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

[২৮ অন্বয়ঃ। হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং সমং পশ্যন্, আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি ; ততঃ পরাং গতিং যাতি।]

[২৯ অন্বয়ঃ। যঃ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি পশ্যতি, তথা সঃ আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্যতি।]

যথার্থ দর্শন করেন। অর্থাৎ যে সাধক বিচারদ্বারা ভগবানকে, এই ভেদময় জগদ্ভাবের বা জড় ও চৈতন্যরূপ জ্ঞানমূর্ত্তির প্রত্যেক বাষ্টিতেই, এক অপরিণামী আত্মারূপে জানিয়াছেন এবং বহির্দৃষ্টিযোগেও প্রত্যেক প্রকাশেই ভগবদ্বিকাশ দেখিতেছেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী যোগী।

২৮। সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান, সেই পরম পুরুষকে যে সাধক সমভাবে অর্থাৎ এক অচঞ্চল আত্মভাবে দর্শন করেন, তিনি কখনই আপনাকে আপনার দ্বারা হীনভাবাপন্ন হইতে দেন না অর্থাৎ অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি না থাকা জন্য দেহাত্মজ্ঞান বা অজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে, তিনি আপনাকে দেহাতীত অক্ষর পদার্থ বিশ্বাসে, অটল হৃদয়ে আত্মস্থ থাকিয়া কোনপ্রকার অসুরোচিত নীচ ব্যবহার করেন না। তাঁহার পরম জ্ঞান ও পরমা ভাগবতী-স্থিতি জন্য, তিনি পরমা গতিই লাভ করেন।

২৯। প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, তত্ত্বকে যিনি স্থির বুঝিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত কর্ম্মেই, 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তি হইতে যিনি সাবধানে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া মাত্র কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছেন ও দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতির লীলাতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত অটল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন, তিনি সতত আপনাকে অকর্ত্তারূপেই রাখিয়াছেন।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

[৩০ অন্বয়ঃ। যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থং চ, ততঃ এব বিস্তারম্ অনুপশ্যতি তদা ব্রহ্ম সংপদ্যতে]

[৩১ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ, শরীরস্থঃ অপি ন করোতি ন লিপ্যতে।]

[৩২ অন্বয়ঃ। যথা সর্ব্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে।]

৩০। সাধক যখন ভূতভাবের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একস্থিত দর্শন করেন, অর্থাৎ জড় ও জীবমূর্ত্তির প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিভাবকে বা জ্ঞান পার্থক্যকে অত্যান্নতসাধনদৃষ্টিদ্বারা ভেদমুক্ত, এক, অচঞ্চল আত্মসূত্রে গ্রথিত দেখেন এবং (সেই সমসূত্রের সহিত, আপনার অচঞ্চলা প্রজ্ঞারূপিণী নির্ম্মলা সত্ত্বাকে মিলিত করিয়া, তথা হইতে) এই ভাবটি প্রত্যক্ষ করেন যে যাবতীয় চঞ্চল জগদ্ভাবই সেই অচঞ্চলা পরমা স্থিতি হইতে উঠিয়া অনন্তমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, তখনই সেই সাধক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিয়াছেন।

৩১। হে অর্জ্জুন! এই অব্যয় পরমাত্মা গুণাতীত ও অনাদি অর্থাৎ সমগ্র জগদ্ভাবেরই তিনি অনাদি কারণ; কিন্তু তাঁহার কারণ অন্য আর কিছুই নাই। তিনি এই শরীরে থাকিয়া কিছুই করেন না এবং কিছুরই সহিত তাঁহার লিপ্তি নাই অর্থাৎ কোনপ্রকার গুণবিকারই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

৩২। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুরই সহিত লিপ্ত নহে

যদা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

---:•:---

[৩৩ অন্বয়ঃ। হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি।]

[৩৪ অন্বয়ঃ। যে জ্ঞানচক্ষুষা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং, ভূত-প্রকৃতিমোক্ষং চ বিদুঃ তে পরং যান্তি।]

অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকাদ্বারা যেমন মলিন হয় না, এই আত্মাও তদ্রূপ এই শরীরের সর্ব্বত্র স্থিত হইয়াও, শরীরের কোনপ্রকার পরিণামের সহিত পরিণাম প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি রুগ্নও হন না, সুস্থও হন না, যুবাও হন না, বৃদ্ধও হন না, চিন্তিতও হন না, হৃষ্টও হন না।

৩৩। হে ভারত! সূর্য্য যেমন জগতকে প্রকাশিত করেন, এই শরীররূপ ক্ষেত্রস্থিত আত্মাও তদ্রূপ ক্ষেত্রকে অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের যাবতীয় ভাবপরম্পরাকে প্রকাশিত করেন।

৩৪। নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা যিনি এই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য যে কি, তাহা স্থির দর্শন করেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আবরণ হইতে আপনার নির্ম্মল সত্ত্বাকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারেন, এরূপ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সাধকই সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

[১ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, জ্ঞানানাম্ উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ; যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ ।]

[২ অন্বয়ঃ। ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি ।]

[৩ অন্বয়ঃ। হে ভারত ! মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনিঃ ; তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি। ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি ।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, এইবার আমি তোমাকে অতি উত্তম জ্ঞানের বিষয় বলিব, যাহা অবগত হইয়া মুনিগণ পরমা জ্ঞানসিদ্ধি লাভকরতঃ এই শরীরকারা হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন ।

২। এই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, সাধক আমার ভাবে ভাবিত হন এবং প্রলয়কালে লয় পাইতে কিম্বা পুনঃ সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন না ।

৩। আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান মহৎ ব্রহ্ম, তাঁহাতেই আমি

গর্ভাধান করি। ঐ মহাকারণ হইতেই, যাবতীয় ভূতভাবের অর্থাৎ জড় ও জীবরূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তি।

ভগবান্ কহিলেন "মহৎ ব্রহ্মই" আমার গর্ভাধান স্থান; তাহা হইলে ঐ মহৎ ব্রহ্ম কি? যখন উহাকেই জগদুৎপত্তির কারণ বলিতেছেন, নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান ছিল না। গভীর জ্ঞানদৃষ্টিযোগে দেখ দেখি, যখন জগদ্ভাবও স্ফুরিত হয় নাই, তখন সে অবস্থা কিরূপ? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব ঐ অবস্থাকে বুঝাইয়াছেন, যথা—

"ন যত্রবাচো ন মনো ন সত্বং, তমো রজো বা মহাদয়োঽমি।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেবতা বা, ন সন্নিবেশঃ খলুলোককল্পঃ॥
ন স্বপ্ন জাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংষুপ্ত বচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং, তন্মূল ভূতং পদমামনন্তি॥"

"সে অবস্থায় বাক্য নাই, মন নাই, ত্রিগুণ নাই, প্রাণ নাই, বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় নাই, দেবতা নাই, ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চ নাই, অধিক কথা কি, কোন জগদ্ভাবই বিদ্যমান নাই, সে অবস্থা জাগ্রতও নহে স্বপ্নও নহে এবং সুষুপ্তিও নহে। তাহা বিচারশক্তির অতীত, এক, অপূর্ব্ব, নির্ব্বিশেষ আদিমাত্র।" এতদ্বারাই অনুমিত হইতেছে যে, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই বিদ্যমান ছিল না; সেই একম্ অদ্বিতীয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই সমভাবে বিদ্যমান। চিৎ বা চৈতন্য জিনিষটা কি? তাহা কি জ্ঞান? না—জ্ঞান যে পরিণামী এবং তাহাতে অহং, ত্বং, তং বা 'আমি' 'তুমি' ও 'তাহা' রূপ দ্বৈত জগদ্ভাব আছেই নিশ্চয়। দ্বৈতাবলম্বন ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। জ্ঞানের মস্তকই অহং; কারণ 'আমি' অগ্রে না উঠিলে, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আবার দেখ, এই অহং কখনই একা থাকিতে পারে না; উহার সহিত অন্য যাহা কিছু হউক থাকা চাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চকে না লইয়া অহং থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ, হয় আমি দেখিতেছি, নতুবা শুনিতেছি, নতুবা স্পর্শ করিতেছি, ইত্যাদি রূপে, ঐ বিষয়পঞ্চে

মধ্যে কাহাকেও না কাহাকে লইয়া আছিই নিশ্চয়। বিষয়পঞ্চরূপ পরিণামী দ্বৈতভাবের সহিত জ্ঞানের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ; কারণ ঐ বিষয়পঞ্চই তো জ্ঞান; অর্থাৎ জ্ঞানেরই তো ঐ পঞ্চমূর্ত্তি তাহা হইলে বিষয়পঞ্চ ব্যতীত জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। জ্ঞান হইতে গেলেই তাহাতে অবশ্যই অহং আছে এবং অহং থাকিলেই তাহার সহিত ত্বং বা তৎকেও থাকিতে হইবে। ঐ অহং, ত্বং ও তৎই দ্বৈত বা জগৎ। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যখন অহং, ত্বং ও তৎরূপ জগৎ নাই, তখন জ্ঞানও নাই ইহা নিশ্চিত।

যদি বল, অহমাদি জগদ্ভাববর্জ্জিত জ্ঞানই চৈতন্য, তাহা হইলে তাহাতে আর 'জ্ঞান' উপাধি প্রয়োগের প্রয়োজন কি? তাহাই তো চিৎ বা চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম। এখন একটি কৌতূহল উঠিতে পারে যে, যদি তাহাতে অহমাদি জ্ঞানভাব বিদ্যমান না রহিল, তাহা হইলে তাহাতে আছে কি? আছে অবাঙ্মনসগোচর এক পরমানন্দ। এই ব্যক্তিমুক্তা পরমানন্দরূপিণী শান্তিই, ব্রহ্মের বা ভগবানের নির্ব্বিশেষ্যা প্রকৃতি। চিৎস্বরূপ পুরুষে এই যে পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি, ইহাকে কোনপ্রকার ভেদদ্বারা, পুরুষ হইতে ভিন্ন করিবার উপায় নাই। চিদানন্দে চিৎই পুরুষ এবং আনন্দই প্রকৃতি বটে, কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ অভেদে বিরাজিত, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যগত কোন ভাব-পার্থক্যই জ্ঞানদৃষ্টির অন্তর্গত নহে। ভৌতিক পদার্থ-মধ্যেই যখন অগ্নিশিখার সহিত তাহার উষ্ণত্বকে পৃথক্ করা যায় না অর্থাৎ শিখাই উষ্ণত্ব, কি উষ্ণত্বই শিখা তাহা স্থির করা সুকঠিন, তখন সেই ভূতাতীত চিৎ বা চৈতন্যের সহিত তাঁহার আনন্দরূপিণী প্রকৃতিকে পৃথক্ করা যাইবে কি প্রকারে? জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্পর্শ করিতে যাইলেই, জ্ঞান আপনাকে হারাইয়া ফেলে। মহা যোগিগণ অতি সাবধানে সাধনদ্বারা, জ্ঞানদৃষ্টিকে জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত করিয়া নির্ম্মলা প্রজ্ঞাতে পরিণতকরতঃ সেই পরমা স্থিতিকে স্পর্শ করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন বটে, কিন্তু যেমন স্পর্শলাভ ঘটে,

অর্থাৎ সেই পরমানন্দের বিন্দুমাত্র সুধা তাঁহাতে প্রবেশ করে, অমনি আপনাকে হারাইয়া, শিবত্ব বা পরমানন্দময় যোগশবত্ব প্রাপ্ত হন। মুহূর্ত্তের জন্যও যে সাধক এই অবস্থাকে ভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন, তিনিই এই বাক্যের যথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন; অসাধক ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিত ও যত বড় জ্ঞানীই হউন না, এ অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না নিশ্চিত।

এখন দেখা যাউক চৈতন্য কি; চৈতন্য নির্ম্মল 'অস্' মাত্র অর্থাৎ 'আছা' মাত্র; 'মি' বা 'তি' রূপ প্রত্যয়গত উপসর্গ তাঁহাতে যুক্ত নাই অর্থাৎ তাহা 'আছি'ও নহে, 'আছে'ও নহে, পরমানন্দময় 'আছা' মাত্র। ইহাতে 'আত্মা' এ উপাধিও প্রযুক্ত হয় না; কারণ অহমাদি জগদ্ভাবের বা জ্ঞানের অভাবে তিনি কাহার সাক্ষী? জ্ঞান স্ফুরিত হইলে তবে তো তাহার বোধস্বরূপ সাক্ষী বা আত্মা; কিন্তু জ্ঞানই যখন স্ফুরিত নাই, তখন আর বোধ কাহার? এইজন্য তখন তাঁহাতে 'আত্মা' উপাধিও প্রযুক্ত হয় না। তখন একম্ অদ্বিতীয়ং চিদানন্দ বা প্রকৃতি-পুরুষের নির্ব্বিশেষ ঐক্য-মাত্র। এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতি বা শ্রীমতী হইতেই এই পরিণামী জগদ্ভাবের উৎপত্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" অর্থাৎ এই আনন্দরূপিণী প্রকৃতিই এই জগদ্ভাবকে প্রসব করিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষা পরমানন্দরূপিণী প্রকৃতি স্থিরা অর্থাৎ তাঁহাতে ত্রিগুণের কোন ঊর্ম্মি বা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে না। রজ, সত্ত্ব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণসংক্ষোভ তাঁহাতে তখনও দেখা দেয় নাই, সুতরাং অন্য কোন ভাবেরই উঠা, থাকা বা যাওয়া তাঁহাতে নাই। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার আধাররূপিণী, চিন্ময়ী আনন্দস্বরূপা এই প্রকৃতিই, মহৎ ব্রহ্ম বা বিশ্বযোনি। এই ব্যক্তিমুক্তা, চিন্ময়ী আনন্দরূপিণী ব্রহ্মযোনিপ্রকৃতিতে শ্রীভগবান্‌কে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পুরুষ গর্ভাধান করিলেন, অর্থাৎ রজ, সত্ত্ব ও তম বা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপ গুণময় পরিণামী ব্যক্তিভাবের বীজ নিষেক করিলেন।

এই স্থানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যাহা নিঃসৃত হইল, তাহা পরিণামী বা অসৎ হইল কেন? এক কথায় ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে যে, "ভগবানের ইচ্ছাই ইহার কারণ" এবং বিচারদৃষ্টির দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে, সৎ হইতে দ্বিতীয় যাহা কিছু উঠিবে, তাহা অসৎ না হইয়া থাকিতেই পারে না। দ্বিতীয় কিছু হইতে গেলেই তাহাতে ভেদ থাকা চাই, নতুবা তাহা দ্বিতীয়রূপে ভিন্ন হইবে কি প্রকারে? ভেদ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্বই হইতে পারে না। সৎ হইতে যাহা কিছু পৃথক্ বাহির হইবে তাহাতে নিশ্চয়ই ভেদ থাকিবে এবং নিশ্চয়ই তাহা অসৎ বা পরিণামী হইবে। যখনই তাহাতে ভেদ প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহা বিকারকে পাইয়াছে, সংশয় নাই; মূলেই যখন বিকারকে আশ্রয় করিল, তখন ঐ বিকৃতি হইতে যাহা কিছু উঠিবে, তাহা নিশ্চয়ই বিকারী বা অসৎ হইবে; এই কারণেই জগদ্ভাব সমস্তই পরিণামী-রূপে অসৎ।

এখন দেখ, ঐ যে ব্যক্তিরহিতা, চিন্ময়ী, আনন্দস্বরূপা প্রকৃতি বা বিশ্বযোনী মহদ্‌ব্রহ্ম, তিনি চিৎস্বরূপ ভগবান্ হইতে মহদ্গর্ভ ধারণ করিলেন। এখন দেখা যাউক, আনন্দস্বরূপা মহাপ্রকৃতিতে, ভগবান্ কর্ত্তৃক যে বীজ নিষিক্ত হইল, তাহা কি? তাহা ভগবৎসঙ্কল্প ব্যতীত আর কি হইবে? সঙ্কল্প হইল এই যে, 'একের উপর অসংখ্য প্রকাশ পাউক্'। এই যে বহুমুখী সঙ্কল্প, উহা হইল বীজ এবং বহুমুখীত্বহেতু বীজ পরিণামী বা অসৎ। এই সঙ্কল্পরূপ বীজ, জ্ঞানরূপিণী মহাশক্তির বহিঃস্ফুরণের প্রাগ্‌ভাব মাত্র। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থূল পদার্থ এক জ্ঞান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সুতরাং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান ব্যতীত অন্য স্থূল আর কি উঠিবে? ঐ বহুমুখী পরিণামী ব্রহ্মসঙ্কল্পই হিরণ্যগর্ভা মহামায়া। এই মহাশক্তিকে মায়া বলিবার কারণ এই যে, যাহা ছিল না; পরেও থাকিবে না এবং সততই যাহার পরিণামস্রোত অবিরাম গতিতে

ছুটিতেছে অর্থাৎ যাহার কোন ভাবকেই 'অস্তি' বলিবার উপায় নাই, কারণ 'ইহা অস্তি' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতেই যাহার সূক্ষ্ম ভাবান্তর ঘটিতেছে নিশ্চয়, এরূপ নশ্বর বা মিথ্যা জগদ্ভাবের যিনি কারণ তাঁহাকে মায়া ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? এই মায়াশক্তিই জ্ঞানবীজরূপে আনন্দরূপিণী প্রকৃতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং পরমানন্দস্বরূপিণী চিন্ময়ী শ্রীরাধাও ঐ জ্ঞানরূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিকে সাদরে ধারণ করিলেন। ঐ মায়াময়ী প্রত্যয়রূপা উপসর্গকে ধারণ করিয়া গর্ভের আকার হইল 'অস্ যুক্তা-মি (অস্+মি) বা 'অস্মি'। তখন 'আছি,' 'আছি,' 'আছি'রূপ একটা গুণসংক্ষোভ, বা জ্ঞানবীজস্ফূর্ত্তিরূপ পরিণামী ঘাতপ্রতিঘাত, জননীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং অচিরেই সেই জ্ঞানবীজরূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তি 'অহংজ্ঞান'রূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া পড়িলেন। এই 'অহং'কে পুত্র বলিলেও চলে, কন্যা বলিলেও চলে, কারণ, যখন ইনি কর্ত্তা, তখন প্রকৃতি, আবার যখন ভোক্তা, তখন অধম পুরুষ। যেমন এই অহংরূপী অপত্য বা জ্ঞানের আদিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, অমনি চিদ্রূপ শ্রীভগবান্ ঐ অহমের সাক্ষী হইয়া, বোধস্বরূপ আত্মারূপে ঐ জ্ঞানকে ধারণ করিলেন। এই আদি অহমই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে রূপিত হইয়াছেন; কারণ অহং অগ্রে না উঠিলে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই এবং অহমের সঙ্কল্প ব্যতীত সৃষ্টিই বা হইবে কিরূপে? সেই ত্রিগুণা মায়াময়ী মহাশক্তিই 'অহংজ্ঞান'রূপ আদি মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইলেন এবং উহা হইতেই ক্রমে ক্রমে অসংখ্য অস্তিভাবের বা জড় ও জীবরূপ অনন্ত জ্ঞানমূর্ত্তির স্ফুরণস্রোত প্রবাহিত হইয়া এই মায়াময় মিথ্যা জগদাকার ধারণ করিল। এ মিথ্যার অর্থ নাস্তি নহে। এ মিথ্যার অর্থ এই যে, যাহাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা সেরূপ নহে অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিরদ্বারা তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলেই তাহা ক্রমে ক্রমে, একভাব হইতে অন্য ভাবে, তাহা হইতে আবার অন্য ভাবে, এইরূপে ভাবান্তরিত হইতে হইতে ক্রমে সেই মায়াময়ী জ্ঞানশক্তিতেই পরিণত হইবে। একখানা প্রস্তরও

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ ।
নিবধ্নতি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

[৪ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয় ! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি, মহৎ ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ, অহং বীজপ্রদঃ পিতা।]

[৫ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো ! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ, অব্যয়ং দেহিনং দেহে নিবধ্নন্তি।]

জ্ঞানসমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে। সেই পরমানন্দরূপিণী শ্রীমতি রাধাই জ্ঞানরূপিণী মায়াময়ী মহাশক্তিরূপে বহিঃস্ফুরিত হইয়া, ভূতপঞ্চ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপিণী অষ্ট সঙ্গিনী বা সখীসহ এই গুণময় জগদাকারে, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণসহ মহারাসক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহার চিন্ময়ী আনন্দমূর্ত্তিই প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা এবং মহাশক্তিময়ী মায়ামূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী জ্ঞানরূপিণী শ্যামা।

৪। হে অর্জ্জুন ! সর্ব্বপ্রকার যোনিতেই অর্থাৎ দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় পৃথক্ পৃথক্ জীবভাবেই যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত যে সমস্ত অহংরূপী জীবব্যক্তি স্ফুরিত হয় সে সমস্তেরই জননী ঐ মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্যাবস্থার আধাররূপিণী আনন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি আর আমি বীজনিষেককর্ত্তা জনক।

৫। হে মহাবীর ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতেই উঠিয়াছে। শরীরের হ্রাসে যাহার হ্রাস বা শরীরের বৃদ্ধিতে যাহার বৃদ্ধি হয় না, এমন যে জীব, সেই জীবকে ইহারাই শরীরে আবদ্ধ করে। অর্থাৎ

অত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

[৬ অন্বয়ঃ। হে অনঘ! তত্র নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন, জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি।]

অহংজ্ঞানরূপী চিৎ-ছায়া, 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ভ্রান্তিজালে বদ্ধ হইয়া যে জীবাভিমান করে, তাহার কারণ, এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা; আবার এই মিথ্যা শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনারূপ যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এই শরীর কারাগারকে ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহার কারণও এই ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা। রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী, এই তিন প্রকারের আসক্তিরূপ মায়াবন্ধনই জীবকে এই শরীর কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

৬। উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল অর্থাৎ, কৌটিল্যরূপ মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ইহার স্বভাবই সারল্যময়। একজন সত্ত্বগুণাশ্রিত লোককে দেখিলেই প্রতীত হইবে, যেন সারল্য তাহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে। নির্ম্মলত্ব জন্য সত্ত্বগুণ, প্রকাশক অর্থাৎ, কিছুই যেন গোপন রাখিতে চাহে না, সমস্তই বাহির করিয়া দিতে চায়; সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অন্তর বাহির সমান। সত্ত্বগুণ অনাময় অর্থাৎ শান্তিময়, সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি শান্তভাবকে ভালবাসে; যাহাতে অধিক উদ্বেগ, অধিক গোলমাল, অধিক জটিলতা, এরূপ অশান্তিজনক ভাবকে কিছুতেই লইতে চাহে না। এই সত্ত্বগুণ, জীবকে দুই প্রকারের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে; একটি শান্তিময় সুখাসক্তি, অন্যটি জ্ঞানাসক্তি।

সাত্ত্বিকী আসক্তি যদিও বন্ধন বটে, কিন্তু ইহা দেবভাব পূর্ণ সুবন্ধন। রাজস, তামসবৎ কুবন্ধন নহে। এই সুবন্ধনের দ্বারাই কুবন্ধনকে ছিন্ন করিতে হইবে। গুণাতীতা মুক্তিকে লাভ করিতে হইলে প্রকৃতিকে অগ্রে সত্ত্বপ্রধান করিতে হইবে। যতদিন প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান না হইবে, ততদিন

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি।]

[৮ অন্বয়ঃ। হে ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি।]

প্রকৃতি আসুর থাকিবে নিশ্চয়। আসুরপ্রকৃতির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। আসুর প্রকৃতি অপেক্ষা দেবপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠা।

৭। রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ, ভোগাসক্তিই তাহার সর্ব্বস্ব; রজোপ্রধান প্রকৃতি শান্ত-ভাবকে ভালবাসে না, অশান্তিপূর্ণ ধূমধাম, জনতা, আড়ম্বর, প্রভুত্ব ইত্যাদি ভাবকে লইয়াই থাকিতে চায়। রজঃপ্রধান প্রকৃতি ভোগতৃষ্ণায় ব্যাকুল অর্থাৎ 'আরও হউক, আরও পাই' ইত্যাকার দুর্নিবার্য্য ভোগকামনার তাড়নায় অস্থির হইয়া সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়েই হউক, কামনাকে পূর্ণ করিবার জন্য বহুপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের আসক্তিরূপ বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়। ঐ কর্ম্মাসক্তিরূপ বন্ধনসৃজনই রজোগুণের ধর্ম্ম।

৮। হে অর্জ্জুন! তমোগুণ জ্ঞানের বিপরীতধর্ম্মী এবং সকল জীবকেই সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানবিমুখ করিয়া রাখিতে চায়। ইহা জীবকে প্রমাদ অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, বিষণ্ণ ও অবসন্নভাবের একত্র সমাবেশ, আলস্য ও অপরিমিত নিদ্রাপরায়ণতার দ্বারা অবরুদ্ধ করে।

রজোপ্রধান প্রকৃতি ভোগানুকূল কর্ম্মসকল করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তমোপ্রধান প্রকৃতি তাহার কিছুই করিতে চাহে না।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। হে ভারত! সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি, উত তমঃ তুঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি।]

[১০ অন্বয়ঃ। হে ভারত! সত্ত্বং, রজঃ তমঃ চ অভিভূয় ভবতি, রজঃ, সত্ত্বং তমঃ চ এব, তথা তমঃ, সত্ত্বং রজঃ।]

ভোগকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু কর্ম্ম করিয়া ভে.গকে লইতে চাহে না। কিছুই করিতে না হয়, অথচ ভোগসুখ ইচ্ছামত প্রাপ্ত হই, ইহাই তাহার কামনা। তমোপ্রধানপ্রকৃতিগত লোকের মুখ দেখিলেই যেন বুঝিতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও কৌটিল্যযুক্ত ঘোর লালসাপূর্ণ।

৯। সত্ত্বগুণ জীবকে (শান্তিময়) সুখের দিকে, রজোগুণ (অশান্তিপূর্ণ) কর্ম্মের দিকে এবং তমোগুণ জ্ঞানবিমুখকরতঃ প্রমাদের দিকে আকর্ষণ করে।

১০। কখনও রজ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া রজোগুণ প্রবল হয় এবং কখনও সত্ত্ব ও রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়।

যেমন গঙ্গাদি নদীসকলে জোয়ার আইসে, আমাদিগের মধ্যেও সেইরূপ ত্রিগুণের জোয়ার আইসে, অর্থাৎ কখনও সাত্ত্বিকী, কখনও রাজসী ও কখনও তামসীপ্রবাহ প্রবল হইয়া আমাদের অন্তরবাহির প্লাবিত করে। প্রতিদিনই প্রায় এইরূপ ব্যাপার ঘটে। সাধককে এই জোয়ার চিনিয়া আত্মগতিরূপ তরণীকে বাহিয়া যাইতে হইবে; সেই জন্যই ভগবান্ এই

সর্ব্বদ্বারেষু দেহঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

[১১ অন্বয়। অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু, যদা জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ।]

জোয়ারকে চিনাইয়া দিয়া সাবধান করিতেছেন। এই তিন প্রকার জোয়ারের বেগ ও স্থিতি সকল আধারেই সমান নহে। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকী জোয়ারের স্থিতি, রজোপ্রধান প্রকৃতিতে রাজসী জোয়ারের স্থিতি এবং তমোপ্রধান প্রকৃতিতে তামসী জোয়ারের স্থিতি, অধিক সময়ব্যাপী। যাহাতে সাত্ত্বিকী জোয়ারের স্থিতি অধিক সময় স্থায়ী হয়, ভগবৎপথের পথিককে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। ভগবৎপ্রাণতা যত দৃঢ় হইতে থাকিবে, এই সাত্ত্বিকী জোয়ারের স্থিতিও তত অধিকক্ষণ-স্থায়ী হইবে। যে যে লক্ষণদ্বারা এই তিন প্রকার জোয়ারকে ধরিতে পারা যাইবে, পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

১১। যখন এই শরীরের সকল দ্বার দিয়াই অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা জ্ঞানপ্রবেশের পঞ্চ দ্বার দিয়াই জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্রোত প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে থাকে, তখনই জানিবে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে।

যখন সাত্ত্বিকী জোয়ার আসিবে, তখন সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিতে তত্ত্বজ্ঞানের একটা শান্তিসুখময় প্রবাহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বার দিয়াই আপনা হইতে প্রবেশ করিয়া অন্তর বাহির প্লাবিত করিয়া ফেলিবে, এবং দর্শন, স্পন্দন ও শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বাহিত ব্যাপারই তত্ত্বজ্ঞানময় হইয়া পড়িবে। তখন্ শব্দে হরি, স্পর্শে হরি, রসে হরি, গন্ধে হরি, এইরূপে অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই ভগবন্ময় হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য, এ অবস্থা অত্যুন্নত অধ্যাত্মসাধকেরই হয়,

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

[১২ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা, এতানি রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।]

সকলেরই হয় না বটে; কিন্তু যে যেমন, তাহার পক্ষে ততটা হয় সন্দেহ নাই। উন্নত সাধকের অন্তঃকরণস্থ স্তপ্রবাহ তখন আপনা হইতেই অধিকতর বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়া প্রবল বেগে ভগবানের দিকে ছুটিতে থাকে, এবং সংসার-ভোগবাসনার অধোগামিনী গতিকে যেন ফিরাইয়া দিয়া উজানে ভগবন্মুখী করিয়া ফেলে। সাধক চেষ্টা করিয়া এই জোয়ারের স্থিতি ক্রমে ক্রমে অধিক, অধিকতর ও অধিকতমরূপে স্থায়ী করিয়া লইতে পারেন। যদিও প্রকৃতিগুণে রাজসী ও তামসী জোয়ারের প্রবাহও তাঁহাতে এক একবার প্রবেশ করিবে নিশ্চয়, কিন্তু মৃদুভাবে আসিবে ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিবে না। এই সাত্ত্বিকী প্রবাহ সকলেরই মধ্যে প্রবল হয় এবং রজো-প্রধান ও তমোপ্রধান প্রকৃতিকে যখন আক্রমণ করে, তখন তাঁহারাও হঠাৎ যেন একটু ভাগবতী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে বা ভগবৎসম্বন্ধীয় একটা গান গাহিতে বা শুনিতে চেষ্টা করে। একটা শান্ত, প্রসন্নভাব, যেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও বিকশিত হয় এবং মহাকৌটীল্যময় প্রকৃতিকেও যেন সারল্য ও সদাশয়তার আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১২। যখন রজোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ রাজসী জোয়ার আইসে তখন পরস্বাপহরণেচ্ছা, নানাপ্রকার ভোগবাসনা, "কি করি, কোনটা করি" ইত্যাকার বৃত্ত কর্ম্মোদ্যম, অস্থিরতা ও অতৃপ্তি, এই সকল-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

[১৩ অন্বয়ঃ। হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ, প্রমাদঃ মোহঃ এব চ, এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।]

[১৪ অন্বয়ঃ। যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে।]

১৩। যখন তমোগুণ প্রবল হয় অর্থাৎ তামসী জোয়ার আইসে, তখন অপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানভাব যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ একটা আচ্ছন্নভাব, অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কি সাধনকর্ম্ম, কি সংসারকর্ম্ম কিছুই করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এইরূপ একটা অবসন্নভাব, প্রমাদ অর্থাৎ নিরুৎসাহ, বিরক্তি ও শোকতাপজড়িত এক প্রকার বিষণ্ণভাব এবং মোহ অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ ইত্যাদি জ্ঞানের বিপরীত ভাবাক্রান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

১৪। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যাবস্থায় যদি শরীরত্যাগ হয়, তাহা হইলে উত্তমবিদ্‌গণের প্রাপ্য নির্ম্মল লোকসকল প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, পরমাত্মসাধকগণের যে সর্ব্বোত্তমা দেবযানগতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই নির্ম্মলাগতি লাভ করা যায়। এই সাত্ত্বিকী প্রবাহকালে শরীরত্যাগ, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যপূর্ণ উন্নত সাধক ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারে না। এই সাত্ত্বিকী প্রবাহকে আয়ত্তকরতঃ, যে সাধক আপনার প্রকৃতিগত করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ ভাগবতী দৃষ্টিরক্ষারূপ যোগাভ্যাস যাঁহাতে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে, সাত্ত্বিকী প্রবাহসহ দেহত্যাগ, সেই উত্তম সাধকই করিতে পারেন। নতুবা, অন্য অজ্ঞান, অসাধক ব্যক্তির কথা কি, অধম বা মধ্যম অধিকারী সাধকও ইহাতে দেহত্যাগ করিতে

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি প্রলীনঃ মূঢ়যোনিষু জায়তে।]

[১৬ অন্বয়ঃ। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলম আহুঃ, রজস তু ফলং দুঃখং তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানং।]

পারিবেন না। সে সময়ে তাঁহারা রাজসী বা তামসী প্রবাহের অধীন থাকিবেনই নিশ্চয়। "কোথায় চলিলাম," "আত্মীয়বর্গ কোথায় রহিল," ইত্যাকার একটা মোহভাব তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবে, সাত্ত্বিকতা যাঁহাতে যতটুকু প্রকৃতিগত আছে, রাজসী ও তামসী পরিণামের মধ্যেও ততটুকু প্রকৃতিগত উন্নতি বিনাচেষ্টায় প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিলোকাদি প্রাপ্তিও রাজসীগতির পরিণাম, তবে তাহা সত্ত্বমুখী শ্রেষ্ঠা রাজসা বটে।

১৫। রাজসীপ্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে, কর্ম্মাসক্ত প্রকৃতিতে ও তামসীপ্রবাহকালে শরীরত্যাগ হইলে মূঢ়প্রকৃতিতে অর্থাৎ ন্যায়, সত্য ও সারল্যাদি দেবভাববর্জ্জিত, নীচভাবাপন্ন অধমাপ্রকৃতিতে জন্মলাভ ঘটে।

১৬। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন সাধকের সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিকী এবং তাহাদের ফলও নির্ম্মল অর্থাৎ ভোগকামনার স্বার্থবর্জ্জিত আনন্দমাত্র; রজোপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের রাজস কর্ম্ম দুঃখরূপ ফল প্রসব করে অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্ম ভোগস্বার্থপূর্ণ সকাম, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহারা যে ভোগসুখই লাভ করুক না, একদিন সেই সুখরূপ বীজ হইতে একটি বৃহৎ

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

[১৭অন্বয়ঃ। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসঃ লোভ এব চ, তমসঃ প্রমাদমোহৌ অজ্ঞানম্ এব চ ভবতঃ।]

[১৮ অন্বয়ঃ। সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি, জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি।]

[১৯ অন্বয়ঃ। দ্রষ্টা যদা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি গুণেভ্যঃ পরং চ বেত্তি, তদা সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি।]

দুঃখবৃক্ষ বাহির হইবে স্থির; আর তমোপ্রধান প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের যে তামস কর্ম্ম, তাহার ফল জ্ঞানবিমুখতা।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে জ্ঞানের অভাব, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

১৮। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি ঊর্দ্ধগতি, রজোপ্রধান প্রকৃতি মধ্যগতি, এবং নিকৃষ্ট তমোপ্রধান প্রকৃতি অধোগতি লাভ করে।

১৯। দ্রষ্টা অর্থাৎ অহংজ্ঞানরূপী জীব যখন দেখেন যে ত্রিগুণ-ব্যতীত, কর্ম্মের কর্ত্তা অন্য কেহই নহে এবং গুণাতীত পরম ভাব যে কি, তাহাও বুঝিতে পারেন তখনই জীব আমার ভাবকে প্রাপ্ত হন।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

[২০ অন্বয়ঃ। দেহী, দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য, জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।]

'জীব' বা 'দেহী' প্রয়োগ না করিয়া ভগবান্ দ্রষ্টা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র; পরোক্ষ বিচার, অর্থাৎ শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝিলেই হইবে না; এই ভাবকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনদ্বারা আপনাকে ত্রিগুণা প্রকৃতিচাঞ্চল্য হইতে বাহিরে আনিয়া পরম অচঞ্চলভাবে স্থাপিত করিতে পারিলে তবে অপরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে কর্তৃত্ব সমস্তই প্রকৃতির, আমার কোন ক্রিয়াই নাই; আমি সেই পরম পুরুষের ছায়ামাত্র এবং এই যে পরম অচঞ্চলভাবে আপনাকে স্থির করিয়াছি, ইহাই সেই পরমাত্মার পরমানন্দরূপিণী মূলা প্রকৃতি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভূতপঞ্চরূপিণী মায়াময়ী অপরা প্রকৃতিই কর্ম্মসকল করে এবং উহাদের কর্ম্মে আমার যে কর্তৃত্বাভিমান তাহা যে যথার্থ ই ভ্রান্তিজাত তাহা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাইলাম। উক্তপ্রকার প্রতীতি যাহাতে স্থিরভাবে বসিয়া গেল, তিনিই ভগবদুক্ত 'দ্রষ্টা'। উক্ত 'দ্রষ্টা' সাধকই, কৃষ্ণানন্দময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০। দেহী অর্থাৎ জীব উক্তপ্রকারে, শরীরজাত অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার অভিমান বা ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন তিন প্রকার গুণচাঞ্চল্য হইতে আপনাকে বাহিরে আনিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পান ও অমৃত অর্থাৎ, শান্তিসুধাময় কৃষ্ণানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

[২১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি, কিম্ আচারঃ, কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে।]

[২২ অন্বয়ঃ। শ্রীভবান্ উবাচ, হে পাণ্ডব! প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ, মোহম্ এব চ সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ ন কাঙ্ক্ষতি।]

[২৩ অন্বয়ঃ। যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, গুণাঃ বর্ত্তন্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে।]

২১। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! সেই গুণাতীত সাধকের লক্ষণ কিরূপ? আচরণই বা কি প্রকার এবং গুণাতীত হইবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনটি?

২২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! সত্ত্বগুণের ক্রিয়া যে প্রকাশ-ভাব, রজোগুণের ক্রিয়া যে কর্ম্মানুবৃত্তি এবং তমোগুণের ক্রিয়া যে অবসন্নভাব, ইহাদের মধ্যে যখন যেটিই প্রবল হউক না, যিনি তাহার কোনটির প্রতি বিরক্ত বা কোনটির প্রতি অনুরক্ত হন না, তিনিই গুণাতীত, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

২৩। যিনি উদাসীনভাবে অর্থাৎ গুণচাঞ্চল্যের বাহিরে আপনাকে স্থিত

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

[২৪।২৫ অন্বয়ঃ। সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ; মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে।]

[২৬ অন্বয়ঃ। যঃ চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সম্ অতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।]

করিয়া, গুণচাঞ্চল্যসহ আপনিও চঞ্চল অর্থাৎ হর্ষবিষাগ্রস্ত হন না এবং গুণসকল নিজ-নিজভাবে যে প্রকারে ক্রীড়া করিতেছে সেই রহস্যকে দর্শন করেন মাত্র, সেই অবিকম্পিত সাধকই গুণাতীত।

২৪।২৫। গুণতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতদ্বারা উত্থিত সুখদুঃখরূপ বুদ্বুদ-সকল যাঁহার নিজস্থিতিকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ সুখের বা দুঃখের কোন কারণই যাঁহার পরম জ্ঞানকে টলাইতে পারে না, যাঁহার নিকটে প্রস্তর-খণ্ড একই বস্তু, যাহার প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, নিন্দা বা স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র যাঁহার নিকটে সমান, যিনি নিজ ভোগস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন না, তিনিই গুণাতীত— অর্থাৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

২৬। আমার অব্যভিচারিণী ভক্তিসহ অর্থাৎ ভোগফলকামনাবর্জ্জিত

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

• ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগোনাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[২৭ অন্বয়ঃ। অহম্ অমৃতস্য, অব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য, ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ ৷]

সাত্ত্বিকী ভালবাসাসহ যিনি সাধনপথে অগ্রসর হন, তিনিই এই মায়াময় গুণতরঙ্গসকলকে অতিক্রমকরতঃ আমার ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হন।

নিষ্কামাভক্তিশূন্য অর্থাৎ সকামাভক্তিযুক্ত জ্ঞান বা সাধনাদিদ্বারা এই মায়াতরঙ্গকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। নির্ম্মলা ভক্তিযুক্ত সাধক, ভগবৎ-কৃপায় শক্তিলাভ করিয়া এই মায়াকে অতিক্রম করিতে সহজেই সক্ষম হন; ইহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপায়।

২৭। সেই অপরিণামী অব্যয় ব্রহ্মভাব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সনাতনধর্ম্ম ও একমুখী, শান্তিময় পরমানন্দ আমাতেই বিরাজ করিতেছে।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

[১ অন্বয়ঃ । শ্রীভগবান্ উবাচ, ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অব্যয়ম্ অশ্বত্থং প্রাহুঃ ; ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি, যঃ তং বেদ সঃ বেদবিৎ ।]

[২ অন্বয়ঃ । তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ ; কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি মনুষ্যলোকে অধঃ চ অনুসন্ততানি ।]

১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, ঊর্দ্ধমুখে যাহার মূল এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত অগ্রভাগ যাহার অধোমুখে রহিয়াছে ও শ্রুতিবাক্যসকল যাহার পত্র, এমন একটি অশ্বত্থবৃক্ষ অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে। এই বৃক্ষটিকে যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক।

২। তাহার শাখাগুলি অধোমুখে ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ত্রিগুণরসে পুষ্ট থাকিয়া শব্দাদি বিষয়পঞ্চরূপ উপশাখাসকলদ্বারা পল্লবান্বিত রহিয়াছে। এই শাখাসকল হইতে আবার কর্ম্মবন্ধনরূপ উপমূল

সকল অর্থাৎ ঝুরিগুলি বহির্গত হইয়া অধোমুখে মানবগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ ঐ যে শ্রুত্যুক্ত ("ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ") অশ্বত্থবৃক্ষের রূপক বর্ণন করিলেন, এটি কি? এটি, এই মায়াময় সংসারবৃক্ষ। আমরা শাখামৃগরূপে ঐ বৃক্ষেরই শাখাকে আশ্রয় করিয়া বিচরণ করিতেছি এবং শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফপ্রদান-করতঃ—অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণকরতঃ কর্ম্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। যদিও এই বৃক্ষটি মায়াময় অর্থাৎ ইহার কিছুই সত্য নহে, কারণ ইহাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই পরিণামী, তথাপি ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে সমভাবে বিগুমান রহিয়াছে এবং মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। ইহার আকার অতি অদ্ভুত, কারণ ইহার মূলদেশ ঊর্দ্ধমুখে এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত অগ্রভাগ অধোমুখে রহিয়াছে। এই ঊর্দ্ধ ও অধঃ কি? অনন্তের মধ্যে আবার ঊর্দ্ধ ও অধঃ কোথায়? আমাদের দণ্ডায়মান অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা আমাদের মস্তকের দিকে ঊর্দ্ধ ও পাদতলের দিকে অধোরূপ বিভাগ কল্পনা করি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঊর্দ্ধ বা অধঃ নহে। অনন্তের মধ্যে ঊর্দ্ধাদি বিভাগ যথার্থ নহে। তাহা হইলে এ ঊর্দ্ধ ও অধঃ কি? ইহা সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সূক্ষ্মই ঊর্দ্ধ ও স্থূলই অধোরূপে কল্পিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের উৎপত্তি, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম যাহা, তাহা হইতেই এই মহাবৃক্ষের মূল নির্গত হইয়াছে। এই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম বস্তুটি কি? সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ঐ ব্রহ্ম হইতেই অর্থাৎ "একের উপরে অসংখ্য প্রকাশ পাউক" ইত্যাকার ভগবদিচ্ছা হইতেই এই মায়াময় মহাবৃক্ষের মূল নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ মূল-দেশ অহংরূপী জ্ঞান এবং ঐ অহংরূপ আদিকাণ্ড হইতেই মন, চিত্ত, বিবেক ও অহংকাররূপী শাখাগুলি বহির্গত হইয়া ভূতপঞ্চ বা শব্দাদি বিষয়-

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

পঞ্চদ্বারা পল্লবান্বিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পল্লব, অর্থাৎ ভূতভাবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা ব্যষ্টিসমূহ অসংখ্য, অনন্ত। এই সকল পল্লবগুলি আচ্ছন্ন রহিয়াছে বেদবাক্যরূপ পত্র সকলের দ্বারা। অন্তর্ভাবের অভিব্যক্তির জন্য বাক্যের প্রয়োজন এবং বাক্যের সাহায্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্বীভাবের পুষ্টি সাধিত হইবে, এইজন্যই বাক্‌শক্তিরূপিণী মহাবাণী, আদিকবি ব্রহ্মার অর্থাৎ আদি অহংজ্ঞানরূপী মহাজীবের মুখ হইতে স্ফুরিত হইলেন। এই মায়াময়ী বাগ্‌দেবীই অনন্তমূর্ত্তিতে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং ইহার দ্বারাই জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েই পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ইহার কর্ম্মকাণ্ডীয় সকামমূর্ত্তি ভোগানুবৃত্তির দিকে এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় নিষ্কাম মূর্ত্তি ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এক মূর্ত্তিতে ইনি ব্রহ্মগতিদায়িনী পরা বিদ্যা এবং অন্য মূর্ত্তিতে ভোগকুহকে নিরুদ্ধকারিণী অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। এই মায়াবৃক্ষের শাখাসকল হইতে আবার বহু উপমূলসকল (ঝুরীসকল) বহির্গত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। এগুলি শুভাশুভ বা পাপপুণ্যময় কর্ম্মানুবৃত্তি। মানবগণই এই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ। পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্ণশৃঙ্খল ও পাপকর্ম্মের ফলে লৌহশৃঙ্খল লাভ হয়। লৌহশৃঙ্খলকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্যই লোকে ব্রতযজ্ঞাদির সকাম অনুষ্ঠান করে, এবং ঐ বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া লয়মাত্র। ত্রিতাপের যন্ত্রণা, লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধেরও যেরূপ, স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধেরও তদ্রূপ; তবে স্বর্ণশৃঙ্খল ভগবৎপথের অধিকতর বিরোধী।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

[৩,৪ অন্বয়ঃ। ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে; তথা ন অন্তঃ ন চ আদি ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। সুবিরূঢ়মূলম্ এনম্ অশ্বত্থং, দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা; ততঃ তৎপদং পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি, যতঃ (এষা) পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা, তং চ এব আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে।]

৩।৪। যদিও (সাধারণ দৃষ্টিতে) এই বৃক্ষটির আকার বা আদি, অন্ত ও মধ্য ইত্যাদি কিছুই লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দৃঢ়মূল, অর্থাৎ গভীর ভাবে প্রোথিত আছে। এই মায়াময় বৃক্ষটিকে ছেদন করিতে না পারিলে অর্থাৎ 'এই সকল আমার আত্মীয়বর্গ' 'এই সকল আমার ধন-সম্পত্তি', 'ইহারা আমার অনাত্মীয়', 'উহারা শত্রু', কি প্রকারে ধন, মান ও প্রভুত্ব লাভ করিয়া ভোগানুবৃত্তির পথকে পরিষ্কৃত করিব' ইত্যাকার ভ্রান্ত জ্ঞানকে বা অজ্ঞানকে নিরস্ত করিতে না পারিলে এই দুঃখময় সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই। ইহাকে ছেদন করিবার জন্য অনাসক্তি বা বৈরাগ্যরূপ মহাকুঠারের প্রয়োজন। সেই কুঠারের দ্বারা ইহাকে ছেদন-করতঃ যাঁহা হইতে এই পুরাতনী সংসারানুবৃত্তিরূপ মায়াবৃক্ষটি বাহির হইয়াছে এবং যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলে আর এই মায়াচক্রে ঘূর্ণিত হইতে হয় না, সেই সর্ব্বাধাররূপী সর্ব্বনিয়ন্তা পরম্ পুরুষের সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

[৫ অন্বয়ঃ। নির্ম্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি।]

[৬ অন্বয়ঃ। তৎ সূর্য্যো ন ভাসয়তে, ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ, যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম।]

৫। যাঁহারা নির্ম্মান অর্থাৎ যাঁহারা মানের প্রাপ্তি বা স্থিতির জন্য, আগ্রহান্বিত বা মানের নাশে কাতর নহেন, নির্ম্মোহ অর্থাৎ 'আমার' 'আমার'রূপ ভ্রান্তি যাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছে, জিতসঙ্গদোষ অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি আসুরবৃত্তিগণের প্রভাব যাঁহাদের বিবেকশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে এবং ঐরূপ আসুরপ্রকৃতির লোকের সহিত মিলনরূপ মহাদোষ যাঁহার যত্নের সহিত বর্জ্জন করেন, অধ্যাত্মনিত্য, অর্থাৎ পরম তত্ত্বের আলোচনায় ও তৎসাধনে যাঁহাদের চিত্তাদি অন্তর্বৃত্তি সতত নিযুক্ত, বিনিবৃত্তকাম অর্থাৎ সংসারভোগবাসনার প্রতি বিরক্তি যাঁহাদের প্রকৃতি গত হইয়াছে এবং সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বময় সংঘর্ষে যাঁহাদের পরম লক্ষ্য বিচলিত হয় না, সতত স্থিরান্তর্লক্ষ্য সেই সকল সাধকই সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

৬। যে অবস্থাকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্যাদির উপাসনা করিলে, বা অগ্নিতে হোমাদি সম্পাদনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, যে পরম ভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যে অবস্থাকে সাধনদ্বারা

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

[৭ অন্বয়ঃ। মম এব সনাতনঃ জীবভূতঃ অংশঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি।]

হৃদ্গত করিতে পারিলে আর জন্মগ্রহণরূপ প্রত্যাগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার স্বরূপ।

৭। জীবরূপী আমারই সনাতন অংশ, নিজ প্রকৃতিস্থিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সহ মনকে, জীবলোকে-অর্থাৎ পুনর্জীবনে আকর্ষণ করে।

ভগবানের কি আবার অংশ আছে না কি? সর্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপ একম অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অংশসম্ভাবনা কোথায়? অংশ থাকিলেই যে পরিণামী হইতে হইবে। কিন্তু তথাপি ভগবান্ জীবকে অংশ বলিলেন কেন? অংশ বলিবার কারণ এই যে, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতিগত ছায়া বা ঘটাকারাকারিত অহংজ্ঞানরূপ ব্যক্তিভাবই জীব। এই অহংরূপী জীব নানাপ্রকার ঘটের আকারে আকারিত হইয়া, প্রত্যেকটি আপনাকে অন্য প্রত্যেকটি হইতে পৃথক্ ভাবিতেছে। বস্তুতঃ এক হইয়াও কেবল নানা ঘটাকারাকারিত্বহেতু যেন অসংখ্য খণ্ডাকারে বিভক্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এই অহংরূপী জীব সেই ব্রহ্মেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তিমাত্র, এবং সেইজন্যই শ্রীভগবান্ এই ব্যক্তিভাবকে আপনার অংশরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। এই অহংজ্ঞানরূপী জীব ও বোধস্বরূপ আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ অহং কেবলমাত্র অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া আপনাকে এই শরীর-বিশ্বাসে এবং এই ভোগায়তন শরীরের দ্বারা বিষয়-পঞ্চকে ভোগ করিবার আসক্তিজন্যই, পুনঃ পুনঃ পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণকরতঃ এই মায়ারঙ্গাঙ্গনে অভিনয় করিতেছে। এই অহংরূপী চিদাভাস বা চিচ্ছায়া হইতে দেহাভিমান ও ভোগাভিমানকে পৃথক্ করিয়া লইলে অহমে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বোধস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। 'অবিদ্যামোহিত কর্তা-ভোক্তা-ইত্যাকারাভিমানাচ্ছন্ন অহংরূপী

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

[৮ অন্বয়ঃ। ঈশ্বরঃ যৎ অবাপ্নোতি যৎ চ অপি উৎক্রামতি, বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি।]

[৯ অন্বয়ঃ। অয়ং শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে।]

জীব যখন অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে পরিণামী প্রকৃতির বাধ্য হইয়া শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করে, তখন 'আমি এই শরীর, আমি জীবিত থাকিয়া দেখিতেছি, শুনিতেছি এবং মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছি' ইত্যাকার ভাবে ভাবিত থাকাহেতু, ঐ ভাবপ্রবাহই তাহার প্রকৃতি বা অবলম্বনস্বরূপ হয় এবং সূক্ষ্মভূত শব্দাদি বিষয়পঞ্চের সহিত একাকারে মিলিত থাকে বলিয়াই ঐ অবলম্বন, স্থূল ভূতপঞ্চের বিকারস্বরূপ ধাতুসপ্তদ্বারা গঠিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত এই শরীরকে এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে আকর্ষণ করে।

৮। ঈশ্বর অর্থাৎ সমস্ত জগদ্ভাবেরই মস্তক-স্বরূপ দেহাধিপতি অহংরূপী জীব যখন শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে, বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধকে লইয়া যায় তদ্রূপে, ইন্দ্রিয়গণসহ মনকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূল শরীরের সূক্ষ্মভাবময় আকারসহ সঙ্কল্পবিকল্পকে সঙ্গে লইয়া বাহির হয় এবং সঙ্গে লইয়াই নূতন শরীরকে আশ্রয় করে। ঐ শরীরেশ্বর জীব, শরীরকে ত্যাগ করিলেই পূর্ব্ব শরীর, অধিপতির অভাবে একবারে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হইয়া দ্রুতগতিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পচনাদিদ্বারা পঞ্চভূতে পরিণত হয়)।

৯। এই জীব, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা· এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

[১০ অন্বয়ঃ। উৎক্রামন্তং স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি ; জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি।]

[১১ অন্বয়ঃ। যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনম্‌ আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি। যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনম্‌ ন পশ্যন্তি।]

এবং উহাদের অধিপতি মন, এই ছয়কে অবলম্বন করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করে।

১০। কে এই শরীরে থাকিয়া ত্রিগুণসহ মিলিতভাবে অর্থাৎ রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে অবলম্বনকরতঃ এই বিষয়পঞ্চকে উপভোগ করেন এবং শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করেন, তাঁহার তত্ত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না ; কেবল জ্ঞানযোগী সাধকগণই তাঁহার তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানেন।

১১। অধ্যাত্মসাধননিরত জ্ঞানযোগিগণ, আপনার অন্তরেই তাঁহাকে দর্শন করেন অর্থাৎ আপনি যে আত্মারূপী পরম পুরুষেরই প্রকৃতিগত ব্যক্তি মাত্র, কেবলমাত্র অবিদ্যাকর্তৃক শরীরাভিমানগ্রস্ত হইয়া, এই বিষয়পঞ্চকে ভোগ করিবার মায়াময়ী লালসায়, অন্ধবৎ এই মায়াচক্রে ঘুরিতেছিলেন এবং আত্মানাত্মবিচার ও সাধন-দৃষ্টির দ্বারা, এই যে পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা ব্রাহ্মী-স্থিতিকে লাভ করিয়াছেন ইহাই আপনার যথার্থ স্বরূপ, এই তত্ত্বকে অটল-ভাবে হৃদয়স্থ রাখেন, যাহাদের অন্তঃকরণ আসুরভাবপূর্ণ এবং জ্ঞানচক্ষু মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা চেষ্টা করিলেও এই নির্ম্মল তত্ত্বকে বুঝিতে পারে না।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামকম্ ॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥
অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণীনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

[১২ অন্বয়ঃ। আদিত্যগতং যৎ তেজঃ অখিলং জগৎ ভাসয়তে, যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ, তৎ তেজ, মামকং বিদ্ধি।]

[১৩ অন্বয়ঃ। অহম্ ওজসা চ গাম্ আবিশ্য ভূতানি ধারয়ামি রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি।]

[১৪ অন্বয়ঃ। অহং প্রাণীনাং দেহম্ আশ্রিতঃ বৈশ্বানরঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি।]

১২। সূর্য্যের যে তেজঃ-প্রভা এই জগৎকে প্রকাশিত করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ বিদ্যমান, তাহা আমা হইতে স্ফুরিত অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তি প্রসূত।

১৩। আমি শক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ আমার মায়ারূপিণী মহাশক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্নকরতঃ, ভূতভাবসকলকে ধারণ করিতেছি এবং সমস্ত রসের আধার-স্বরূপ চন্দ্রমারূপে ওষধিগণকে অর্থাৎ ব্রীহি, যব, গোধুম ও ধান্যাদি শস্যসমূহকে পুষ্ট রাখিতেছি।

১৪। আমিই জীবগণের শরীরে বৈশ্বানররূপে অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিত আছি ও প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান নামক বায়ুপঞ্চকে আশ্রয় করিয়া, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপ চারিপ্রকার ভুক্ত দ্রব্যের পাকক্রিয়া সাধিত করি।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

[১৫ অন্বয়ঃ। অহং সর্ব্বস্য চ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্, অপোহনং চ, সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ অহম্ এব বেদ্যঃ, অহং চ বেদান্তকৃৎ চ বেদবিৎ এব।]

[১৬ অন্বয়ঃ। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ এব দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ লোকে, সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে।]

১৫। আমি সকল হৃদয়েই (আত্মারূপে) বিরাজিত, আমা হইতেই স্মৃতি উদিত হয়, আমা হইতেই জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং জ্ঞানের যে তিরোভাব ঘটে, তাহাও আমা হইতেই অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা গঠিত পরিণামী নিয়মবন্ধনীরূপা প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সাধিত হয়। সমস্ত শ্রুতিরই প্রধান লক্ষ্য একমাত্র আমি অর্থাৎ আমারই তত্ত্বকে বুঝাইবার জন্যই প্রধানতঃ শ্রুতির আবির্ভাব। বেদান্তপ্রতিপাদিত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা আমা হইতেই অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরণা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদের যাবতীয় তত্ত্ব আমিই অবগত আছি।

সমগ্র বেদ এমনই বিশাল, বিরাট, অপার ব্যাপার যে তাহার পূর্ণ-তত্ত্বাবগতি, মানবের শক্তির অতীত এবং সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্যতীত অন্য কেহই তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

১৬। এই জগতে ক্ষর অর্থাৎ পরিণামী ও অক্ষর অর্থাৎ অপরিণামী

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। অন্য তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ, যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি।]

এই দুই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষের এই দুই মূর্ত্তি বিদ্যমান। যাবতীয় জীবভাবই ক্ষর এবং কূটস্থ অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী আত্মাই অক্ষররূপে উক্ত হইয়াছেন।

১৭। ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম অন্য যে অপরিণামী পুরুষ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধাররূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর এবং তিনি পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন।

ঘটাকারাকারিত চিচ্ছায়া বা শরীরাভিমানী অহংরূপী জীবই ক্ষর বা অধম পুরুষ। অসংখ্য ঘটাকারে আকারিত এই অহংরূপী জীব বা অধম পুরুষ অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকটি অন্য প্রত্যেকটি হইতে আপনাকে পৃথক্ এবং এই কারাগাররূপ শরীরের পরিণামানুসারে আপনাকে জাত, জীবিত, বর্দ্ধিত, সুস্থ বা রুগ্ন, খর্ব্ব বা দীর্ঘ, যুবা বা বৃদ্ধ ইত্যাদিরূপে পরিণামগ্রস্ত দেখিতেছে ও এই ভোগায়তন শরীরের মোহে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও সঙ্গানুযায়ী প্রকৃতিকে অবলম্বনকরতঃ এই মিথ্যা সংসার চক্রের নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই ছায়া হইয়াও অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া অন্ধবৎ আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না ও ঐরূপে মিথ্যা পরিণামকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোগাভিমান করিতেছে। এইজন্যই অহংরূপী জীব, অধম ক্ষর পুরুষ বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের প্রকৃতিগত মলিন ব্যক্তি।

ঐ অহংরূপী ক্ষর পুরুষ, যে শব্দ স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়পঞ্চকে বা জ্ঞানেরই ঐ পঞ্চ আকারকে অঙ্গীভূত করিয়া উহাদের মস্তকরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ জ্ঞানপঞ্চের সাক্ষীভূত যে বোধস্বরূপ আত্মা, তিনিই

অক্ষর পুরুষ বা চিৎস্বরূপ পরম পুরুষের মধ্যম মূর্ত্তি। ক্ষরের অর্থাৎ অহমের আধারভূত এই অক্ষরমূর্ত্তি পরিণামী প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ অপরিণামী পুরুষের মধ্যগত ; ইনি না চিৎস্বরূপ পরম বা উত্তম এবং না পরিণামী জীব বা অধম। যতক্ষণ জীবরূপী ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব ততক্ষণই অক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব, কারণ ক্ষর আছে বলিয়াই অক্ষরের প্রয়োজন, নতুবা অক্ষর কোথায় ? এ ক্ষর ও অক্ষর, পরস্পরে পরস্পরাশ্রয়ী ; কিন্তু ক্ষর পরিণামী ও অক্ষর অপরিণামী। জ্ঞান অসংখ্য প্রকারে বিভক্ত, কিন্তু তাহাদের বোধস্বরূপ আধার বা আত্মা এক। অহং অসংখ্য আকারে আকারিত বটে, কিন্তু সমস্ত অহমেরই আত্মা এক। এই আত্মারূপী অক্ষর পুরুষ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষেরই সাক্ষীভাব মাত্র ; অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ বা পরমাত্মাই এই বোধাকারে অহংরূপী জীবের জীবত্বের সাক্ষী এবং সেইজন্যই জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই, কেবল উভয়ের মধ্যে এক অভেদমাত্র ভেদ আছে। অহংরূপী জীব আছে বলিয়াই, তাহার বোধ-স্বরূপ আত্মভাব বিদ্যমান, নতুবা তাঁহাকে আত্মা বলে কে ? জীবাত্মার জীবরূপ বিশেষত্বের উপরেই পরমাত্মার পরমরূপ বিশেষত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা হইতে জীবরূপ উপাধিটি অন্তর্হিত হইলেই, পরমাত্মা হইতে পরম উপাধিটিও বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। জীবত্বই পরমত্বকে স্থাপিত করিতেছে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ "পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" অর্থাৎ পরমাত্মা নামে উচ্চভাবে কল্পিত, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ একই ; তবে 'অক্ষর' উপাধি বা বিশেষত্ব হইতে পরম উপাধি বা বিশেষত্বের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান্‌কর্ত্তৃক এই জন্য প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অক্ষর উপাধি, ক্ষর উপাধির সহিত একত্রে জড়িত, অর্থাৎ ক্ষরকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষর সরিয়া গেলে 'অ' আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে ? অহংরূপী জ্ঞান দাঁড়াইলে তবে তো তাহার সাক্ষীস্বরূপ বোধের অস্তিত্ব, নতুবা বোধ কাহার ? এই জন্যই 'অক্ষর'

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতিপুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

[১৮ অন্বয়ঃ । যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ অক্ষরাদপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি ।]

[১৯ অন্বয়ঃ । হে ভারত ! যঃ এবম্ অসংমূঢ়ঃ, মাম্ পুরুষোত্তমং জানাতি সঃ সর্ব্ববিৎ, মাং সর্ব্বভাবেন ভজতি ।]

উপাধি 'উত্তম' উপাধি হইতে কিছু নিম্নগত ও মধ্যমত্বে পরিণত । চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব হইতে মুক্ত, অর্থাৎ জগদ্ভাবের অতীত। অহংজ্ঞানরূপী দ্বৈতকে অবলম্বন করিয়াই বোধস্বরূপ অদ্বৈত আত্মার অবস্থিতি ; অর্থাৎ বহুত্বকে ধারণ করিবার জন্যই একত্বের প্রয়োজন ; কারণ, এক ব্যতীত বহুত্বের অস্তিত্বই নাই । আবার বহু ব্যতীত একেরও অস্তিত্ব নাই ; কারণ বহু ব্যতীত একের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? দ্বৈত ব্যতীত অদ্বৈতের এবং অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতের অস্তিত্বই নাই । চিৎস্বরূপ পরম পুরুষই দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত "কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।" এই জন্যই চিদানন্দস্বরূপকে ভগবান্ 'উত্তম' উপাধিতে অভিহিত করিলেন। ভগবানের চিন্মূর্ত্তি সর্ব্বোত্তম, বোধস্বরূপ আত্মামূর্ত্তি মধ্যম এবং জীবরূপী জ্ঞানমূর্ত্তি অধম ।

১৮। আমি ক্ষরভাবের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; এই জন্যই বেদে ও লোকে আমার পুরুষোত্তম নাম প্রখ্যাত আছে ।

১৯। হে অর্জ্জুন ! হে ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞানবান্ সাধক, আমার এই সর্ব্বোত্তম পরমভাবকে জ্ঞাত হইতে পারেন অর্থাৎ সাধনদ্বারা হৃদগত করিতে

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[২০ অন্বয়ঃ। হে অনঘ! ইতি গুহ্যতমম্ ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্, হে ভারত! বুদ্ধিমান্ এতৎ বুদ্ধ্বা কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ।]

পারেন তিনি সকলই বুঝিয়াছেন অর্থাৎ আমার জীবভাব, আত্মভাব ও পরমভাব, এই তিন ভাবের রহস্যই জ্ঞাত হইয়াছেন এবং সকল ভাবেই আমার সাধন করেন অর্থাৎ কি সাধন-দৃষ্টি, কি বিচার-দৃষ্টি, কি সাধারণ কর্ম্ম-দৃষ্টি সকল দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছি।

২০। হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকটে অতি গুপ্ত শাস্ত্র ব্যক্ত করিলাম। এই নির্ম্মলা সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারা এই তত্ত্বরহস্য গ্রহণ করিতে পারিলে সাধক ধন্য হন।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসাসত্যম ক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

[১।৩ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, হে ভারত! দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য, অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, দানং, দমঃ চ, যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ তপঃ, আর্জ্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবং, হ্রীঃ, অচাপলং, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা ভবন্তু।]

১।৩। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দৈবী সম্পদ লইয়া অর্থাৎ দেবভাবাপন্না প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, যথা—অভয় অর্থাৎ হৃদয়ের অসঙ্কুচিতা গতি, (প্রকৃত দেবভাবাপন্ন সাধক, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, এমন কি মৃত্যুর সন্মুখেও সঙ্কুচিত নহেন। কেন নহেন, তাহার কারণগুলি পর পর বলিতেছেন): সত্ত্বসংশুদ্ধি—বা অন্তঃশৌচ (একজন পাষাণহৃদয়, আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন দস্যুও নির্ভয়হৃদয় হইতে পারে, কিন্তু সাধকের ভয়শূন্যতা সেরূপ নহে; সে নির্ভয়তা কোমল পবিত্রতার সহিত একাকারে মিলিতা

এবং সে পবিত্রতা ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্য হইতে সমুদ্ভূতা) ; জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি অর্থাৎ 'আমি এ শরীর নহি, নির্ম্মল আত্মাই আমার স্বরূপ, এ ভোগানুবৃত্তি ও কর্ম্মানুবৃত্তি, সমস্তই ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে' ইত্যাকার বিচার-সিদ্ধ জ্ঞান এবং সাধনদ্বারা আপনার দেহাভিমানযুক্ত নির্ম্মল সত্ত্বাকে ভগবৎ-সত্ত্বাতে সংযুক্তকরতঃ যে পরমানন্দময়ী অচঞ্চলা শান্তিকে ভোগ করেন, সেই শান্তিময়ী স্থিতির স্মৃতি—এই উভয়ের একত্র সমাবেশ স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা হেতু, সাধকের ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যময়ী প্রকৃতি যেরূপ নির্লিপ্তভাবে কর্ত্তব্যসকল সম্পাদন করিতে করিতে, প্রারব্ধভোগকে অতিবাহিত করিতে থাকে, তাহাই 'জ্ঞানযোগব্যবস্থিত' ; দান, অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রে নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক দান ; দম, অর্থাৎ ন্যায়, সত্য ও সারল্যসহ অব্যাকুলভাবে, ইন্দ্রিয় সকলের অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াসম্পাদন ; যজ্ঞ, অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসকলের যথাবিধি নিষ্কাম অনুষ্ঠান ; স্বাধ্যায়, অর্থাৎ জ্ঞানার্থী শিষ্যগণ, কিম্বা অন্য ভগবদ্ভক্ত মুমুক্ষু সাধকগণের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা ; তপ, অর্থাৎ সদ্গুরুদেবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি পালনরূপ ব্রহ্মচর্য্য ; আর্জ্জব, অর্থাৎ সরলতা ; অহিংসা, অর্থাৎ পরপীড়নবর্জ্জন ; সত্য, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ, অর্থাৎ ন্যায়ানুসারে যাহা পরিত্যাজ্য, তাহাকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হওয়া ; শান্তি (ব্রহ্মানন্দময়ী তৃপ্তি), অপৈশুন, অর্থাৎ পরছিদ্রানুসন্ধানে বিরতি ও পরনিন্দায় বিরক্তি ; সর্ব্বভূতে দয়া অর্থাৎ পরদুঃখকাতরা, অলোলুপতা অর্থাৎ কোনপ্রকার ভোগ্য বিষয়েই অত্যাকাঙ্ক্ষা না থাকা, মার্দ্দব অর্থাৎ বাক্যের মধুরতা, হ্রী অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় প্রশংসা শ্রবণে মৃদুমধুর সলজ্জ কুণ্ঠা, অচপলতা অর্থাৎ অব্যাকুল ধীর-গম্ভীরভাব, তেজ অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্যসম্পাদনে অকুণ্ঠিত সাহসিকতা, ক্ষমা অর্থাৎ ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রতিহিংসাসাধনে বিরতি, ধৃতি অর্থাৎ ভাগবতী-ধারণাময়ী অন্তঃস্ফূর্ত্তি, শৌচ (বাহ্যান্তর পবিত্রতা), অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও অনিষ্ট সাধন না করা, নাতিমানিতা অর্থাৎ

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫॥

[৪ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! দম্ভ, দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ, পারুষ্যম্ অজ্ঞানং চ এব, আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (ভবন্তি)।]

[৫ অন্বয়ঃ। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, আসুরী নিবন্ধায় মতা; হে পাণ্ডব! মা শুচঃ; দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি।]

স্বয়ং যে প্রকার সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী, তাহাপেক্ষা অধিক সম্মানের বাসনা না করা।

৪। হে অর্জ্জুন! দম্ভ, (আত্মপ্রশংসা প্রচারিত করা), দর্প ('আমি ধনী, আমি মানী, আমার মত কে আছে', ইত্যাকার গর্ব্ব), অভিমান (যতটুকু সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী, তাহাপেক্ষা অধিক সম্মানপ্রাপ্তির আশা করা), ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান (অর্থাৎ ভগবৎভাবের বিমুখীভাব) ইত্যাদি লক্ষণ, আসুরসম্পদ লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পায়।

৫। দৈবী সম্পদ পরিত্রাণের কারণ আসুর সম্পদ বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোকগ্রস্ত হইও না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৮॥

[৬ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ দ্বৌ ভূত-সর্গৌ, দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ, আসুরং মে শৃণু।]

[৭ অন্বয়ঃ। আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ, তেষু ন শৌচং ন আচারঃ, ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে।]

[৮ অন্বয়ঃ। তে, জগৎ অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠন্তম্ অনীশ্বরম্ অপরস্পর-সম্ভূতং কিম্ অন্যৎ—কামহৈতুকম্ আহুঃ।]

৬। জগতে, মানবগণের মধ্যে দুই প্রকার সর্গ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিণতি নির্দিষ্ট আছে; যথা—দৈবী ও আসুরী। তন্মধ্যে দৈবী সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, এক্ষণে আসুরী সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ কর।

৭। আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন লোকে প্রবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কামা ভাগবতী কর্ম্মানুবৃত্তি বা নিবৃত্তি অর্থাৎ ভোগকামনায় বিরতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না এবং তাহাদিগের মধ্যে পবিত্রতা, সদাচার বা সত্য, এ সকল সদ্‌গুণের প্রতিষ্ঠা আদৌ নাই।

৮। তাহারা বলে, জগতের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা আছে সে সকলের মধ্যে কিছুই সত্য নাই; সাধন, ভজন, ভক্তি বা পুণ্যাচরণাদি সমস্তই বৃথা; কারণ, মৃত্যুই জীবনের শেষ এবং পরলোক বা পুনর্জন্ম ইত্যাদি সমস্তই কল্পিত মিথ্যামাত্র। যখন মৃত্যুর পরে আর প্রতিষ্ঠা বা অস্তিত্বই

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥

[৯ অন্বয়ঃ। এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ অহিতাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি।]

নাই, তখন আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? পাপ-পুণ্যের ফলভোগরূপ বিধানাদি সমস্তই মনুষ্যকল্পিত। এ সকলের বিধাতা বা ঈশ্বর অন্য কেহই নাই। এই জগদ্ভাব কোন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে; ইহা অপর হইতে পরভাবে অর্থাৎ অধম হইতে উত্তমভাবে, আবার তাহা হইতে আরও উত্তমভাবে, এইরূপে পরিণত হইতে হইতে ক্রমোন্নতিক্রমে—যেমন পাঞ্চভৌতিক শক্তির সমবায়ে জড়ভাব হইতে চেতনভাব স্ফুরিত হইয়া কীটাণু হইতে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিকাশের উন্নতি-অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, বানর ও মনুষ্য এইরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বর-নামক কোন বিধানকর্ত্তা বা স্রষ্টা নাই; ইহা প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধা গতি। এই অধম হইতে উত্তমের দিকে অগ্রগতি বা পরিণতির কারণ ভোগেচ্ছামাত্র। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতর ভোগের ইচ্ছাই অধম হইতে উত্তমে পরিণত করে।

৯। ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী সেই মহা আসুর প্রকৃতির অজ্ঞান পাপাত্মাগণ জগতের মহা অনিষ্টের কারণস্বরূপ এবং তাহাদের স্থিতি কেবল জগতের শৃঙ্খলানাশ ও যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধির জন্য।

উক্ত দুইটি শ্লোকে, ভগবান্ যে আসুর প্রকৃতির বর্ণন করিলেন, তাহা একেবারে নাস্তিকভাবগ্রস্ত পূর্ণ আসুর বা সর্ব্বাপেক্ষা অধমভাব। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ আসুর প্রকৃতির সংখ্যা জগতে অধিক নহে। সাধারণ আসুরপ্রকৃতি অর্থাৎ যে আসুরভাবের দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই প্রকৃতি অল্পাধিক পরিমাণে আক্রান্ত, তাহার বর্ণন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে করিতেছেন।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

[১০ অন্বয়ঃ। দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে।]

[১১ অন্বয়ঃ। প্রলয়ান্তাম্ অপরিমেয়াং চ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ কামোপ-ভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ।]

[১২ অন্বয়ঃ। আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে।]

১০। দম্ভমানমদান্বিত আসুর প্রকৃতির লোকসকল, দুষ্পূরণীয়া ভোগ-লালসাদ্বারা চালিত হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অসদভিপ্রায়ে অর্থাৎ এই মন্ত্রদ্বারা নায়িকাসিদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত সুন্দরী-সম্ভোগ করিব, এই মন্ত্রদ্বারা মারণসিদ্ধিলাভকরতঃ বিপক্ষগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিব ইত্যাদি প্রকার নীচসঙ্কল্পসহ অপবিত্র ব্রতাচরণ করে অর্থাৎ মদ্য-মাংস-শবাদিসংযুক্ত হোমাদির অনুষ্ঠান করে।

১১। ভোগকামনা পূর্ণ করাই যাহাদের হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য এবং ভোগকামনা তৃপ্ত করা ব্যতীত অন্য পুরুষার্থ আবার কি আছে, ইত্যাকার ধারণাই যাহাদের মূল অবলম্বন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগকামনাময়ী চিন্তাই তাহাদের সহচরী থাকে।

১২। কামক্রোধপূর্ণ আসুর প্রকৃতির লোকগণ শতমুখী ভোগাশা-

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

[১৩ অন্বয়ঃ । অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্, ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদং ধনম্ অপি ভবিষ্যতি ।]

[১৪ অন্বয়ঃ । অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ অপি চ হনিষ্যে অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ, [অহং] বলবান্, [অহং] সুখী ।]

[১৫ অন্বয়ঃ । [অহম্] আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তিঃ ? যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ ।]

বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভোগতৃপ্তির জন্য ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অর্থসঞ্চয়ের দিকে প্রবৃত্ত থাকে ।

১৩ । তাহাদের অন্তরের ভাব সততই এইরূপ যে, 'অদ্য এই লাভ করিয়াছি,' 'কল্য এই বাসনাটি পূর্ণ করিব,' 'এত ধন সঞ্চিত হইয়াছে,' 'আবার এত ধন সঞ্চয় করিতে হইবে ।'

১৪ । 'এই শত্রুর নিপাতসাধন করিয়াছি, অন্যগুলিকে এইরূপে নষ্ট করিতে হইবে । আমিই সকলের কর্ত্তা, আমি যথেচ্ছভোগ করিতেছি ; আমার মত শক্তিশালীই বা এখানে কে আছে এবং আমার মত সুখীই বা কে ? বহু চেষ্টায় এই ভোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছি ।'

১৫ । 'আমি মহাধনশালী, মহাকুলীন, আমার মত এখানে কে আছে ?

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

[১৬ অন্বয়ঃ। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ অশুচৌ নরকে পতন্তি।]

[১৭ অন্বয়ঃ। আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ, তে দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে।]

আমি যেমন আড়ম্বরসহ যজ্ঞ করিব ও দান করিব, তেমন যেন আর কেহই না পারে ; সকল বিষয়েই প্রধান্যলাভ করিয়া তৃপ্ত হইব, ইত্যাদি সঙ্কল্প সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ়গণ সততই করে।

১৬। যাহাদের চিত্তবৃত্তি উক্ত প্রকারে বহুমুখী হইয়া অজ্ঞানপথে সতত ধাবিত, যাহারা 'আমার' 'আমার' রূপ ভ্রান্তিজালে সম্পূর্ণ জড়িত এবং ভোগকামনা পূর্ণ করিবার জন্যই যাহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল, তাহাদের পরিণাম নরক-ভোগ ব্যতীত আর কি হইবে ?

১৭। সেই সকল আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ অন্যে স্বীকার না করিলেও 'আমি যাহা বুঝি বা করি, তাহাই অভ্রান্ত' ইত্যাকার আত্মগরিমাসম্পন্ন, স্তব্ধ অর্থাৎ হাস্যহীন অপ্রসন্ন, গর্ব্বিতভঙ্গিযুক্ত, ধন-মানের গর্ব্বে অন্ধপ্রায়, আসুর প্রকৃতির লোকগণ দম্ভের সহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে; তাহা যজ্ঞের নামমাত্র, কারণ তাহার কিছুই বিধি-অনুসারে সম্পাদিত হয় না।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

[১৮ অন্বয়ঃ। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ, আত্ম-পরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ।]

[১৯ অন্বয়ঃ। অহং তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্, সংসারেষু আসুরী যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপামি।]

[২০ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ, মাম্ অপ্রাপ্য এব, ততঃ অধমাং গতিং যান্তি।]

১৮। অহঙ্কার, অন্যায়-বল-প্রয়োগ, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির দ্বারা সতত কলুষিতহৃদয় সেই মূঢ়গণের আর একটি স্বভাব এই যে আমার দেবভাবাপন্ন ভক্ত সাধকগণের প্রতি তাহারা বিদ্বেষ পরায়ণ হইবেই হইবে। কিন্তু সে বিদ্বেষ প্রকৃত পক্ষে তাহার নিজের এবং অন্য সকলেরই অন্তরে আত্মারূপে বিদ্যমান যে আমি, সেই আমাকেই করা হয়।

১৯। জগতের অমঙ্গল স্বরূপ সেই সকল ভক্তবিদ্বেষী, কুটিলহৃদয় নরাধমগণ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে নীচ আসুরী যোনিতেই ভ্রমণ করে।

২০। সেই মূঢ়গণ পুনঃ পুনঃ, এইরূপে নিকৃষ্টতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও অধমা তামসী প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আমার ভাব হইতে অর্থাৎ পরিত্রাণকারিণী জ্ঞান-ভক্তি ও সাধনাদি হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

[২১ অন্বয়ঃ। কামঃ, ক্রোধ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ আত্মানঃ নাশনম্ ; এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।]

[২২ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি ততঃ পরাং গতিং যাতি।]

[২৩ অন্বয়ঃ। যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে, সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।]

২১। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি মহাশত্রু নিজের সর্ব্বনাশ করে, অতএব নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনকে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

২২। হে অর্জ্জুন! অধোগতির দ্বারস্বরূপ উক্ত তিন শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলে আত্মোন্নতি সাধিত হয় ও পরমা-গতিকে লাভ করিতে পারা যায়।

উক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে, একজন গার্হস্থ্য-আশ্রমগত সাধককে যথাবিধি পত্ন্যনুগমন, ন্যায়ানুমোদিত নিজস্বরক্ষণ কিম্বা বালককে বা দুষ্ট লোককে দমন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ন্যায়ানুমোদিত সমস্ত কর্ত্তব্যই পালন করিতে হইবে, তবে উহাদের মোহাসক্তি হইতে আপনাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। অনাসক্তহৃদয়ে ভাগবতী লক্ষ্যকে অব্যাহত রাখিয়া ন্যায়, সত্য ও সারল্যসহ কর্ত্তব্যপালনই শ্রীভগবানের যথার্থ আদেশ।

২৩। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, কোন

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—:o:—

[২৪ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ তে শাস্ত্রং প্রমাণং ; ইহ শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি ।]

বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তিও থাকে না এবং মোক্ষবিষয়িণী উন্নতিও তাহার পক্ষে অপ্রাপ্য।

২৪। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণে শাস্ত্রই প্রধান সহায় ; অতএব শাস্ত্রবিধি বুঝিয়া অর্থাৎ বিচারসহ শাস্ত্রবিধি স্থির করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিবে।

———

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধামরোঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

[১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে কৃষ্ণ! যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা? সত্ত্বং, রজঃ আহো তমঃ?]

[২ অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ, দেহিনাং সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ এব ইতি ত্রিবিধা শ্রদ্ধা ভবতি, সা স্বভাবজা; তাং শৃণু।]

[৩ অন্বয়ঃ। হে ভারত! সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি। অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধামযঃ; যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ, সঃ এব সঃ।]

১। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রের বিধান না মানিয়া শ্রদ্ধার সহিত যজন করে অর্থাৎ নিজ মতানুসারে বা অন্যকৃত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজনাদি করে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিধির নিয়মানুসারে হয় না, তাহাদের সেই শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী— কি বলা যাইবে?

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেহাভিমানী জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিনপ্রকারেরই বটে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

৩। সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্বানুরূপা হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহার

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

[৪ অন্বয়ঃ । সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে ।]

[৫।৬ অন্বয়ঃ । দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্, অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে, তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ।]

যেমন প্রকৃতি, বা গতজীবনের কর্ম্মানুবৃত্তির দ্বারা যে যেরূপে আপনাকে গঠিত করিয়াছে, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপা হইয়া থাকে, সত্ত্বপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজোপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমোপ্রধান-প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা তামসী হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! এই জীব শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ যে দিকে হউক একদিকে তাহার শ্রদ্ধা থাকিবেই নিশ্চয় এবং যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে সেইরূপ হয় অর্থাৎ সেইরূপ গতিকেই প্রাপ্ত হয়।

৪। সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি দেবগণের, রজোপ্রধান প্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তমোপ্রধান প্রকৃতি ভূতপ্রেতগণের পূজা করে।

৫।৬। যে সকল কামাসক্তিপরায়ণ, অন্যায় বলপ্রয়োগে অকুণ্ঠিতচিত্ত দাম্ভিক, 'আমিই করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুগ্ধ, জ্ঞানহীন লোকে, বিধি-বিগর্হিত ঘোর তপস্যা করিয়া অর্থাৎ অনশনসহ অত্যুগ্র শীতাতপ ভোগকরতঃ ঊর্দ্ধবাহু বা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ শরীরকে ও তৎসহ কারণ-

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

[৭ অন্বয়ঃ। সর্ব্বস্য আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি, তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ, তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু।]

[৮ অন্বয়ঃ। আয়ুসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।]

শরীরস্থ সাক্ষীস্বরূপ আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে ঘোর আসুর প্রকৃতিগত জানিবে।

'শরীর ক্লিশিত করিয়া আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে' শ্রীভগবানের এই উক্তি শাসনবাক্যমাত্র। নতুবা ভগবানের যে কোন তাপই প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই বিচারসিদ্ধ যথার্থ ভগবত্তত্ত্ব এবং "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বের সমর্থন করিয়াছেন।

৭। উক্ত গুণত্রয়ের প্রাধান্যানুসারে তিন প্রকারের প্রকৃতির তিন প্রকারের খাদ্য প্রিয়। যজ্ঞ, তপস্যা, দানও উক্ত গুণানুসারে তিন প্রকারের হয়। তাহাদের পার্থক্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

৮। যাহাতে আয়ু, সত্ত্ব, (উৎসাহ) বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তিকে বর্দ্ধিত করে এবং যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ও দেহে অধিক দিন স্থায়ী হয় এরূপ যে সারাংশযুক্ত সুন্দরদর্শন খাদ্য তাহাই সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

কট্‌ব্ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

[৯ অন্বয়ঃ। কট্‌ব্ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ।]

[১০ অন্বয়ঃ। যাতয়ামং গতরসং চ পূতি পর্য্যুষিতম্ উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যং যৎ ভোজনং [তৎ] তামসপ্রিয়ম্।]

[১১ অন্বয়ঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ।]

৯। অতি কটু, অতি অম্ল, খরলবণাক্ত, উগ্রবীর্য্য, তীক্ষ্ণাস্বাদ, রুক্ষ ও বিদাহী, অর্থাৎ সে সকল খাদ্য আহার করিতেই কষ্ট হয় এবং যাহা হইতে পরে রোগ শোকাদি উপস্থিত হয়, তাহাই রজোপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

১০। অসুপক্ক, শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (বাসী) উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য খাদ্যই তমোপ্রধান প্রকৃতির প্রিয়।

১১। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত জ্ঞানী সাধকগণ আপনার পরম অন্তঃলক্ষ্য স্থির রাখিয়া যে সকল যষ্টব্য অর্থাৎ না করিলেই নয়, এরূপ দশবিধ সংস্কারাদি বা পূর্ব্বাচরিত পৈত্রিক পূজাদিরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সম্পন্ন করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

অভিসন্ধায় তু ফলম দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

[১২ অন্বয়। ফলম্ অভিসন্ধায় তু দম্ভার্থম্ অপি চ এব, যৎ ইজ্যতে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।]

[১৩ অন্বয়ঃ। বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।]

১২। হে অর্জ্জুন! ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া অবিনীতভাবে যে যজ্ঞানুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ।

১৩। বিধিহীন অর্থাৎ যথার্থ শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাহা সম্পন্ন হয় না, অন্নদানহীন অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রে অন্নদান না করিয়া অপাত্রে দান, যেমন অনাথ দরিদ্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া ধনবান্ ও চাটুকারগণকে ভোজন করাইবার আয়োজন, মন্ত্রহীন অর্থাৎ মন্ত্রাদি যথাশাস্ত্র উক্ত ও উচ্চারিত হইতেছে কিনা, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া কোনপ্রকারে শীঘ্র শীঘ্র অভিনয়টা যাহাতে শেষ হইয়া যায় ও আমোদ প্রমোদের বিলম্ব বা বাধা না ঘটে, এইরূপ লক্ষ্যযুক্ত, দক্ষিণাহীন (ঋত্বিক্‌গণের প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞা-যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান) এবং শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ একটা উপলক্ষ্য না হইলে আমোদ প্রমোদ করা ও আপনার ধনৈশ্বর্য্য দেখান হয় না, এইজন্য একটা সখের যজ্ঞানুষ্ঠান করামাত্র, এই প্রকার যজ্ঞকেই তামস যজ্ঞ বলা হয়।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

[১৪ অন্বয়ঃ । দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং, শৌচম্, আর্জ্জবং, ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ।]

[১৫ অন্বয়ঃ । অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে ।]

[১৬ অন্বয়ঃ । মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে ।]

১৪ । দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও জ্ঞানিগণের পূজা, পবিত্রতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও পরপীড়াবর্জ্জন—শারীর তপস্যা নামে উক্ত ।

১৫ । যে বাক্যের দ্বারা কাহারও হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত না হয়, এরূপ সত্যনিষ্ঠ ও মঙ্গলজনক বাক্য এবং অধ্যাত্ম উপদেশপূর্ণ শাস্ত্রাধ্যয়ন—বাঙ্ময় তপস্যারূপে উক্ত ।

১৬ । মনঃপ্রসাদ অর্থাৎ হৃদয়ের প্রসন্নতা, সৌমত্ব অর্থাৎ শান্ত, গম্ভীর, সরলভাব, মৌন অর্থাৎ বৃথা বাক্য না বলা, আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তিপ্রবাহের ভগবন্মুখী গতি, ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ শরীরাভিমানরাহিত্য, ইত্যাদিকে মানস তপস্যা বলা হয় ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তেতদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

[১৭ অন্বয়ঃ। যুক্তৈঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে।]

[১৮ অন্বয়ঃ। সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে, ইহ চলম্ অধ্রুবং তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্।]

[১৯ অন্বয়ঃ। মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা, যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।]

১৭। যুক্তসাধননিরত সাধকগণ শ্রদ্ধাসহ, ফলকামনাশূন্য হৃদয়ে উক্ত তিন প্রকারের (শারীর, বাঙ্ময় ও মানস যে তপস্যা করেন, তাহাই সাত্ত্বিক তপশ্চরণ .

১৮। প্রতিষ্ঠা, মান ও প্রভুত্বলাভার্থ দম্ভের সহিত যে তপস্যা করা হয়, তাহাই অকিঞ্চিৎকর রাজস তপস্যা।

১৯। জ্ঞানহীন আসুরপ্রকৃতির লোকে, দুর্দ্দমনীয়া ভোগকামনায় বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা অন্যের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য শরীরকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া (যেমন উর্দ্ধবাহু, একপদে দণ্ডায়মান, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে, কিম্বা শীতকালে জলমধ্যে অবস্থিতিরূপ) যে তপস্যা—তাহাই তামস তপশ্চরণ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

[২০ অন্বয়ঃ। অনুপকারিণে, দেশে, কালে চ, পাত্রে চ, দাতব্যম্ ইতি দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।]

[২১ অন্বয়ঃ। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং, ফলম্ উদ্দিশ্য বা, পুনঃ পরিক্লিষ্টং চ দীয়তে তৎ দানং রাজসম্ স্মৃতম্।]

[২২ অন্বয়ঃ। অদেশকালে, অপাত্রেভ্যঃ চ অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।]

[২৩ অন্বয়ঃ। ওঁ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ, তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ।]

২০। প্রত্যুপকার পাইবার কোন আশা না রাখিয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিচারকরতঃ মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান।

২১। প্রত্যুপকারপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় কিম্বা পরজন্মে ফললাভের কামনায়, কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া মনোকষ্টের সহিত যে দান করা হয় তাহাই রাজস দান।

২২। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে কিম্বা অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যসহ যাহা দান করা হয়, তাহাই তামস দান।

২৩। ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটী শব্দ ব্রহ্মনির্দ্দেশকরূপে শাস্ত্রে উক্ত

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

[২৪ অন্বয়ঃ। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে।]

[২৫ অন্বয়ঃ। তৎ ইতি, মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্‌ অনভিসন্ধায়, বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে।]

[২৬ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! সৎভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে।]

২৪। ব্রহ্মবিদ্‌গণ "ওঁ" এই প্রণবধ্বনি সহকারেই যাবতীয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ, দান ও ব্রহ্মচর্য্যের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন।

২৫। মুমুক্ষু সাধকগণ ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া "তৎ" শব্দের সার্থকতাসহ অর্থাৎ "তৎ" শব্দের দ্বারা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, সেই পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গমকরতঃ যজ্ঞ, দান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি সম্পন্ন করেন।

২৬। সদ্ভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মের অপরিণামিত্বকে বিশেষিত করিবার জন্য, সাধুভাব অর্থাৎ ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ ও সত্যাদিযুক্ত দেবভাবকে বিশেষিত করিবার জন্য, এবং বিহিত কর্ম্মসকলকে অচ্ছিদ্ররূপে অবধারিত করিবার জন্য, এই "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

[২৭ অন্বয়ঃ। যজ্ঞে, তপসি, দানে চ স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে।]

[২৮ অন্বয়ঃ। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপ্তং তপঃ চ যৎ কৃতম্ অসৎ ইতি উচ্যতে; হে পার্থ! তৎ নো ইহ, ন চ প্রেত্য।]

২৭। যজ্ঞ, দান, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ভগবৎসম্বন্ধীয় সাধনাদি সমস্তই সৎরূপে উক্ত হয়।

২৮। অশ্রদ্ধাসহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি যাহা কিছু কৃত হয়, সে সমস্তই অসৎ। ইহলোকে বা পরলোকে তদ্দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না।

———

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

[১ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাসস্য তত্ত্বং, ত্যাগস্য চ, পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।]

[২ অন্বয়ঃ। কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ, বিচক্ষণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ।]

[৩ অন্বয়ঃ। একে মনীষিণঃ কর্ম্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ অপরে চ যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি।]

১। অর্জ্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ! হে মহাশক্তে! হে দুষ্টদমন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহাই জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

২। শ্রীভগবান্ কহিলেন—বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ সকাম-কর্ম্মত্যাগকে সন্ন্যাস ও সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' নামে অভিহিত করেন।

৩। কতকগুলি মনস্বীব্যক্তি কর্ম্মকে বহুদোষের আকররূপে (মুমুক্ষু

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

[৪ অন্বয়ঃ। হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু, হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।]

[৫ অন্বয়ঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যম্ এব; যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব, মনীষিনাং পাবনানি।]

[৬ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! এতানি কর্ম্মাণি অপি তু, সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্।]

সাধকগণের পক্ষে) ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন; আবার অন্য কতকগুলি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।

৪। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। হে পুরুষসিংহ! ত্যাগ একপ্রকার নহে, তিনপ্রকার।

৫। যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐ সকলের দ্বারা শরীর ও মানসশুদ্ধি লাভ করা যায়।

৬। আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

[৭ অন্বয়ঃ। নিয়তঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ তু ন উপপদ্যতে ; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।]

[৮ অন্বয়ঃ। কর্ম্ম দুঃখম্ ইতি এব যৎ কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ, সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা, ত্যাগফলম্ এব ন লভেৎ।]

[৯ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা, কার্য্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।]

৭। অবশ্য করা কর্ত্তব্য, এমন কর্ম্মসকলের ত্যাগ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ সকল কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে তাহাই তামস-ত্যাগরূপে উক্ত হয়।

৮। শরীরের কষ্ট হইবে, এই কারণে কর্ম্মকে দুঃখময় বুঝিয়া যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার ত্যাগ রাজস। ঐ রাজস ত্যাগের দ্বারা কখনই ত্যাগের যথার্থ ফললাভ করা যায় না।

৯। আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি কর্ত্তব্যপালনই—সাত্ত্বিক ত্যাগ; ইহাই আমার অভিপ্রায়।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥

[১০ অন্বয়ঃ। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ ছিন্নসংশয়ঃ মেধাবী ত্যাগী অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে ন অনুষজ্জতে।]

[১১ অন্বয়ঃ। দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং; যঃ তুঃ কর্ম্মফলত্যাগী সঃ তু ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।]

[১২ অন্বয়ঃ। অত্যাগিনাং প্রেত্য অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ভবতি; সন্ন্যাসিনাং তু ক্বচিৎ ন।]

১০। যিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ যাঁহার বিচারসিদ্ধ আত্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার সংশয়মুক্ত, যিনি মেধাবী অর্থাৎ যাঁহার সাধনলব্ধা প্রজ্ঞার স্মৃতি সতত দেদীপ্যমান যিনি সত্ত্বসমাবিষ্ট অর্থাৎ যাঁহার স্থিতি, গতি ও ক্রিয়াদি সমস্তই সাত্ত্বিকী এবং যিনি ত্যাগী অর্থাৎ আসক্তি ও ফলকামনামুক্ত হৃদয়ে মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন, এমন যে সাধক, তিনি অকুশল অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে ভোগস্বার্থহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অথচ ন্যায়ানুসারে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ কর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট, কিম্বা কুশল অর্থাৎ যাহাতে ভোগস্বার্থসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এরূপ কর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন না।

১১। শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে কেহই সক্ষম হন না। কর্ম্মের ফলকামনাকে যিনি ত্যাগ করেন, তিনিই ত্যাগী।

১২। কর্ম্মের শুভ, অশুভ ও মিশ্র এই তিনপ্রকার ফল অত্যাগী অর্থাৎ

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

[১৩ অন্বয়ঃ। হে মহাবাহো ! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে, সাংখ্যে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চ কারণানি মে নিবোধ।]

[১৪ অন্বয়ঃ। অধিষ্ঠানং, তথা কর্ত্তা, পৃথগ্বিধং করণং চ, বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ চ, অত্র দৈবম্ এব পঞ্চমং চ।]

কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের কোনপ্রকার কর্ম্মফলই নাই।

উক্ত সন্ন্যাসী অর্থে—মাত্র সন্ন্যাসবেশধারী কর্ম্মত্যাগাভিমানী বাহ্য সন্ন্যাসিগণ নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই যে কর্ম্মফলত্যাগী মহাত্মা কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন, এখানেও সেই সন্ন্যাসীর কথাই বলিতেছেন। দেহাভিমান ও কর্তৃত্বাভিমান না থাকিলে একজন জ্ঞানবান্ গার্হস্থ্যাশ্রমী সাধক ও যথার্থ সন্ন্যাসী।

১৩। হে মহাবীর ! সাংখ্যে অর্থাৎ 'অনেন সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে,' বা যাহার দ্বারায়, তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়, সেই বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম্ম সকলের যে পঞ্চবিধ কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর।

১৪। ১। অধিষ্ঠান অর্থাৎ জীবভাবের আশ্রয়রূপ ধাত্বেন্দ্রিয়যুক্ত এই শরীর, ২। কর্ত্তা অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান বা অহঙ্কার, ৩। পৃথক্ পৃথক্ করণ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, ৪। বিবিধ চেষ্টা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যরূপ আসুর এবং ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ ও সত্যরূপ দেববৃত্তিগণ, ৫। দৈব অর্থাৎ

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

[১৫ অন্বয়ঃ। নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ।]

[১৬ অন্বয়ঃ। তত্র এবং সতি, যঃ তু আত্মানাং কেবলং কর্ত্তারং পশ্যতি, অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ সঃ দুর্ম্মতিঃ ন পশ্যতি।]

[১৭ অন্বয়ঃ। যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি, ন হন্তি ন নিবধ্যতে।]

সর্ব্ব প্রতীতির কারণস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামী আত্মারূপী পরম দেবতা, এই পঞ্চপ্রকারের কারণ হইতেই কর্ম্মসকলের উৎপত্তি।

১৫। মনুষ্যগণ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যাহা কিছু সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করে, উক্ত পঞ্চপ্রকার কারণ হইতেই সেই সকল কর্ম্মের উৎপত্তি।

১৬। অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিবশে ঐ সকল কর্ম্মে 'আমিই করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান যে করে, সে মূঢ় ব্যক্তি আপনাকে জানে না অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব কিছুই বুঝে না।

১৭। 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান বা ভ্রান্তি যাঁহাতে নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত নহে অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' ইত্যাকারে শরীরের সহিত একীভূত নহে, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কাহাকেও হনন করেন না এবং কোন কর্ম্মফলের দ্বারাই আবদ্ধ হন না।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা
করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

[১৮ অন্বয়ঃ। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা ; করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।]

[১৯ অন্বয়ঃ। গুণসঙ্খ্যানে জ্ঞানং, কর্ম্ম চ, কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে ; তানি অপি যথাবৎ শৃণু।]

১৮। জ্ঞান অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয়পঞ্চের যে সম্বন্ধ, জ্ঞেয় অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়পঞ্চ ও জ্ঞাতা অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত চিৎ-ছায়া বা অহংজ্ঞানরূপী জীব, এই তিন হইতেই কর্ম্মের সূচনা ; কারণ, এই তিন ব্যতীত কর্ম্মের সম্ভাবনাই হইতে পারে না, এবং এই তিনের মধ্যে একটির অভাবে অন্য দুইটির অস্তিত্বই থাকে না ; এই তিনেই এক ও একেই তিন। সেই জন্যই এই তিনকে কর্ম্মের মূল কারণরূপে নির্দিষ্ট করিতেছেন, আর করণ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, চিত্ত, কর্ম্ম অর্থাৎ মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া এবং কর্ত্তা অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' ইত্যাকার অভিমান, এই তিন হইতেই কর্ম্মের সম্পাদন।

১৯। গুণব্যাখ্যামূলক শাস্ত্রে ত্রিগুণের ভেদানুসারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার যে প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাবান্তর সংঘটিত হইবার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

[২০ অন্বয়ঃ। যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু একম্ অব্যয়ম্ অবিভক্তং ভাবম্ ঈক্ষতে তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি।]

[২১ অন্বয়ঃ। পৃথক্ত্বেন যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্ নানা-ভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি।]

২০। ভিন্ন ভিন্ন ভূতসকলে অর্থাৎ জগতে জড় ও জীবরূপ যত অসংখ্য প্রকার ব্যষ্টিভাবসমূহ ক্রীড়া করিতেছে, সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানমূর্ত্তি সকলে যে ভেদমুক্ত এক অব্যয়ভাব বিদ্যমান, সেই পরমভাবটিকে যে জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারা যায় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

জগতের সমস্ত চঞ্চলভাবই যে এক অচঞ্চল সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে সেই সূত্রকে স্পর্শ করিতে হইলে অত্যুন্নত সাধনদৃষ্টির প্রয়োজন। সে সাধনদৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র ও জগদ্রূপ আবর্জ্জনামুক্ত হওয়া চাই। সেই পরম দৃষ্টিকেই ভগবান্ সাত্ত্বিক দৃষ্টি বলিতেছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহা বহু হইতে একত্বের দিকে লইয়া যায়, অর্থাৎ বহুত্বের তিরোভাব ঘটাইয়া একত্বের আবিষ্কার করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। জ্ঞান একত্বের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই শান্তিময় হইবে সন্দেহ নাই।

২১। পৃথকত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে শরীর বিশ্বাসে, 'আমি একজন', 'তুমি একজন', 'সে একজন', এবং 'আমার', 'তোমার' ও 'তাহার' ইত্যাদি সকলেরই আত্মা পৃথক্ ইত্যাকার ভ্রান্তিগ্রস্ততা হেতু, পরম আত্মভাব হইতে বিচ্যুত থাকিয়া সর্ব্বভূতেই পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবের আবিষ্কার যে জ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

[২২ অন্বয়ঃ। যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্ অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।]

সাত্ত্বিক জ্ঞান বহু হইতে একত্বের দিকে এবং রাজস জ্ঞান এক হইতে বহুত্বের দিকে লইয়া যায়। জগতে যত ভেদযুক্ত 'এক' আছে, তাহার মধ্য হইতে বহুত্বের আবিষ্কারই রাজস জ্ঞানের কার্য্য। এই রাজস জ্ঞান হইতেই এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্, ফটোগ্রাফ্ ইত্যাদি জাগতিক মঙ্গলময় বহু প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। এই রাজস জ্ঞানকেই 'জড় বিজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে। যদিও এই রাজস জ্ঞান খুবই সূক্ষ্মাগ্র ও নানাপ্রকার জাগতিক কল্যাণজনক বটে, তথাপি ইহা ভগবৎ-পথের বিপরীতধর্ম্মী, অশান্তিপূর্ণ, চাঞ্চল্যময়, সন্দেহ নাই।

২২। যাহা একটি কার্য্যে কৃৎস্নবৎ আবদ্ধ অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই শেষ ইহার অধিক আর যে কিছু আছে বা হইতে পারে এরূপ ধারণা রহিত যাহা অহৈতুকী অর্থাৎ কারণানুসন্ধানে বর্জ্জিত, যাহা অতত্ত্বার্থ অর্থাৎ কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতির এবং আবিষ্কারের চেষ্টা যাহাতে নাই, এইরূপ অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ জ্ঞানই, তামস জ্ঞান।

আমাদের দেশের কৃষক, শিল্পী, বণিক, ধনী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলেই প্রায় এই তামস-জ্ঞানবিশিষ্ট। সকলেই গতানুগতিক নিয়মের অনুগামী। যেমন হইয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণ করা মাত্রই কর্ত্তব্যের শেষরূপে অবধারিত আছে। কোন বিষয়েরই তত্ত্বাবগতি, অর্থাৎ ইহাতে কি কি আছে তাহা জানিবার চেষ্টা বা কেন এরূপ হইল তাহার কারণানুসন্ধান কিম্বা নূতন কোন বিষয়ের উদ্ভাবনের যত্ন কেহই প্রায় করে না। অন্যের কথা কি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ কি

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

[২৩ অন্বয়ঃ। অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।]

শাস্ত্রপণ্ডিতগণ, কি ইংরাজি ভাষাবিদ্‌গণ, সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কি প্রকারে দুইটা অধ্যাপক বিদায়ের নিমন্ত্রণ পাইব, কি প্রকারে বাক্‌কুহকে ভুলাইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিব, কি প্রকারে দুই বিঘা জমী ক্রয় করিতে পারিব, ইত্যাদি চেষ্টাতেই শাস্ত্রপণ্ডিতগণের বিদ্যা-শিক্ষা সফলীকৃত বা বিফলীকৃত হয়। ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই, চাকরি বা দাসত্ব কিম্বা ব্যবহারাজীবিত্ব বা উচ্চশ্রেণীর চক্ষে ধূলি-দানপটুতা ও রক্তশোষকত্বলাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল। ধনার্জ্জন ও আত্মীয়গণের সহিত ভোগসুখলাভ করাকেই ইহারা মানবজীবনের সফলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে একজন অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা সূত্রধর যদি এমন কোন একটা সামান্য যন্ত্রেরও আবিষ্কার করিয়া থাকে, যাহার দ্বারা সহজে ও শীঘ্রগতিতে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা সূত্রধর আমাদের উক্ত শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ সন্দেহ নাই। শিক্ষাভিমানী বাবুগণের বা পাণ্ডিত্যাভি-মানী অধ্যাপকগণের জ্ঞান তামস, কিন্তু ঐ অশিক্ষিত কর্ম্মকার বা সূত্রধরের জ্ঞান রাজস বটে। তামসাপেক্ষা রাজস যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সংশয় নাই।

২৩। ফলকামনামুক্তহৃদয়ে আসক্তি ও বিরক্তি বর্জ্জনকরতঃ অনাসক্তির সহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

[২৪ অন্বয়ঃ। পুনঃ কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্।]

[২৫ অন্বয়ঃ। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে, তৎ তামসম্ উচ্যতে।]

[২৬ অন্বয়ঃ। মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী, ধৃতি-উৎসাহসমন্বিতঃ, সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ, নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।]

২৪। 'আমি এই সমস্ত করিতেছি' ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোগ-কামনাসহ বহুমুখী চেষ্টার দ্বারা বাহুল্যভাবে যাহা করা হয়, তাহাকেই রাজস কর্ম্ম বলা যায়।

২৫। অনুবন্ধ অর্থাৎ যাহার ভাবী পরিণাম মোহবন্ধনদ্বারা আরও অধিকতররূপে জড়িত হয় মাত্র, ক্ষয় অর্থাৎ যে সকল কঠিনসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, হিংসা অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু জীবহত্যা সাধিত হইবে, পৌরুষ অর্থাৎ আমার কতটুকু সাধ্য, এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ অর্থাৎ আপনার প্রাধান্য প্রচারিত করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেই তামস কর্ম্ম বলা যায়।

২৬। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তহৃদয়, অনহংবাদী, অর্থাৎ

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

[২৭ অন্বয়ঃ। রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।]

[২৮ অন্বয়ঃ; অযুক্তঃ, প্রাকৃতঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ, নৈকৃতিকঃ, অলসঃ, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে।]

কর্ত্তৃত্বাভিমানমুক্ত, ধৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মধারণাময়ী স্মৃতি যাঁহার হৃদয়ে সতত জাগ্রত, উৎসাহান্বিত অর্থাৎ যিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে আলস্য বা কালবিলম্ব করেন না এবং কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় ব্যাপারেই যিনি অচঞ্চল, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

২৭। যে ব্যক্তি রাগী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফলপ্রেপ্সু অর্থাৎ ফলকামনা করিয়া ব্রত ও দানাদি সম্পাদন করে, হিংসাত্মক অর্থাৎ জীব-হত্যায় অকাতরহৃদয়, অশুচি অর্থাৎ পবিত্রভাববর্জ্জিত এবং সাংসারিক ইষ্ট-সমাগমে হর্ষান্বিত ও অনিষ্টাগমে শোকমোহিত, এইরূপ প্রকৃতিগ্রস্ত কর্ত্তাকেই রাজস কর্ত্তা বলা যায়।

২৮। যে ব্যক্তি অযুক্ত অর্থাৎ যাহার পরিণামদর্শনশক্তি অতি ক্ষীণ, প্রাকৃত অর্থাৎ পশুবৎ কামক্রোধাদি রিপুবাধ্য, স্তব্ধ অর্থাৎ অপ্রফুল্লচিত্ত, শঠ অর্থাৎ কুটিলহৃদয়, নৈকৃতিক অর্থাৎ কাহাকেও অপমানিত করিতে পারিলেই যে ব্যক্তি গর্ব্বিতভাবে হৃষ্ট হয়, অলস অর্থাৎ কর্ত্তব্যসম্পাদনে তৎপর নহে, বিষাদী অর্থাৎ সততই বিষণ্ণভাবগ্রস্ত, দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যখন হয় হইবে এইরূপ অনুৎসাহ ও আলস্যসহ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতি মৃদুগতি, এইরূপ প্রকৃতিগ্রস্ত কর্ত্তাকেই তামস কর্ত্তা বলা হয়।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

[২৯ অন্বয়ঃ। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ এব গুণতঃ ত্রিবিধং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং ভেদং শৃণু।]

[৩০ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ, কার্য্যাকার্য্যে, ভয়াভয়ে, বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী।]

[৩১ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ, কার্য্যং চ অকার্য্যম্ এব চ অযথাবৎ প্রজানাতি, সা রাজসী বুদ্ধিঃ।]

২৯। হে অর্জ্জুন! রজ, সত্ত্ব ও তম এই তিন প্রকারের গুণ-বিভাগানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন তিন প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা তোমাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

৩০। হে অর্জ্জুন! যে বুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্তবিবেকাত্মিকা মহাশক্তি, কোনটি প্রবৃত্তি অর্থাৎ কোনটি সকাম কর্ম্মমার্গ এবং কোনটি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম মোক্ষমার্গ ও কোনটি কার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত এবং কোনটি অকার্য্য অর্থাৎ যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা স্থির করিয়া দেয়, কোন কর্ম্মের পরিণাম যথার্থ ভয়যুক্ত এবং কোন কর্ম্মের পরিণাম যথার্থ অভয়যুক্ত, তাহা নিরূপণ করে এবং বন্ধনই বা কাহাকে বলে ও মুক্তিই বা কি—এই পরম তত্ত্বের রহস্যোদ্ধার করে, তাহাকেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলা যায়।

৩১। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি এবং কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্যই

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

[৩২ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ, সা তমসাবৃতা বুদ্ধিঃ তামসী।]

[৩৩ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী।]

বা কি, তাহা অযথারূপে নিরূপিত হয় অর্থাৎ চঞ্চলতাজন্য, যে বুদ্ধির পরিণামদর্শিনী শক্তি অল্প থাকা হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায় এবং ধর্ম্মার্জ্জনের যথার্থ মার্গ কোনটি, তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া ভিন্ন পথে গমন করে, তাহাই রাজসী বুদ্ধি।

৩২। হে পার্থ! যে বুদ্ধি তমসাবৃত অর্থাৎ যে বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, কোন বিষয়েই গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে না এবং সকল বিষয়েই বিপরীতভাবাপন্ন থাকিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করে, তাহাই তামসী বুদ্ধি।

৩৩। হে অর্জ্জুন! যোগে অর্থাৎ মুক্তসাধনে যে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়বিমুখী অচঞ্চলা ধৃতির অর্থাৎ ধারণাশক্তির দ্বারা মনের সঙ্কল্পবিকল্প, প্রাণবায়ুর অন্তঃ প্রবেশ ও বহির্গমনরূপ ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গণের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদিরূপ বিষয়প্রবৃত্তি একাকারে ভগবন্মুখী হয়, অর্থাৎ যখন কোনপ্রকার প্রকৃতিচাঞ্চল্যই প্রজ্ঞারূপিণী আত্মস্থিতিকে চঞ্চল করিতে না পারে, সেই ব্রহ্মধারণাময়ী ধৃতিকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা যায়। (এ সকল রহস্য পরম সাধনগম্য)।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

[৩৪ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী, হে অর্জ্জুন! সা ধৃতিঃ রাজসী।]

[৩৫ অন্বয়ঃ। হে পার্থ! দুর্ম্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং, ভয়ং, শোকং, বিষাদং, মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি; সা ধৃতিঃ তামসী।]

[৩৬।৩৭ অন্বয়ঃ। হে ভরতর্ষভ! ইদানীং তু ত্রিবিধং সুখং মে শৃণু, যত্তৎ অগ্রে বিষম্ ইব, পরিণামে অমৃতোপমং; যত্র অভ্যাসাৎ রমতে দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং।]

৩৪। পুণ্য, ধন ও ইন্দ্রিয়সুখভোগই যাহার সর্ব্বস্ব এবং যাহা সতত ফলকামনাসহ আসক্তিময়ী, সেই বিষয়মুখী ধারণাশক্তিকেই রাজসী ধৃতি বলা যায়।

৩৫। হে অর্জ্জুন! নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণতা ও গর্ব্ব এই সকল জ্ঞানবিমুখী ভাবসমন্বিতা যে ধারণা মন্দস্বভাব লোকের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাকেই তামসী ধৃতি বলা হয়।

৩৬।৩৭। হে অর্জ্জুন! এইবার আমি তোমাকে তিনপ্রকার গুণানুসারে সুখের তিনপ্রকার ভেদ বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

[৩৮ অন্বয়ঃ । বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং, পরিণামে ,তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং ।]

[৩৯ অন্বয়ঃ । যৎ নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং সুখং অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং, তৎ তামসম্‌ উদাহৃতং ।]

[৪০ অন্বয়ঃ । পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ ।]

প্রথমে বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে সুধাময় এবং দৃঢ় অভ্যাসযোগরূপ অন্তর্মুখী সাধনের দ্বারা, যে ব্রহ্মসংস্পর্শময়ী পরমা তৃপ্তি হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সেই আত্মতৃপ্তিজাত যে শান্তিময় পরম সুখ, তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলা হয় ।

৩৮ । শব্দাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধজনিত যে ইন্দ্রিয়-ভোগসুখ, যাহাকে প্রথম অবস্থায় সুধার মত জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার পরিণামফল বিষবৎ জ্বালাময়, তাহাকেই রাজস সুখ বলা যায় ।

৩৯ । যে সুখ নিদ্রা, আলস্য ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালন হইতে উদ্ভূত হয় এবং যাহার আরম্ভ ও শেষ বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ যাহার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়েরই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত না হইয়া কেবল ভোগকে লইয়াই থাকিতে চায়, তাহাকেই তামস সুখ বলা যায় ।

৪০ । পৃথিবীলোকে বা অন্য লোকে এবং দেবলোকেও এমন কিছুই

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

[৪১ অন্বয়ঃ। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি।]

[৪২ অন্বয়ঃ। শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং এব চ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম।]

নাই, যাহা উক্ত তিনপ্রকার গুণক্রিয়া হইতে মুক্ত, অর্থাৎ ত্রিগুণের ক্রিয়া একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থ ই এই ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন

৪১। হে অর্জ্জুন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য পৃথক্ পৃথক্ যে কর্ম্মবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪২। শম অর্থাৎ চিত্তমনের অন্তর্ম্মুখী বা ভগবন্মুখী প্রশান্তভাব, দম অর্থাৎ কর্ণত্বগাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বাহিত শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চের সহিত ভগবদ্ভাবের একত্র সমাবেশ, তপ অর্থাৎ সপ্তদশাধ্যায়ে বর্ণিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক নিয়মরক্ষা, শৌচ অর্থাৎ শরীর ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা অর্থাৎ শক্তিসত্ত্বেও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানে ক্ষান্ত হওয়া, আর্জ্জব (সারল্যরক্ষা), জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিচারসিদ্ধ পরোক্ষ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ সাধনদ্বারা লব্ধ স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ অধ্যাত্ম জ্ঞান, আস্তিক্য অর্থাৎ যাবতীয় অস্তিভাবেই ভগবদ্বিকাশ দর্শন, এই সকল

কর্ম্মই ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। (ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একই—অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই কর্ম্ম)।

এই স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল গুণ যাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি জাতিব্রাহ্মণ না হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে এবং যাঁহাতে এই সকল গুণ লক্ষিত না হইবে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য কি না? নিশ্চয়ই যোগ্য; কারণ গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যখন বর্ণবিভাগপ্রথা স্থাপিত হইয়াছে, (ইহাই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অভিব্যক্তি) তখন ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্ম যাঁহাতে লক্ষিত হইবে, তিনি অন্য জাতি হইলেও, যথার্থ ব্রাহ্মণরূপে পূজা পাইবার যোগ্য, এবং যাঁহাতে ইহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইবে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও অব্রাহ্মণরূপে পূজাপ্রাপ্তির অযোগ্য, ইহাতে আবার সংশয় কি? মনু বলিয়াছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্"

অর্থাৎ 'গুণকর্ম্মানুসারে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে।' আবার বলিতেছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

অর্থাৎ 'যে দ্বিজ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত হইলেন, তিনি এই জীবনেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।' অত্রি বলিতেছেন—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই বুঝে না, অথচ 'আমি ব্রহ্মসূত্র (উপবীত) ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমি ব্রাহ্মণ, ইত্যাকার গর্ব্ব করে, সে পশুমাত্র।' গৌতম বলিয়াছেন—

"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

[৪৩ অন্বয়ঃ। শৌর্য্যং, তেজঃ ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং, দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম।]

'হে রাজন্! জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই পূজ্য হয় না, গুণরাজিই পূজা পাইবার যোগ্য। জাতিতে চণ্ডালও যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মসাধন-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের কথা কি, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করেন।'

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মচর্য্যায়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে"

'ধর্ম্মাচরণের দ্বারা নিকৃষ্টবর্ণ ক্রমে উচ্চ বর্ণে পরিণত হয়।'

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥"

দ্বিজাতিগণ সকলেই প্রথমে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, পরে উপবীত গ্রহণকরতঃ ত্রিসন্ধ্যাদি সাধনকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে দ্বিজপদবাচ্য হয়, তাহার পরে শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা প্রকৃত বিপ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং অবশেষে ব্রহ্মবিষয়ে সাধনদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভকরতঃ প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে বরিত হয়।

৪৩। শৌর্য্য (বীরত্ব), তেজ (ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্যসম্পাদনে অকুণ্ঠিত সাহসিকতা), ধৃতি (এই ১৮শ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকে বর্ণিত সাত্ত্বিকী বা রাজসী ধারণাশক্তি), দান (১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত সাত্ত্বিক বা রাজস দান), ঈশ্বরভাব (নিজ প্রভুশক্তি রক্ষা করিবার ——— চেষ্টা ও সহিষ্ণুতা), এই সকলই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

[৪৪ অন্বয়ঃ। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যং কর্ম্ম ; শূদ্রস্য অপি পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম স্বভাবজং।]

[৪৫ অন্বয়ঃ। স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে, স্বকর্ম্ম-নিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু।]

৪৪। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতিবর্ণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ বেতন লইয়া কর্ম্মসম্পাদন বা দাসত্ব শূদ্রের স্বভাবগত কর্ম্ম।

এখন গুণকর্ম্মদ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে জাতি নির্দ্ধারণ অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারদৃষ্টিসহ দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে অধিকাংশই শূদ্রভাবাপন্ন। যুগধর্ম্মের গুণে সকলেই প্রায় ভ্রষ্টাচার ও যথেচ্ছ ব্যবহারসম্পন্ন। কিন্তু অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি মাত্র উপবীতধারী গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ অনায়াসেই বলিয়া ফেলেন যে, "এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি আর নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য লোপ পাইয়াছে।" তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং শূদ্রেরও অধম এবং যেমন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নাই, তেমনি ব্রাহ্মণও নাই। সমাজের কি শোচনীয় অধঃপতন! যে একজন পাউরুটিবিক্রেতা পশু-ব্রাহ্মণও অনায়াসেই একজন সুশিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্জ্ঞান-সম্পন্ন, চরিত্রবান্ কায়স্থ সন্তানকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, এবং জাতিসম্বন্ধে উচ্চরূপে গৃহীত হইতেছে।

৪৫। লোকে নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

[৪৬ অন্বয়ঃ। যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ, যেন ইদং সর্ব্বং ততং, মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি।]

পারে (কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অন্য বর্ণে পারে না, তাহা নহে। সকল বর্ণেরই মোক্ষলাভের অধিকার আছে। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাদের মুক্তিলাভের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই হইবে না। সকলেই সদ্‌গুরুর নিকটে জ্ঞানলাভকরতঃ সাধনমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগিরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণকেও ঐরূপেই সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, নতুবা কেবল মাত্র জাতিব্রাহ্মণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না—সকলকেই যোগ্য হইতে হইবে)। নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সকলেই যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

৪৬। যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতভাবের অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ জগদ্ভাবের উৎপত্তি এবং যাঁহার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগদ্ভাবেরই অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষিস্বরূপ সমভাবে বিদ্যমান, নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠানসহ তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে অর্থাৎ পরম নৈষ্কর্ম্যযোগরূপ সাধনদ্বারা ভক্তিসহ সেই পরম একম্ অদ্বিতীয়ং পুরুষকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে অবশ্যই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, মূর্ত্তিধ্যান, জপক্রিয়া বা প্রাণায়ামাদি সাধনরূপ হঠযোগদ্বারা মুক্তিলাভ হইবে না। যদিও সাধনের বাল্যাবস্থায় ঐ সকল ব্যাপার অপ্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু পরমাগতিলাভ করিতে হইলে মাত্র ঐ সকলের দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবদ্বিষয়ে বিচারসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়া হৃদয়ের অবিচলিতা ভক্তিসহ সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত মার্গে সাধন করিতে

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

[৪৭ অন্বয়ঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্; স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি।]

করিতে ক্রমে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যযোগগম্য সেই সমরূপী পরম পুরুষকে আশ্রয় করিতে হইবে। কি ব্রাহ্মণজাতি, কি ক্ষত্রিয়জাতি, কি বৈশ্যজাতি, কি শূদ্রজাতি, সকলকেই ঐ পন্থার অনুগমন করিতে হইবে। সামাজিক জাতিগত তারতম্যের দ্বারা সে বিষয়ে কোন প্রকার সুলভত্ব বা দুর্লভত্ব সাধিত হইবে না। আরও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সামাজিক শাসনে বাধ্য হইয়া কেহ না হয় বিষ্ণুপূজা করিতে পাইল না, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি যথার্থ বৈরাগ্যসহ জ্ঞানভক্তিপূর্ণহৃদয়ে ভাগবতী শান্তিলাভার্থ সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলে সামাজিক শাসন তাহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। সে না হয় বিষ্ণুশিলাই স্পর্শ করিতে পারিল না, কিন্তু যাঁহার নিকটে সকলেই সমান, যিনি সকলের মধ্যেই আত্মারূপে বিদ্যমান এবং যাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যে একটি নগণ্য বালুকণা ও প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল একই প্রকার, সেই মহামহান্ অদ্বিতীয় পুরুষ তাঁহার পরমানন্দময় শান্তিশীতল ক্রোড়ে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছেন। সে ব্যক্তি চর্ম্মকারই হউক, মাংসবিক্রেতাই হউক বা বিষ্ঠাভারবাহী চণ্ডালই হউক, তাহার স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার ভগবদ্প্রাপ্তিবিষয়ে কোন বাধাই প্রদান করিবে না। সে ব্যক্তি একজন পণ্ডব্রাহ্মণেরও বাটীর দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে না বটে, কিন্তু সেই সমরূপী পরম দেবতা তাহার জন্য শান্তি-শীতল পরমানন্দময় বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছেন। অতএব নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

৪৭। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা দোষাশ্রিত নিজধর্ম্ম শ্রেয়ো-

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

[৪৮ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! সহজং কর্ম্ম সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ; হি ধূমেন অগ্নিঃ ইব, দোষেণ সর্ব্বারম্ভাঃ আবৃতাঃ।]

জনক। স্বভাবগত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পাপলিপ্ত হইতে হয় না। (তৃতীয়াধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

৪৮। হে অর্জ্জুন! সহজ বা সহজাত অর্থাৎ পূর্ব্বজীবনের গতি অনুযায়ী যে ফল সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে এবং সেই ফলানুরূপ যে প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখদুঃখভোগ করিতে হইবে, সেই স্বভাবগত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিতে তাহা নীচকর্ম্ম হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার দ্বারা ভাগবতী সিদ্ধিলাভে কোন বাধাই উপস্থিত হইবে না। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মই দোষাশ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতির জন্য যে সকল স্বভাবগত কর্ত্তব্য-পালনের উপদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার পালন একবারে পূর্ণ দোষমুক্তরূপে করিতে কেহই পারিবেন না। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য সকলেরই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন না কোন প্রকার ত্রুটি হইয়া পড়িবেই নিশ্চয়। কোন প্রকার দোষই স্পর্শ করিতে পারিবে না, এরূপভাবে কর্ম্ম-সম্পাদন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সকলের কর্ম্মই দোষাশ্রিত হইল তাহা হইলে আমার এ কর্ম্ম দোষাশ্রিত এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ স্বভাবগত জাতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। একজন গঙ্গাস্নায়ী, ব্রতাচারী, তিলকসেবী শূদ্রসংস্পর্শবর্জ্জী অথচ স্বার্থবলে অনায়াসেই ন্যায়, সত্য ও সারল্যের মস্তকে পদার্পণ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত নহেন, এরূপ জাতিব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সরলস্বভাব

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

[৪৯ অন্বয়ঃ। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি।]

ভক্তিপরায়ণ, সত্যবাদী অতিশূদ্রেরও ভগবৎপথের পথিক হইয়া পরমা গতি-লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে অনেক অধিক, নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা ব্যতীত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। স্বভাবগত কর্ম্ম, সঙ্কীর্ণ অনুদার দৃষ্টিতে যতই নীচরূপে পরিগণিত হউক না, যদি তাহা ন্যায়, সত্য ও সারল্য হইতে বর্জ্জিত না থাকে, তাহা হইলে ভগবানের দৃষ্টিতে তাহাই যে সৎকর্ম্মরূপে গৃহীত হইবে, তাহাতে আবার সংশয় কি ?

৪৯। যিনি সকল বিষয়েই অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমার' 'আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তিমুক্ত, জিতাত্মা অর্থাৎ আপনার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে যিনি বাহিরের কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতেও ভগন্ময় করিয়া রাখিতে সক্ষম বা দৃঢ় অভ্যাসযোগের দ্বারা ভাগবতী দৃষ্টিরক্ষা স্বতঃসিদ্ধরূপে যাঁহার স্বভাব-গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিগতস্পৃহ অর্থাৎ ভোগবিষয়ে একটা স্বাভাবিকী অনাস্থা যাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ উচ্চ সাধকই সন্ন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয় হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চকে বাহির করিয়া দিয়া প্রশান্ত ব্রহ্মভাবে হৃদয়কে পূর্ণকরণরূপ মহাত্যাগযোগের দ্বারা সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ যে অবস্থায় অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের ক্রিয়ারূপ প্রকৃতিচাঞ্চল্য অপসৃত হওয়াতে, এক পরমানন্দময় শান্তিপূর্ণ তাদাত্ম্য বা ব্রহ্মকারাকারিত্বলাভ হয়, সেই পরমাসিদ্ধি বা সাফল্যকে প্রাপ্ত হন।

সমাজে ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন বা যে জাতিই হউন না কেন, ঐরূপ সাধনসিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে মাত্র আভিজাত্যের দ্বারা কিছুই

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

[৫০ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা, তথা সমাসেন এব মে নিবোধ।]

[৫১ অন্বয়ঃ। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ শব্দাদীন বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ চ ব্যুদস্য।]

[৫২ অন্বয়ঃ। বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্কায়মানসঃ, নিত্যং ধ্যান-যোগপরঃ, বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।]

করিতে পারিবেন না। সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের দ্বারা আপনাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে গঠিত করিতে হইবে।

৫০। সিদ্ধপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্মলাভ করেন এবং যে ব্রাহ্মী-গতিপ্রাপ্তিই জ্ঞানার্জনের চরম ফল, তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি ; তুমি এই তত্ত্বকে বুঝিতে চেষ্টা কর।

৫১। যিনি সতত নির্মল বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি 'আমি এই শরীর এবং এই সমস্ত আমার' ইত্যাকার ভ্রান্তধারণা হইতে মুক্ত, যাঁহার সাত্ত্বিকী ধারণাশক্তি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহকে অন্তর্মুখী রাখিয়াছে সুতরাং শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়চাঞ্চল্য যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না এবং কোন বিষয়ে অনুরক্তি বা বিরক্তি যাঁহার নিকট হইতে অপসৃত, তিনিই ব্রহ্মলাভ করেন।

৫২। যিনি বিবিক্তসেবী অর্থাৎ সংসারাসক্ত বিষয়ী লোকের সঙ্গ হইতে

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

[৫৩ অন্বয়ঃ । অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং বিমুচ্য, নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।]

[৫৪ অন্বয়ঃ । ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ।]

যিনি দূরে থাকিতে ভালবাসেন, লঘ্বাশী অর্থাৎ পরিমিতরূপে সাত্ত্বিক লঘু আহার যিনি করেন, যাঁহার বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত, এবং যিনি বৈরাগ্যসহ সতত ভগবদ্ভাবযুক্ত, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ।

৫৩ । অহঙ্কার অর্থাৎ 'কর্ম্মসকল আমিই করিতেছি' ইত্যাকার ভ্রান্ত অভিমান, বল (পরপীড়নে নিযুক্ত রাজস বল), দর্প (গর্ব্বিত ভাব), কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহকে অর্থাৎ ভোগের উপকরণ সমূহের সংগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি মমতাভিমানমুক্তহৃদয়ে প্রশান্তচিত্ত, তিনিই ব্রাহ্মী-স্থিতিকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ।

৫৪ । যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মধারণাময়ী নৈষ্কর্ম্মাসিদ্ধিলাভ করিয়া যে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া রহিয়াছেন এবং সেই নির্ম্মল ব্রহ্মভাবে পূর্ণ থাকা জন্য যাঁহার হৃদয় সততই প্রসন্ন, এমন সাধক সর্ব্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে ও আপনাকে একীভূত করিয়া আমার সর্ব্বোত্তমা ভক্তিকে প্রাপ্ত হন ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

[৫৫ অন্বয়ঃ। ভক্ত্যা মাং যাবান্ যঃ চ অস্মি, তত্ত্বতঃ অভিজানাতি; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা, তদনন্তরং [মাং] বিশতে।]

৫৫। সেই পরমা ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তির বিকাশ বাহিরের কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের—যেমন বিগ্রহাদির সেবা, পূজা ইত্যাদিরূপ অধমাধিকারীর যোগ্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয় না, কিন্তু যাহা নির্ম্মল জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকারে সেই সর্ব্বাধাররূপী পরম পুরুষের দিকে নিষ্কামভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই বিশ্বগ্রাসিনী অনুরক্তির দ্বারা আমি যাহা এবং আমার স্থিতি যেরূপ,—সেই পরম তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই তত্ত্বকে সাক্ষাৎ ভাবে আত্মগত করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ আপনার দেহাভিমানযুক্ত ব্রহ্মাকারাকারিত অভিমানকে সেই পরমানন্দময় শান্তিসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়।

এ সকল সাধনরহস্য বাক্যে প্রকাশিত হইবার নহে। সদ্গুরুর উপদেশানুসারে সাধনের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিলে, এই সকল পরমানন্দময় রহস্য আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। আর ভগবান্ এখানে যে পরা ভক্তির উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই সর্ব্বোত্তমা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছেন যথা—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

যিনি সর্ব্বভূতেই আত্মার ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

[৫৬ অন্বয়ঃ। সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি।]

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ
প্রেম মৈত্রী কৃপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।

যাঁহার ভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ গ্রাহ্য না করা, এই সকল গুণ আছে তিনি মধ্যম ভক্ত।

"অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।

ভগবানের একটি কাল্পনিক মূর্ত্তি গঠিত করিয়া যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত সেই শ্রীমূর্ত্তির সেবাকার্য্য যিনি সম্পাদন করেন এবং উক্ত মধ্যমাধিকারীর ন্যায় অন্য ভক্তের সহিত প্রণয়, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা বা বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাদি লক্ষণসকল যাঁহাতে প্রকাশ পায় না, তিনিই অধম ভক্ত।

৫৬। যদি কেহ উক্তপ্রকারে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ যদি পরা ভক্তির সহিত আমার পরম ভাবকে হৃদয়স্থ রাখিতে পারে, তাহা হইলে সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়াও অর্থাৎ সামাজিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাহা নীচ কর্ম্মই হউক বা উচ্চ কর্ম্মই হউক, স্বীয় স্বভাবগত সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়াও আমার কৃপাতে সেই অপরিণামী অনাদি পদকে প্রাপ্ত করেন।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

[৫৭ অন্বয়ঃ। বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য, মৎপরঃ (সন্) চেতসা সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য, সততং মচ্চিত্তঃ ভব।]

[৫৮ অন্বয়ঃ। মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি; অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি, বিনঙ্ক্ষ্যসি।]

৫৭। জ্ঞানযোগাশ্রয়ে তোমার আত্মভাবকে আমার ভাবে সংযুক্ত করিয়া আমিময় অর্থাৎ ভগবন্ময় হও; তাহার পর সেই ভগবন্ময়ী নির্ম্মলা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আমার ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাক।

ভগবানে কর্ম্মার্পণ যে কতদূরের কথা, তাহা এই শ্লোকে ভগবান্ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্পরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই; আপনা হইতেই কর্ম্মসকল ভগবানে অর্পিত হইয়া পড়ে। কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্প হইলেই কর্ম্ম আর ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, মাত্র "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" রূপ বৃথা অভিনয়ে পরিণত হয় মাত্র।

৫৮। ঐরূপে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপকে হৃদগত করিতে পারিলে, আমার কৃপাদৃষ্টিহেতু, সমস্ত দুর্গ অতিক্রম করিবে অর্থাৎ ভগবৎ-পথের যত কিছু মায়াময় বাধা আছে, সেই বাধাসকল কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না—হয়ত তাহারা অপসৃত হইয়া যাইবে, নচেৎ তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না; আর যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানে অন্ধ হইয়া আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ঘোর আত্মাবনতিরূপ পরিণামকে প্রাপ্ত হইবে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

[৫৯ অন্বয়ঃ। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য 'ন যোৎস্যে' ইতি যৎ মন্যসে, তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যৈব, প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।]

[৬০ অন্বয়ঃ। হে কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ অপি তৎ করিষ্যসি।]

[৬১ অন্বয়ঃ। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ মায়য়া সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি ইব ভ্রাময়ন্, সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।]

৫৯। 'আমিই সমস্ত করিতেছি' ইত্যাকার অহঙ্কার বৃত্তিদ্বারা নিযুক্ত হইয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই যে সঙ্কল্প করিতেছ, তাহা মিথ্যা, কারণ বলবতী প্রকৃতি তোমাকে অবশভাবে বাধ্য করিয়া যুদ্ধ করাইবেই করাইবে।

৬০। হে অর্জ্জুন! মোহবশে অন্ধ হইয়া তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবগত নিজ কর্ম্মের দ্বারা অবশভাবে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয় মহাবীরপুরুষ, যুদ্ধই তোমার স্বভাবগত কর্ম্ম এবং তাহাতেই তুমি অভ্যস্ত, সুতরাং তোমার নিজ প্রকৃতি তোমাকে এই ধর্ম্মযুদ্ধে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে দিবে না; এখনই একটা কারণকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে যে, তুমি অবশভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে

৬১। হে অর্জ্জুন! আত্মারূপী পরম পুরুষ সকলের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহারই মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া সমস্ত জীবই যন্ত্রারূঢ়বৎ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

[৬২ অন্বয়ঃ। হে ভারত! সর্ব্বভাবেন তম্ এব শরণং গচ্ছ; তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং, শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি।]

[৬৩ অন্বয়ঃ। ইতি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতম্, এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু।]

[৬৪ অন্বয়ঃ। সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু, মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি, ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি।]

অর্থাৎ নাগরদোলা নামক যন্ত্রে আরোহণ করিয়া লোকে যেরূপ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপে এই সংসারচক্রে ঘুরিতেছে।

এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইবার শক্তি তোমার এখনও হয় নাই। বৈরাগ্যমূলক জ্ঞানযোগাশ্রয়ে সেই পরম পুরুষকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে তবে তাঁহার কৃপায় এই চক্র হইতে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। এখন কর্ত্তব্য-পালন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাক।

৬২। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও; তাঁহার কৃপাতেই পরমাশান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

৬৩। এই আমি তোমাকে অতি গুপ্ত বিষয়সকল বলিলাম; এক্ষণে সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহাই কর।

৬৪। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য আমি পুনরায় তোমাকে অতি গুপ্ততম বিষয় বলিতেছি, যাহাতে তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

[৬৫ অন্বয়ঃ। মন্মনা, মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, মাম্ এব এষ্যসি, অহং তে প্রতিজানে, মে প্রিয়ঃ অসি।]

[৬৬ অন্বয়ঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।]

৬৫। মনকে আমাতেই রাখ, আমিই তোমার যজ্ঞস্বরূপ যেন হই অর্থাৎ আমার পরম ভাবের স্মৃতিকে সতত জাগ্রত রাখা এবং সেই স্মৃতির সহিত সমস্ত কর্ত্তব্যসম্পাদনই তোমার যজ্ঞকর্ম্ম হউক, আমাতেই নিষ্কামা অবিচলিতা ভক্তিস্রোত ঢালিয়া দাও; তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয়। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য ও সখা, আমি তোমার নিকটে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম।

৬৬। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম অর্থাৎ বারব্রতাদিরূপ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান, যাহাকেই অজ্ঞান নরনারীগণ ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া জানে, সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভেদমুক্ত আমার যে এক অদ্বিতীয় স্বরূপ, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর অর্থাৎ সাধনদ্বারা হৃদ্গত কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব; তুমি বিষাদগ্রস্ত থাকিও না।

[এইস্থানে অর্জ্জুন যদি উত্তর করিতেন যে, "হে বিভো! আপনার একম্ অদ্বিতীয়ং পরম স্বরূপকে গ্রহণ করিতে পারিলে, আপনার আর কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিত্রাণ করিতে হইবে কেন? তাহা হইলে আমি যে

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

[৬৭ অন্বয়ঃ। ইদং তে ন অতপস্কায়, ন অভক্তায়, ন চ অশুশ্রূষবে কদাচনং বাচ্যং, ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি।]

[৬৮ অন্বয়ঃ। যঃ ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি, সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা, মাম্ এব অসংশয়ঃ এষ্যতি।]

আপনি পরিত্রাণলাভ করিব।" যাহা হউক, ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আপনাকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও সাধনদ্বারা উন্নত করিতে না পারিলে, কিছুই হইবে না। ইতি প্রকাশক।]

৬৭। এই যে গীতারূপ মহা উপদেশ আমি তোমাকে দান করিলাম, ইহারি পরম ভাবার্থ, যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যাদ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ না করিয়াছে, তাহাকে বলিও না, যাহাতে নিষ্কামা ভগবদানুরক্তি বা সাত্ত্বিকী ভক্তি নাই, তাহাকে বলিও না, যে ব্যক্তি গুরুসেবা পরায়ণ নহে, তাহাকেও বলিও না এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে একজন সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে ও আমার বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহে, তাহাকেও বলিও না।

৬৮। যে ব্যক্তি আমার যথার্থ ভক্ত অর্থাৎ আমার প্রতি যাহার নিষ্কাম ভালবাসার স্রোত স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রবাহিত, এরূপ ব্যক্তিকে যিনি আমার এই গীতারূপ মহাবাক্যসকলের নিগূঢ় ভাবার্থ বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমার প্রতি পরমা ভক্তি প্রকাশ করিবেন ও আমার কৃপাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

[৬৯ অন্বয়ঃ। মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন, তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা।]

[৭০ অন্বয়ঃ। যঃ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদং অধ্যেষ্যতে চ, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্, ইতি মে মতিঃ।]

[৭১ অন্বয়ঃ। যঃ নরঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ শৃণুয়াৎ অপি চ, সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।]

৬৯। এই মনুষ্যলোকে তাঁহাপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহই নাই এবং হইবেও না।

৭০। যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠমাত্রও করিবেন (সদ্গুরুর নিকট হইতে ইহার সার মর্ম্ম অবগত হইবার সৌভাগ্য যদি তাঁহার না ঘটে, অথচ শ্রদ্ধার সহিত যদি পাঠমাত্রও করিতে পারেন), তাহা হইলে সেই পাঠই তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞরূপে পরিণত হইবে এবং আমি সেই পঠনরূপ পূজাদ্বারা অর্চ্চিত হইতে থাকিব। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

৭১। যে ব্যক্তি (যাহার পাঠ করিবারও ক্ষমতা নাই এরূপ ব্যক্তিও) বিদ্বেষমুক্তহৃদয়ে অর্থাৎ ইহা ভগবানের বাক্য এইরূপ বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণমাত্রও করেন, তিনি পুণ্যকর্ম্মিগণের প্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হন।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

[৭২ অন্বয়ঃ। পার্থ! একাগ্রেণ চেতসা এতৎ ত্বয়া শ্রুতং কচ্চিৎ? হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ?]

[৭৩ অন্বয়ঃ। অর্জ্জুন উবাচ, হে অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, স্মৃতিঃ ময়া লব্ধা, গত সন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি, তব বচনং করিষ্যে।]

[উক্ত ৪টী শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার যে মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, তাহাপেক্ষা আবার অধিক মাহাত্ম্য যে কি হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে। নিষ্কামা ভক্তি, নির্ম্মল বিজ্ঞান ও জ্ঞানময় কর্ম্ম-যোগের আধারস্বরূপিনী গীতার সকাম-ফলপ্রকাশক মাহাত্ম্য রচনার দ্বারা গীতার মাহাত্ম্যকে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে কি খর্ব্বিত করা হইয়াছে, তাহাই আমরা স্থির করিতে পারি না। ইতি প্রকাশক।]

৭২। হে পার্থ! এ পর্য্যন্ত তোমাকে যে সমস্ত উপদেশবাক্য বলিলাম, সে সকল কি তুমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিলে? তোমার অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তধারণা নষ্ট হইয়াছে ত?

৭৩। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি নাশ পাইয়াছে, সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে এবং আমার লুপ্তপ্রায় অধ্যাত্মজ্ঞানের স্মৃতি আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। এইবার আমি তোমার আদেশ পালন করিব।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

[৭৪ অন্বয়ঃ। সঞ্জয় উবাচ, অহম্ ইতি মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমম্ অদ্ভুতং রোমহর্ষণং সংবাদম্ অশ্রৌষম্।]

[৭৫ অন্বয়ঃ। ব্যাসপ্রসাদাৎ, অহম্ ইমং পরং গুহ্যং যোগং, সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্।]

[৭৬ অন্বয়ঃ। হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমম অদ্ভুতং পুণ্যং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি।]

৭৪। সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেবের ও অর্জ্জুনের ঐ সকল অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি উত্তমরূপে শুনিয়াছি।

৭৫। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় আমি এই পরম গোপনীয় অদ্ভুত যোগরহস্য সর্ব্বযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে শুনিয়াছি।

৭৬। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পবিত্র কথোপকথন যতই স্মরণ করিতেছি, ততই মুহুর্মুহুঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছি।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥
যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেয়ং শ্রীগীতা।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

—:•:—

[৭৭ অন্বয়ঃ। হে রাজন্! হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ, পুনঃ পুনঃ চ হৃষ্যামি।]

[৭৮ অন্বয়ঃ। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থঃ ধনুর্দ্ধরঃ তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ মম মতিঃ।]

৭৭। হে মহারাজ! শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ যতই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, ততই পুনঃপুনঃ আনন্দে উৎফুল্ল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।

৭৮। হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, জয়, উন্নতি ও অবিচলিত ধর্ম্মরক্ষা সে পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গীতামাহাত্ম্যম্।

—:•:—

ঋষিরুবাচ। গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ। পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥ অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ। তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥ সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।

১। শৌনক কহিলেন হে সূত! নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব যে গীতামাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর! ২। সূত কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা অতি গুপ্তবিষয় এবং এই গীতার মাহাত্ম্য সম্যক্রূপে বর্ণনা করিতে কেই বা সমর্থ হয়? ৩। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ইহার মাহাত্ম্য সমস্ত জানেন; তাহার পর অর্জ্জুন, বেদব্যাস, শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক রাজর্ষি কিছু কিছু জানেন। ৪। অন্যান্য সকলে ইহা শ্রবণ করিয়া, কিছু কিছু মহিমাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমিও মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট যৎকিঞ্চিৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করি। ৫। উপনিষৎসমূহ গাভিস্বরূপ, অর্জ্জুন বৎস এবং গীতাই দুগ্ধ। গোপালনন্দন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নির্ম্মলান্তঃকরণ সাধকগণের জন্য এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ৬। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবান্, অর্জ্জুনের সারথ্যকর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৭। যিনি এই ঘোর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তিনি এই গীতারূপ তরণী-

গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥ যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্। ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয় ॥৯॥ গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ। ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥১০॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তি-সমুচ্ছ্রিতৈঃ। ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি ॥১১॥ সাধো-গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্। শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২॥ গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩॥ তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪॥ গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥১৫॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥১৬॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি

যোগে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ৮। সর্ব্বদা অভ্যাসযোগসহ, গীতাবর্ণিত জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের প্রয়াস পায়, সে ব্যক্তি বালকেরও উপহাসের যোগ্য। ৯। যাঁহারা দিবারাত্রি গীতা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, দেবতা। ১০। শ্রীভগবান্, এই গীতাশাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সগুণ ভক্তিতত্ত্ব ও নির্গুণ জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ। ১১। গীতার ভক্তিমুক্তিসমন্বিত অষ্টাদশাধ্যায়রূপ সোপানাবলির দ্বারা, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মাদিযোগলাভকরতঃ ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয়। ১২। গীতারূপ সরোবরে স্নান করিতে করিতে সংসারাসক্তিরূপ ক্লেদ ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন লোকের স্নান, হস্তীস্নানবৎ বৃথা হয়। ১৩। যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিতে ও পঠন করাইতে না জানে, মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্মই বৃথা। ১৪। গীতার পঠন-পাঠন যে ব্যক্তি না জানে, তাহাপেক্ষা অধম আর কেহই নাই; তাহার মনুষ্য শরীর ধারণে, জ্ঞানে ও কুল-শীল-মানে ধিক্। ১৫। গীতার পরমার্থ না জানিলে সে ব্যক্তি সর্ব্বাধম; তাহার শরীর, মঙ্গল, ঐশ্বর্য্য ও সংসারাশ্রম, সকলেই ধিক্। ১৬। গীতাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নরাধমের প্রারব্ধ, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান ও মহত্ত্ব, সকলেই ধিক্।

সর্ব্বংস্তন্নিষ্ফলং জগুঃ। ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ ॥১৭॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরোজনঃ। গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥১৮॥ তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্। তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥১৯॥ যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥২০॥ শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে। তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥২১॥ দৈবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ। যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥২৪॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে। ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫॥

১৭। গীতাশাস্ত্রে যাহার অনুরক্তি নাই, তাহার সকলই নিষ্ফল; তাহার জ্ঞানোপদেষ্টাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৮। গীতাধ্যয়ন যে না করে, সে সর্ব্বাধম। যে জ্ঞান গীতামূলক নহে, তাহা আসুর জ্ঞান। ১৯। সে জ্ঞান বেদবেদান্ত সম্মত নহে; তাহা ধর্ম্ম-হীন ও নিষ্ফল জ্ঞানমাত্র। গীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী, সর্ব্বশাস্ত্রসাররূপিণী নির্ম্মলা দেবী। যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে, একাদশীতে, গীতা পাঠ করেন, তিনি জাগ্রত বা স্বপ্নকালে, গমন বা স্থিরভাবে অবস্থিতি কালে, কোন অবস্থাতেই শত্রুভীত হন না। ২১। যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন, তিনি নিশ্চিত সৌভাগ্যলাভ করেন। ২২। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গীতা শ্রবণে যেরূপ তৃপ্ত হন, বেদাধ্যয়ন, দান, ব্রত, যজ্ঞ ও তীর্থানুগমনাদি কোন কর্ম্মের দ্বারাই সেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন না। ২৩। যিনি ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করেন, বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অধ্যয়ন করা হয়। ২৪। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম সম্মুখে, সাধুমহাত্মার নিকটে, যজ্ঞক্ষেত্রে কিম্বা ভক্তসমীপে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমা সিদ্ধিলাভ করেন। ২৫। যিনি প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ করেন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞসকল, দক্ষিণাদানসহ তাঁহার করা হইয়া থাকে।

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্। শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ। বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭॥ যশঃসৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ। নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনা গৃহে ॥২৯॥ তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ। ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০॥ বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যাং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১॥ জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ। প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥৩২॥ স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে। মহাপাপাতি-পাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনী-দলমম্ভসা ॥৩৩॥ অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ। অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥৩৪॥ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।

২৬। যিনি গীতার পরমার্থ শ্রবণ করেন কিম্বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পরমা গতিলাভ করেন। ২৭। যিনি সাদরে বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার প্রেয়সী হন। ২৮। তাঁহার যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্যলাভ হয় এবং তিনি ভার্য্যাগণের প্রিয় হইয়া থাকেন। ২৯। যে গৃহে গীতার পূজা হয়, তথায় অভিশাপ বা হিংসাদিজনিত দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। ৩০। তথায় কোনপ্রকার সন্তাপ বা পীড়া প্রবেশ করিতে পারে না; তথায় অভিশাপ, পাপানুষ্ঠান বা নরকভোগাদি দুর্গতি উপস্থিত হয় না। ৩১। গীতার্চ্চনকারীর শরীরে বিস্ফোটকাদি উদ্ভূত হয় না; তিনি শ্রীকৃষ্ণপদে অব্যভিচারিণী দাস্য ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৩২। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতি আকর্ষণ করেন এবং সুখে প্রারব্ধ ভোগকরতঃ মুক্তিলাভ করেন। কোনপ্রকার কর্ম্মফলই আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩। গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি মহাপাপ করিলেও জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাপফল তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। ৩৪। নিয়মিত গীতাপাঠের দ্বারা অনাচার, দুর্ব্বাক্য, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত পাপসকল নাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৫। গীতাপাঠের দ্বারা জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত যাবতীয় ইন্দ্রিয়-

তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥ সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ। গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬॥ রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ। গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধ-স্ফটিকবৎ সদা ॥৩৭॥ যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা। স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি। স এব যাজ্ঞিকো যজ্ঞী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥৪০॥ নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা। সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥৪১॥ গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ ধ্রুবপার্ষদৈঃ। সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥৪২॥ যত্র গীতাবিচারশ্চ পাঠনং পঠনং তথা। মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥৪৩॥ শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্। গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪॥ গীতা

সম্ভূত পাপই নষ্ট হইয়া যায়। ৩৬। গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সকলের অন্নভোজন ও সকলের নিকটে দানগ্রহণ করিলেও পাপগ্রস্ত হন না। ৩৭। যদি অন্যায় করিয়াও কেহ ধনরত্নপূর্ণা বসুন্ধরা অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র গীতাপাঠের দ্বারাই তিনি পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হইতে পারিবেন। ৩৮। যাঁহার অন্তঃকরণ সতত গীতার পরমার্থের স্মৃতিসহ জড়িত, তিনিই সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়াবান্ এবং পণ্ডিত। ৩৯। তিনিই সকলের দর্শনযোগ্য, ধনবান্, জ্ঞানী, যোগী, যাজ্ঞিক এবং বেদজ্ঞ। ৪০। গীতাগ্রন্থ যেখানে নিত্য পঠিত হয়, সেই স্থানই প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থময়। ৪১। গীতাধ্যয়নে যাঁহার সতত প্রবৃত্তি, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং যোগিগণ রক্ষকরূপে বাস করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। ৪২। যেখানে গীতার অধ্যয়ন হয় সে স্থানে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ, নারদ ও ধ্রুবাদি পার্ষদগণের সহিত বিরাজ করেন। ৪৩। যেখানে গীতার অর্থ বিচারসহ পঠন ও পাঠনাদি হইয়া থাকে, সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকাসহ সানন্দে অবস্থিতি করেন। গীতা সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—৪৪। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! গীতাই আমার হৃদয়, সারতত্ত্ব এবং সর্ব্বোত্তম অব্যয়জ্ঞান।

মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ । গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥৪৫॥ গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ । গীতা-জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ । অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭ ॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব । কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা । ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী । বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥ ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ । জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥৫১॥ পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ । তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয় ॥৫২॥ ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেতে । ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥ তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ । ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥৫৪॥ একমধ্যায়কং

৪৫ । গীতাই আমার উত্তম আশ্রয়, আমার পরম পদ, আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমার গুরু । ৪৬ । আমি গীতাকে আশ্রয় করিয়াই থাকি, গীতাই আমার মন্দির এবং গীতাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করি । ৪৭ । গীতাই আমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদায়িনী পরমাবিদ্যা ; অনির্ব্বচনীয় পদাত্মিকা গীতা, আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী । ৪৮ । হে অর্জ্জুন ! গীতাকে যে যে নামে অভিহিত করিতে পারা যায়, তাহা আমি তোমার নিকটে ব্যক্ত করিতেছি, এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস পায় । ৪৯ । গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী । অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী । ৫১ । লোকে যদি স্থির চিত্তে এই নামগুলি জপ করে, তাহা হইলে জ্ঞান-সিদ্ধিলাভ করিয়া দেহান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । ৫২ । সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমাত্রা পাঠ করিলেও গো দানের ফললাভ করা যায় । ৫৩ । তিন ভাগের একভাগ পাঠ করিলে সোমযজ্ঞের এবং ছয় ভাগের একভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিতে পারা যায় । ৫৪ । যিনি প্রতিদিন দুই অধ্যায় করিয়া অবশ্য পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন ও এককল্প

নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥ অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্। ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥৫৭॥ গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেবচ। স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮॥ গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃপ্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ। বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥ গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥ গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ। যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ। তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্যান্তি স্বর্গতিম্ ॥৬৩॥ গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদ-

তথায় বাস করেন। ৫৫। ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ এক অধ্যায় পাঠ করিলে, রুদ্রলোক গমনকরতঃ চিরদিন গণরূপে তথায় বাস করিতে পারা যায়। ৫৬। প্রত্যহ গীতার অর্দ্ধ অধ্যায় বা এক অধ্যায়ের চতুর্থাংশ পাঠে রবিলোক প্রাপ্ত হইয়া, শত মন্বন্তর তথায় বাস করিতে পারেন। ৫৭ প্রতিদিন গীতার দশটি, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠেও অযুত বর্ষ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পারা যায়। ৫৮। গীতার এক অধ্যায়ের বা একটী শ্লোকের কিম্বা শ্লোকপাদমাত্রের অর্থ স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে, পরমপদ লাভ করা যায়। ৫৯। দেহত্যাগ কালে গীতার অর্থ শ্রবণ করিলে বা গীতা পাঠ করিলে, মহাপাতকীও পরিত্রাণ লাভ করে। ৬০। যিনি গীতাপুস্তক বক্ষে রাখিয়া, শরীর ত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুসহ আনন্দ উপভোগ করেন। ৬১। মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও সঙ্গে থাকে, তাঁহা হইলে নীচ যোনি প্রাপ্ত না হইয়া, মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণকরতঃ গীতাভ্যাসরত হইয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন। মৃত্যুকালে মুখে, 'গীতা' এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেও সদ্গতি লাভ হয়। কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত গীতা পঠিত হইলে, সেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৬৩। শ্রাদ্ধকালে

তৎপরাঃ ॥ ৬৪ ॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্। কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥ শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তি দুর্লভম্ ॥ ৬৭ ॥ গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সম্যক শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ। তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯॥ দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত। ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০ ॥ জনঃ সংসার দুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১॥ গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ। নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ। জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥ যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং

পিতৃগণের মঙ্গলোদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে পিতৃগণ নরকবাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সানন্দে স্বর্গগত হন। ৬৪। শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ, গীতাপাঠ শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করেন। ৬৫। ধেনুপুচ্ছসহ গীতা দান করিলে, সম্যক্ কৃতকৃত্য হওয়া যায়। ৬৬। সুবর্ণসহ গীতাপুস্তক, বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৬৭। একশত গীতাপুস্তক দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ৬৮। গীতাদানের পুণ্যফলে, সপ্তকল্প পরিমিত কাল, বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুসহ আনন্দভোগ করা যায়। ৬৯। গীতার্থ শ্রবণকরতঃ গীতা দান করিলে, ভগবান্ তৃপ্ত হইয়া, ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল দান করেন। ৭০। চারি বর্ণের নরনারীগণের মধ্যে, যে সুধাময়ী গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করে, সে সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে। ৭১। সংসারতাপে কাতর ব্যক্তি, গীতার অর্থাবগতির সহিত গীতা পাঠ করিলে ভগবদ্ভক্তি ও ভাগবদানন্দ লাভ করেন। ৭২। গীতাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই, জনকাদি রাজর্ষিগণ, মালিন্যমুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিয়াছেন। ৭৩। ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা, গীতাপাঠক ও গীতাজ্ঞানী, উভয়ের নিকটেই সমান। ৭৪। যে ব্যক্তি গর্ব্বাভিমানে অন্ধ হইয়া,

নৈব মন্যতে। কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫॥ গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ। স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥৭৬॥ চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥ যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮॥ গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা। নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯॥ বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ। অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০॥ সূত উবাচ। মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্। গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ। বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥৮২॥ এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৮৩॥ শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

গীতা নিন্দা করে, সেই মূঢ়ব্যক্তি চিরকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। ৭৫। গীতাবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি, কল্পান্ত পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। ৭৬। গীতার অর্থ ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধা করিয়া তাহা শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭। গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনিয়া পাঠ করিলে, কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না। ৭৮। গীতার পরমার্থ জ্ঞাত না হইয়া, যে ব্যক্তি পরমা গতিলাভে সচেষ্ট হয়, তাহার সেই চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। ৭৯।৮০। গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি স্বর্ণ, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, পট্টবস্ত্র ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করেন ও ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে বহুবিধ সামগ্রী ও বস্ত্রাদি দান করেন, তিনি শ্রীভগবান্‌কে তৃপ্ত করেন। ৮১। সূত কহিলেন, যিনি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত এই গীতা পাঠ করিয়া, পরে মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি সুফলভাগী হন। ৮২। গীতা পাঠান্তে মাহাত্ম্য পাঠ না করা বৃথা পরিশ্রমে পরিণত হয়। ৮৩। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাহাত্ম্যসহ গীতা পাঠ করেন ও যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহারা পরমাগতি লাভ করেন। ৮৪। অর্থসহ গীতা শ্রবণ করিয়া, যিনি মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল ইহলোকে সুখপ্রদ হয়। ইতি গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ জয়তি শ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রম্

আনাত্মানং পরমাত্মানং দানং ধ্যানং যোগজ্ঞানং।
অন্তর্যোগং বাহ্যবিধানং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ (মন্ত্রে) ॥ ১ ॥
প্রত্যাহারং ইন্দ্রিয়জয়তাং প্রাণায়ামং ন্যাসবিধানং।
ইষ্টে পূজাং তপসি চ ভক্তিং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ (মন্ত্রে) ॥ ২ ॥
বিষ্ণুপূজা সেবনচরিতং বৈষ্ণবসেবা পরমজ্ঞানং।
মাতরি চ ভক্তিং পিতরি চ সেবাং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ (মন্ত্রে) ॥৩
কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলাপর্ণা।
শ্রীমাতঙ্গী ধূমা তারা এতদ্বিদ্যা ত্রিভুবনসারা ॥ ৪ ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বুদ্ধবরাহৌ নরহরিরূপং বামনচরিতং।
শ্রীরঘুনাথস্ত্রিভুবনসারো ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ৫ ॥
শ্রীভৃগুরামঃ শ্রীবলরামঃ শ্রীযদুনন্দনকল্ক্যবতারৌ।
দশ-অবতারা বিবিধবিধানং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ৬ ॥
কাশী কাঞ্চী দ্বারা মায়াযোধ্যাবন্তি গয়া মথুরা।
রেবা যমুনা পুষ্করতীর্থো ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ৭ ॥
গোকুলগমনং গোপুরভ্রমণং শ্রীবৃন্দাবনমধুপুররটনং।
এতৎ সর্ব্বং সুন্দরিযাতো ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ৮ ॥
তুলসীসেবা হরিহরভক্তির্গঙ্গাসাগরসঙ্গমমুক্তিঃ।
কিমপরমধিকং কৃষ্ণভক্তি র্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ৯ ॥
এতৎ স্তোত্রং পঠতো নিত্যং মোক্ষজ্ঞানং ভবতি হি সত্যং।
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যজ্জ্ঞানং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ও

বিষয় সূচী।

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক	বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।

ভ

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।	বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।
মার্টির অস্তিত্ব কোথায় ?	৭।৪-৫
মাতা	৯।১৭
মাৎসর্য্য	২।৪০ ; ৭।৪-৫
মানস তপস্তা	৭।১৬
মায়া	৯।৮-১০
মায়ামূর্ত্তি	৯।৮ ; ১১।১৩-৩১
মায়ার কার্য্য	১৫।১২-১৭
মায়াবৃক্ষ ছেদন	১৫।৩-৪
মায়াশক্তি	৭।৪-৫; ১৩-১৫ ; ১৪।৩
মার্দ্দব	১৬।১-৩
মিত্র	৬।৯
মিথ্যাচারী	৩।৬
মিথ্যার অর্থ	১৪।৩
মুক্ত জীব	৮।২৪
মুক্তসঙ্গ	১৮।২৬
মুক্তি	১৮।৪৬
মুক্তি জাতীয়তা নহে	১৮।৪৫-৪৬
মুনি	৫।৬ ; ৬।৩
মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য	৪।১৫

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।
মূঢ়	৭।১৫
মূঢ় কে	১৮।১৬
মৃত শরীরের ভাব	১৫।১৮
মৃত্যু	২।১১-১২, ২৭ ; ৭।৪-৫ ; ৮।২৯, ৩৪
মৃত্যুকালে প্রণব উচ্চারণের ফল	৮।১৩
মৃত্যুকালে নাম শুনানর ফল	৮।৫-১০
মৃত্যুকালে মনের ভাব	৮।৫-৬
মৃত্যুকালে সত্বাদি প্রবাহের লক্ষণ	১৪।১৪
মৃত্যুতত্ত্ব	১৫।৯-১১
মৃত্যুদোষ দেখা	১৩।৮
মেধাবী	১৮।১০
মোক্ষ পরায়ণ	৫।২৭
মোক্ষমার্গ	১৮।৩০
মোহ	২।৪০ ; ৭।৪-৫ ; ১৪।১৩-১৭ ; ১৮।২৫
মোহ মুগ্ধেরগতি	১৬।১৬
মৌন	১০।৩৮ ; ১৭।১৬

য

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।
যজ্ঞ	৩।৯-১০ ; ৪।৩২-৩৩ ; ৯।১৬ ; ১৬।১-৩ ; ১৮।৫
যজ্ঞ - তামস	১৭।১৩
যজ্ঞ—রাজস	১৭।১২
যজ্ঞ—সাত্বিক	১৭।১১
যজ্ঞদ্বারা দেবতার পুষ্টি	৩।১০
যজ্ঞ না করার ফল	৩।১২
যজ্ঞবিৎ কে	৪।৩১-৩২
যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু	৯।২৪
যজ্ঞহীন ব্যক্তি	৪।৩১-৩২

বিষয়।	অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক।
যত বাক্য ও মন	১৮।৫২
যত্ন সত্বেও সিদ্ধি কেন হয় না	৭।৩
যথেচ্ছাচারী	১৬।২৩-২৪
যম	১০।২৯
যুক্ত আহারাদি	৬।১৭
যুক্ত ভাবাপন্ন সাধক	৮।১৪
যুক্তযোগী	১।৩৮
যুক্ত সাধক	৫।১২
যুক্ত সাধন	৬।১৩-১৪

স